চিঠিপত্র

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন

প্রথম প্রকাশ পৌষ, ১৩৫০

মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা
২১০০

জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতা দেবীকে লিখিত

মাধুরীলতা দেবীকে লিখিত এই কয়খানি মাত্র চিঠির
সন্ধান এ-পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে।
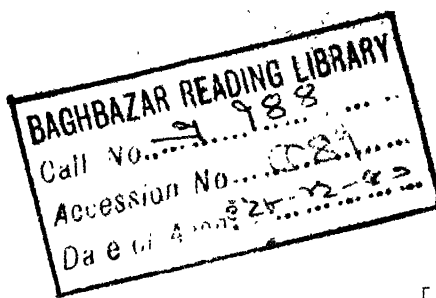
শিলাইদা
নদীয়া
[চৈত্র ১৩১৮

বেল্, শরীরটা অত্যন্ত খারাপ হয়ে পড়েছিল। মনে হচ্ছিল সেই সেবারে বিলাতে যাবার আগে একদিন হঠাৎ যেমন একেবারে ভেঙে পড়েছিলুম আবার তেমনিতর হবে—তাই তাড়াতাড়ি কাজকর্ম্ম গোছানো গাছানো সমস্ত ফেলে একেবারে এক দৌড়ে পদ্মার কোলে এসে আশ্রয় নিয়েছি। যেমনি এসেছি অমনি আমার সেই ভয়ঙ্কর ক্লান্তি এক মুহূর্ত্তে কোথায় দূর হয়ে গেছে। পদ্মা আমাকে যেমন করে শুশ্রূষা করতে জানে এমন আর কেউ না। এতদিন চারদিকে নানা জায়গায় ঘোরাঘুরি না করে যদি এইখানে স্থির হয়ে পদ্মার কলধ্বনিতে কান পেতে চুপচাপ পড়ে থাক্‌তে পারতুম তাহলে ভারি উপকার পেতুম— এবারে এখানে এসে সেটা স্পষ্ট বুঝতে পারচি।

সেদিন আমাদের ওখানে রাত করে এবং নানা অনিয়ম করে তোর শরীর ত খারাপ হয় নি? আমার মনে সেদিন সেই উদ্বেগ ছিল। তোর জন্যে আমার একটা হোমিয়োপ্যাথি ওষুধ মনে পড়চে একবার চেষ্টা করে দেখ্‌বি? Sulphur 200— এই চিঠির মধ্যে এক পুরিয়া পাঠাচ্চি। বিকেলে তোর যে হাত

পা জ্বালা করে জ্বর জ্বর বোধ হয় সেটা এতে সারবে বলে আমার বিশ্বাস। যদি খেয়ে উপকার বোধ করিস্ তবে আমাকে বলিস্ আবার ৮।১০ দিন পরে আর একবার দেব।

তুই যদি একবার কিছুদিনের জন্য এখানে বোটে এসে থাক্‌তে পারতিস্ তাহলে তোর বিশেষ উপকার হত— আর আমিও কত খুসি হতুম সে বল্‌তে পারিনে। কিন্তু তোর বোধ হয় কিছুতেই নড়া হয়ে উঠ্‌বে না। একবার ৫।৬ দিনের জন্যেও যদি আসতে পারিস তাহলে নিশ্চয়ই তোর শরীর ভাল হবে।

বাবা

[২] ওঁ [পোস্টমার্ক

Paris, 15 Juin '12]

বেল, কাল মার্সেল গিয়ে পৌঁছব। সমুদ্র যাত্রাটা নির্ব্বিঘ্নে কেটে গেছে। কাল একটু ঝোড়ো ছিল— বৌমার একটু মাথা ঘুরেছিল আমার ত কোনো কষ্ট বোধ হয় নি। সোমেন্দ্রটা বরাবর খুব কসে boiled ham খেয়ে পর্শু থেকে সাগু খাচ্চে। সে জ্বর করে বসেছে। আজ ভাল হয়েই আবার টেবিলে গিয়ে boiled ham সুরু করেছে। এ'কেই বলে ক্ষত্রিয় বালক। কালই ট্রেনে চড়ে লণ্ডনে রওনা হব— পর্শু পৌঁছব।

বাবা

[৩]

[পোস্টমার্ক
Hampstead, London
12 June '12]

বেল, লণ্ডনে এসে ত পৌঁচেছি। সমুদ্রে শেষ দুদিন খুব নাড়া খেয়ে নিয়েছি এখন ডাঙায় নাড়া খাবার পালা। বাসার সন্ধানে ঘোরা যাচ্চে। একটা ছোট বাড়ি নিয়ে নিজেদের ঘরকন্না পাতবার চেষ্টা চল্‌চে। কেদারকে পাকড়ানো গেছে, তাকে নিয়ে রথী ঘুরে বেড়াচ্চে। আমি এখানে খুব লোকজনের পাকের মধ্যে পড়ে গেছি, যথেষ্ট টানাটানি চল্‌চে। শরীর নিতান্ত মন্দ নেই। একজন ভাল ডাক্তারকে দেখাতে হবে। তোদের খবর কি ?

বাবা

[৪] ওঁ 508 W. High Street

Urbana, Illinois

U. S. A.

[পোস্টমার্ক

Cambridge, Feb 19 1913]

বেল,

তোর শরীর তেমন ভাল নেই শুনে আমার মন বড় উদ্বিগ্ন হয়ে আছে। তোকে চিঠি লিখে ত উত্তর পাইনে আর কারো কাছ থেকেও খবর পাবার সুবিধা হয় না। মাঝে মাঝে এক একটা পোস্টকার্ডে তোদের খবর দিস্। শরতের শরীর আজকাল কেমন আছে লিখিস্।

আমেরিকায় এসে অবধি আমি অনেকদিন আর্ব্বানা বলে একটি ছোট্ট সহরের এক কোণের ঘরে চুপচাপ করে পড়ে ছিলুম— কারো কাছে ধরা দিই নি। কিন্তু এ দেশের লোকের ভয়ানক বক্তৃতা শোনবার সখ। তাই এখানে এরা আমাকে ক্রমাগত বক্তৃতা করবার জন্যে পীড়াপীড়ি করেছে। প্রথম প্রথম অবিচলিত ছিলুম— কেননা, আমার দৃঢ় ধারণা ছিল ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা করতে গেলে কোনোমতেই নিজের সম্মান রক্ষা করতে পারব না— সেই জন্যে চাণক্যের উপদেশ স্মরণ করে একেবারে মুখ বন্ধ করে সুগম্ভীর হয়ে বসে ছিলুম। অবশেষে

আর্ব্বানায় Unity Club বলে একটি ক্লাবে কিছু বলবার অনুরোধ এড়াতে পারা গেল না। ক্লাবটি ছোটখাট— তেমন দুর্দ্ধর্ষ গোছের নয়, তার সভ্যসংখ্যা সামান্য সেইজন্যে কোনোমতে রাজি হওয়া গেল। তার পরে একটা প্রবন্ধ লিখে সেখানে গিয়ে দেখি লোকে হল ভরে গিয়েছে— তখন পালাবার পথ বন্ধ। প্রবন্ধ পড়া শেষ হলে সকলেই বাহবা দিতে লাগ্‌ল। এতে আমার সাহস জন্মে গেল। একে একে পাঁচটা প্রবন্ধ তাদের সেই সভায় পাঠ করেছি। তার পর থেকে কেবলি বক্তৃতার নিমন্ত্রণ পাওয়া যাচ্চে। শিকাগো য়ুনিভর্সিটিতে বক্তৃতা করে আমার ভয় একেবারে ভেঙে গেছে। রচেষ্টারে Religious Liberals দের একটা বার্ষিক কন্‌গ্রেস সভা ছিল সেখানে কুড়ি মিনিট সময়ের মেয়াদে Race Conflict সম্বন্ধে একটা বক্তৃতার ফরমাস পেয়েছিলুম। রচেস্টার বষ্টন সহরের কাছে। মনে করলুম যখন এতদূরেই আসা গেল তখন বষ্টনটা সেরে যাওয়া যাক। বস্টনে এখানকার হার্ভার্ড্ য়ুনিভর্সিটি বলে সব চেয়ে বড় য়ুনিভর্সিটির স্থান। আপাতত এইখানে এসে পৌঁছন গেছে। কাল একটা বক্তৃতা দিয়েছি— আরো তিনটে দিতে হবে। তার পরে কোথায় যাব কি করব কিছুই ঠিকানা নেই।

আর যাই হোক্ এখানে একটা সুবিধা এই দেখা যাচ্চে শীতকালের দিনেও যথেষ্ট রোদ্দুর পাওয়া যায়। ইংলণ্ডে সেটি হবার জো ছিল না। সেখানে গরমির দিনেই যে কয়মাস ছিলুম

প্রায় রোজই বৃষ্টিবাদল গিয়েছে। কিন্তু এখানে শীত সেখানকার চেয়ে অনেক বেশি— বরফে প্রায় সমস্ত ঢাকা পড়ে আছে— কিন্তু তার উপরে যখন রোদ্দুর পড়ে তখন সে দেখতে খুব ভাল লাগে। চার দিক একেবারে ঝলমল করতে থাকে। আর্ব্বানায় যখন ছিলুম তখন একদিন রাত্রে খুব বৃষ্টি হয়ে গিয়ে সেই বৃষ্টির জল জমে বরফ হয়ে গিয়েছিল— রাস্তার ধারের গাছপালা যেন কাঁচ দিয়ে মুড়ে দিয়েছিল— সেই বরফের ভারে মাঝে মাঝে গাছের বড় বড় ডাল মড়মড় করে ভেঙে ভেঙে পড়ছিল। সমস্ত রাস্তার উপরে পুরু বরফ— তার উপর দিয়ে চলা শক্ত— পা পিছলে পড়ে যেতে হয়— অনেককেই পড়তে হয়েছিল। আমি পড়বার ভয়ে সাহস করে বাড়ি থেকে বেরতেই পারতুম না। শেষকালে দু তিন দিন বাড়িতে কয়েদির মত বন্ধ থেকে একদিন বেরিয়ে পড়লুম। অল্প একটু দূর গিয়েই পতন। পথে লোক প্রায় ছিল না। কেবল এক জন মাত্র পথিক আমার পিছন পিছন আসছিল। নিজের দেহভার সামলাতেই তাকে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে হয়েছিল— কাজেই তার আর হাসবার সময় ছিল না। আর এক পা অগ্রসর হবার উৎসাহ আমার রইল না। সেইখান থেকেই বাড়ি ফিরলুম— তার পরে যে পর্য্যন্ত না বরফের পাষাণ হৃদয় সম্পূর্ণ বিগলিত হল সে পর্য্যন্ত আর আমার কোণের থেকে বেরই নি।

এখানে আর্ব্বানা থেকে বেরিয়ে পড়বামাত্রই ধীরে ধীরে নানাবিধ বন্ধুবান্ধব জুটচে। এখানকার একজন সুবিখ্যাত

কবির বিধবা স্ত্রী Mrs. Moodyর বাড়িতে আমরা শিকাগো সহরে অতিথি ছিলুম। তিনি আমাদের খুব যত্ন করেছেন। আমাদের সঙ্গে তাঁর এমনি জমে গিয়েছে যে তিনি আমাদের আর ছাড়তে চান না। হপ্তাখানেকের জন্যে আমরা নিউইয়র্কে এসেছিলুম, সেখানে তিনি আমাদের তাঁর বাসায় নিয়ে রেখেছিলেন। বষ্টনেও ত ন আসবেন। তাঁর মধ্যে ভারি একটি স্বাভাবিক মাতৃভাব আছে।

এখানে একটা জিনিষ খুব আমার মনে লাগে— এখানে, অন্তত পশ্চিম আমেরিকায়, প্রায় সকল অবস্থার মেয়েদেরই নিজের হাতে সমস্ত ঘরকরনার কাজ করতেই হয় কেননা এখানে চাকর দাসী পাওয়া অসম্ভব বল্‌লেই হয়। রাঁধা, বিছানা করা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, বাসনমাজা সমস্তই প্রায় গৃহকর্ত্রীরা করেন— অনেক সময় গৃহকর্ত্তাদের তার সঙ্গে যোগ দিতে হয়। কিন্তু কাজ করবার এত রকম সুবিধা আছে যে তাতে যথাসম্ভব ভার লাঘব করে। রান্না গ্যাসের উনুনে হয়— তাতে কষ্ট নেই— অনেক কাজ ইলেকট্রিসিটির সাহায্যেই চলে যায়। এ সমস্ত সুবিধা এখনকার দিনে আমাদের দেশে চালানো অসম্ভব নয়— যদি তা করা যায় তাহলে চাকরদের অধীনতা থেকে অনেক পরিমাণে মুক্তিলাভ করা সম্ভব হয়। বৌমাকেও দীর্ঘকাল সমস্ত কাজ করতে হয়েছিল—অবশেষে দুজন ভারতবর্ষীয় ছাত্র বেতন এবং খোরাকি নিয়ে তাঁর এই সমস্ত কাজ নির্ব্বাহ করে দিচ্ছিল। এ দেশের গরীব ছাত্ররা এরকম সামান্য কাজে

কিছুমাত্র অপমান বা লজ্জা বোধ করেনা— তারা হোটেলে খানসামারও কাজ করচে পড়াশুনাও দিব্যি চালাচ্চে। অনেক সময় যে সব ছাত্রের সঙ্গে তারা একত্রে পড়ে তাদেরই সেবকতা করে তারা নিজেদের ব্যয় নির্ব্বাহ করে। আমাদের দেশে হলে মুখ দেখাতে পারত না। তোর সেবকদের খবর কি? সেই তোর বাবুর্চ্চি আছে ত?‌ তার ছেলের খবর কি? দাসীর সুবিধা করতে পেরেচিস? এবারকার এগারই মাঘ কি রকম হল এখনো তার সংবাদ পাই নি— আর হপ্তাদুয়েক পরে ফাল্গুনের মাঝামাঝি তার সমস্ত বিবরণ পাওয়া যাবে। এগারই মাঘের দিনে এবার আমরা পথের মধ্যেই ছিলুম। অনেকদিন পরে আমার এগারই মাঘ বাদ পড়ল। ৭ই পৌষের ভোরের বেলায় আমাদের আর্ব্বানার শোবার ঘরের একটি কোণে আমরা পাঁচটি বাঙালীতে উৎসব করেছিলুম। ভিড় ছিলনা— কিন্তু বেশ ভাল লেগেছিল।

বাবা

[৫]

ওঁ

Hotel Earle
103, Waverly Place
New York [১]
[পোস্টমার্ক
March 3, '13]

বেল,

প্রায় এক মাসের উপর আমরা ঘোরাঘুরি করে বেড়ালুম। অনেক পাঠ বক্তৃতা আলাপ পরিচয় ইত্যাদি সেরে আজ বিকেলের ট্রেনে আবার আমাদের আর্ব্বানার কোটরের মধ্যে আশ্রয় নিতে চলেছি। সেখানকার মেয়াদও খুব লম্বা নয়। মনে করচি আগামী এপ্রেলের ১৭ই তারিখে আমেরিকা থেকে ইংলণ্ডে পাড়ি দেব। সেখানে আমার বই ছাপাবার ব্যবস্থা করতে হবে। অনেক নতুন তর্জ্জমা হাতে জমেছে। সেগুলো এখানকার লোকদের ভাল লাগ্‌চে— সুতরাং বই আকারে ছাপা হলে মন্দ হবে না। ইংলণ্ডের ম্যাকমিলান কম্পানি আমার সব বইয়ের প্রকাশক হবে বলে কথাবার্ত্তা চল্‌চে। এই সব বই ছাপার কাজ সারতে যে আমার কতদিন হবে তা বুঝতে পারচি নে। অন্তত

[১] চিঠির কাগজের উপরে মুদ্রিত ঠিকানা।

আগামী শরৎকাল পর্য্যন্ত হয় ত এই ব্যাপার নিয়ে আমাকে লেগে থাকতে হবে। তারপরে সম্ভবত শীতের আরম্ভে আমি দেশে ফিরে যাবার আয়োজন করব। আমার খুব ইচ্ছা ছিল জাপান চীন জাভা ব্রহ্মদেশের পথ দিয়ে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে ভারতবর্ষে ফিরব— ··· আবার [?] যে কোনোদিন এ পথে আসতে পারব এমন আশা করিনে। কিন্তু এ যাত্রায় সে আর ঘটে উঠল না। যদি কোনোমতে সময়ের ও অর্থ-সামর্থ্যের সুবিধা করতে পারি তাহলে সাইবীরিয়ান রেলপথ দিয়ে জাপানে গিয়ে সেখান থেকে ভারতবর্ষে যাব এই রকম সংকল্প মাঝে মাঝে মনের মধ্যে উদয় হচ্চে— কিন্তু এটাকে বেশ সম্ভবপর বলে ঠেকচে না অথচ প্রস্তাবটা আমার কাছে খুব লোভনীয় বোধ হচ্চে— যদি ঘটে ওঠে ত ভালই, যদি না ঘটে ত কল্পনা করতে আরাম আছে।

এ পর্য্যন্ত এখানে শীত খুব প্রবল হয় নি— বরাবর সূর্য্যালোক ভোগ করে এসেছি। মার্চ্চ মাস পড়েছে— এখন বসন্তের অভ্যুদয় হবার সময় এল— কিন্তু বিদায়ের সময় শীত আপনার তূণ নিঃশেষ করে শেষ ব্রহ্মাস্ত্র বর্ষণ করে যাবে এই রকম ভাবখানা দেখতে পাচ্চি। গত তিন চার দিন থেকে খুব ঠাণ্ডা পড়েছে— প্রায় ক্রমাগতই বরফ পড়চে, আর কন্‌কনে বাতাস দিচ্চে। এমেরিকার সুবিধা এই যে বরফ পড়ুক আর শীতই হোক্, সূর্য্যালোকের অভাব হয় না— সেইজন্যে শীতটা এখানে কাটিয়ে যাওয়া আমার পক্ষে খুব আরামের হয়েছে। গত

গ্রীষ্মের দিনেও ইংলণ্ডে আমরা ক্রমাগত বৃষ্টি পেয়েছিলুম, আশা করচি এবারকার গ্রীষ্মে দেবতা আমাদের পক্ষে অনুকূল হবে। যদি চিঠি লিখিস্ এখানকার ঠিকানায় লিখিস্‌নে— ইংলণ্ডের ঠিকানা :—

C/o. W. Rothenstein Esq., 11 Oak Hill Park, Hampstead, London N. W.

বাবা

কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমীরা দেবীকে লিখিত

[১] ওঁ গিরিডি

মীরু

আমি বোধ হয় আজ সন্ধ্যার গাড়ীতেই কলকাতায় যাব। যেদিন থেকে এখানে এসেছি সেই দিন থেকেই একটা লেখা নিয়ে ঘাড়মোড় ভেঙে পড়েছি। আজ সেই লেখাটা শেষ করে ফেলে আজই দৌড় দিতে হচ্চে। আস্‌চে শনিবারে কলকাতায় জাতীয় শিক্ষাপরিষদে এটা পড়তে হবে। ইতিমধ্যে এখানেও আমাকে একদিন মুখে মুখে বক্তৃতা দিতে হয়েছে। তাছাড়া লোকজনের দেখাশুনার উৎপাত এখানেও নিতান্ত কম নয়। এদিকে কদিন ধরে খুবই দুর্যোগ চলচে— ঝড়বৃষ্টি বাদলা প্রায় লেগেই আছে। সেইজন্যে শীতও কিছু কম পড়ে আবার রীতিমত কনকনিয়ে উঠেছে। আজও আকাশ ঘন মেঘে আচ্ছন্ন। আমার যাবার সময় যদি বৃষ্টি আরম্ভ হয় তাহলেই আমাকে মুস্কিলে ফেলবে। বল্‌তে বল্‌তেই খুব বাতাস দিয়ে বৃষ্টি হতে আরম্ভ হল। শীতের সময় এ রকম বাদলা ভারি বিশ্রী লাগে। আশা করচি আমি যাত্রা করবার পূর্ব্বেই পরিষ্কার হয়ে যাবে। তোদের প্রাইজের জিনিষপত্র কি ভাবে পৌঁছল জানবার জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে আছি। শৈলেশকে যে-সব বই পাঠাতে লিখেছি তা পাঠালে কিনা কে জানে? খেলনাগুলো কি ভাঙাচোরা

অবস্থাতেই পৌঁচেছে? সেখানকার কারো কাছ থেকে কিছু পেলিনে? শুনতে পাচ্চি মেজ বৌঠান কিছুদিনের জন্যে বোলপুরে যাবেন। সুশি বৌমাও তাঁর সঙ্গে যাবেন বলে আমাকে চিঠি লিখেচেন। বোলপুরেরও যদি এখানকার মত ঝোড়ো অবস্থা হয় তাহলে তাঁরা মুস্কিলে পড়বেন। সেদিন বোলপুরে ঝড় বৃষ্টির সময় বিদ্যালয়ের কুয়োর কাছে একটা উঁচু খুঁটির উপরে বজ্র পড়েছিল। সে সময়ে পিসিমার না জানি কি রকম অবস্থা হয়েছিল। ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন। ইতি ২২শে মাঘ ১৩১৩

বাবা

[শান্তিনিকেতন
ফাল্গুন ১৩১৭]

মারু

তোরা শিলাইদহে গিয়ে তোদের ঘরকন্না গুছিয়ে নিচ্চিস্ শুনে খুব খুসি হলুম। দূরে তোদের বাড়ি হলে সুবিধা হবে না। বিশেষত তোর পক্ষে যাতায়াত করা চলবে না—পাল্কী করে রোজ আনাগোনা করা ত সহজ ব্যাপার নয়। তোরা কাছাকাছি বাড়ি করে থাকলেই বেশ ভাল হবে। তোদের বাড়িটা কি রকম প্ল্যানে করবি জানতে ইচ্ছা করচে। এমন যেন না হয় যে বর্ষার সময় damp হয়ে তোদের অসুখ হয়। সেইজন্য গোড়াতেই ভিতটা যাতে damp-proof হয় সেই রকম করা কর্ত্তব্য। ভিত যদি ছাই বালি দিয়ে ভরাট করা যায় তাহলে damp কৈশিক আকর্ষণে উপরে উঠ্তে পারে না। তাছাড়া ইঁট গাঁথার সময়েও এমন উপায় নিতে হবে যাতে damp উপরে না উঠ্তে পারে।

রাজা অভিনয়ের রিহার্সেল চলচে। কিন্তু শীঘ্র যে হয়ে উঠ্বে এমন আশা হচ্চে না। বড় শক্ত। শুনে হয় ত খুব এক চোট হাস্‌বি অজিত সুদর্শনা সাজ্‌বে। তাকে খুব করে মেজে ঘষে পরচুলো পরিয়ে ঢেকে ঢুকে কোনোমতে কাজ চালিয়ে

নিতে হবে। অন্ধকারের Sceneএ কোন মুস্কিল নেই—কিন্তু আলোর Sceneএ কি রকম effect হয় বলা যায় না। কিন্তু উপায় নেই। আর কোনো ছেলে সুদর্শনার part অভিনয় করতে পারবে না।

শৈল বৌমার সঙ্গে আমার প্রায় দেখা হয় না—সে নীচে বাংলায় থাকে আমার কাজ ফেলে যেতে পারিনে। সন্তোষের মা বুধবারে এসে শিশুবিভাগের দোতলা বাড়িতে থাকবেন—তখন বৌমার সঙ্গে দেখাশোনা চেনাপরিচয় হতে পারবে।

জ্ঞান এখানে বেশ ভালই আছে। সে আমাদের Science class পড়ায়। কিছুদিন এখানে থাকলে নিশ্চয়ই সে এখান থেকে আর যেতে চাইবে না।

তোরা একটু নিয়মিত পড়াশুনো করতে ভুলিসনে। নইলে মনের সুরটা ক্রমেই নেবে যাবে।

বেয়ানের আমাদের শিলাইদা কেমন লাগচে? তাঁকে আমার নমস্কার জানাস্।

ঈশ্বর তোদের মঙ্গল করুন।

বাবা

[৩]

[শান্তিনিকেতন

চৈত্র ১৩১৭]

মীরু

তোর চিঠি এইমাত্র পেলুম। পয়লা বৈশাখের উৎসবের জন্যে আমাদের প্রস্তুত হতে হচ্চে। বোধ হচ্চে অনেকে আসবেন। রামানন্দ বাবুর মেয়েরা এবং ব্রাহ্মসমাজের অনেক মেয়ে বোধ করি এসে পড়বেন। আমাদের আশ্রমের সঙ্গে মেয়েদের এই যোগটি আমার খুব ভাল লাগে। এতে মেয়েদেরও বেশ উপকার হচ্চে বলে বোধ হয়। তোদের ওখানে যেমন কাব্যগ্রন্থের ক্লাস বসে গেছে আমাদের এখানেও তেমনি বসেচে। রোজ দুপুর বেলা খাওয়ার পর অধ্যাপকেরা আসেন আমি জীবনের ইতিহাসের সঙ্গে মিলিয়ে কবিতাগুলো ব্যাখ্যা [করে] তাঁদের শোনাই— দেখি তাঁদের অনেকে খাতা নিয়ে তার নোট নিতে থাকেন। অজিত বোধ করি আমার জন্মদিনে আমার রচনা সম্বন্ধে কিছু একটা পাঠ করবে, তারই জন্যে আমার জীবনবৃত্তান্তের ও ভিন্ন ভিন্ন কাব্য রচনার দিন ক্ষণ তারিখ নিয়ে আমাকে অস্থির করে তুলেছে— কোনো দিন আমি সময় ঠিক মনে রাখতে পারিনে— আমার চিঠির তারিখের সঙ্গে পাঁজির তারিখের সর্ব্বদা কি রকম অনৈক্য হয় সে তো তোরা জানিস্—

ইস্কুলে ইতিহাসে কোনোদিন আমি খ্যাতিলাভ করতে পারিনি। আমার ত এই মুস্কিল অতএব আমার জীবনচরিত তারিখ সম্বন্ধে একেবারে নিষ্কণ্টক হয়েই প্রকাশ হবে।

উমাচরণ অনেক চেষ্টায় নিজের যোগ্য একটি পাত্রী জুটিয়েছিল— কিন্তু উপযুক্ত পণ জোটাতে পারেনি। পাত্রীর বয়স তিন বছর সুতরাং তিনশো টাকার কমে তাকে পাওয়া সম্ভব নয়— আরো দুই এক বছর বয়স কম হলে বোধ করি সেই পরিমাণে দামও কম হতে পারত। কিন্তু উমাচরণ অনেকদিন ব্রাহ্ম বাড়িতে কাজ করচে বলে বাল্যবিবাহের প্রতি তার আন্তরিক বিদ্বেষ। এইজন্যে সে অতি কঠোর পণ করেছে যে তিন বছরের কম বয়সের মেয়েকে সে কোনো মতেই বিয়ে করবে না— মরে গেলেও না— তার এই সাধু সঙ্কল্পের দৃঢ়তা দেখে আমরা সকলেই আশ্চর্য্য হয়ে গেছি— কত দুমাস তিন মাসের মেয়ে তাদের মার কোলে শুয়ে চীৎকার শব্দে কাঁদচে কিন্তু সে কান্নায় সে কিছুতেই কর্ণপাত করচে না— এমনি ওর হৃদয় পাষাণের মত অটল— কত সদ্যোজাত নবনীতকোমলা কুমারী দুই চক্ষু মুদ্রিত কোরে অহোরাত্রি ধ্যান করচে কিন্তু তাদের সেই তপস্যার প্রভাবও উমাচরণের হৃদয়কে লেশমাত্র বিচলিত করতে পারচে না— ওর এই চরিত্রবল দেখে সকলে স্তম্ভিত হয়ে গেছে। তার এই সাধুতার পুরস্কারস্বরূপ তোরা যদি আপনা আপনির মধ্যে তিনশো টাকা কোনোমতে চাঁদা করে তুলতে পারিস্ তাহলে এই একটি তিন বৎসরের বয়স্থা মেয়ের আইবড়দশা ঘুচে যায়—

বৌমাকে বলিস তাঁদের উচিত গয়না বিক্রি করেও এই সৎকার্য্যটি করা।

পশু্র্দিন রথীকে লিখেছিলুম কোনো লোক দিয়ে ওখান থেকে পয়লা বৈশাখের জন্য ওখানকার তরমুজ খরমুজ ইত্যাদি পাঠাতে— অত্যন্ত সহজে ও সস্তায় কাজ সারবার এই অসামান্য দৃষ্টান্তে এখানকার লোকের আমার বুদ্ধির প্রতি এমন একটু শ্রদ্ধা বেড়ে গিয়েছে যে আমি সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছি। আমার এই অনুরোধটা রথী যদি কাজে পরিণত করে তাহলে এই ব্যাপারটা আমাদের বিদ্যালয়ের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। বিশেষত দেখ্‌তে পাচ্চি আমার জীবনবৃত্তান্ত নিয়ে গোপনে ও প্রকাশ্যে একটা আলোচনা চল্‌চে এই সময়ে যদি শিলাইদহ থেকে বোলপুরে তরমুজ ও ফুটি এসে পড়ে তাহলে সেই কীর্ত্তিটা হয়ত কারো অমর লেখনীর দ্বারা অবিনশ্বরভাবে লিপিবদ্ধ হয়ে যেতে পারে। অতএব তোর দাদাকে লিখিস্ খবরদার যেন তরমুজ না পাঠায়।

আমাদের বিদ্যালয়ের ছুটি আরম্ভ হবে ২৬শে বৈশাখে। তখন তোদের ওখানে বোধ হয় রীতিমত গরম পড়বে। বড়দাদা হেমলতা ও কমল পুরীতে যাচ্চেন। কিন্তু ছুটির সময় দিনুকে আমার কাছে না রাখলে নিশ্চিন্ত হতে পারব না। তাই, যদি আমি সে সময় শিলাইদহে যাই তাহলে দিনুকেও সেখানে আমার সঙ্গে নেব। সেখানে তাকে স্থান দেবার কি বিশেষ অসুবিধা হবে? ইস্কুলের আর কোনো ছেলেকে আমি নিতে চাইনে।

পটল পুরীতেও যেতে পারে। কিন্তু অরবিন্দ এবার হয়ত আমার সঙ্গ ছাড়তে চাইবে না। দিনুকে নীচে পশ্চিমের দিকের দক্ষিণের ঘরটাতে এবং অরবিন্দকে মাঝের হলে বোধ হয় রাখা চলবে। আমি ত তেতালায় থাকব। সেখানে যদি একটা bathroom ছোটখাট রকম তৈরি হয় তাহলে দিনুকেও আমার তেতালার ঘরে আর একটা খাট দিয়ে অনায়াসে রাখা যেতে পারবে। রথীর সঙ্গে এই বেলা পরামর্শ করে সমস্ত ঠিক করিস্। তোরা কে কোথায় আছিস্ আমি ত কিছুই জানিনে— কিন্তু তোরা নিজেদের কিছুমাত্র disturb করিস্নে যেন।

বাবা

বৌমাকে আমার অন্তরের স্নেহাশীর্ব্বাদ জানাস্ এবং তোরাও গ্রহণ করিস্।

মীরু

গোলেমালে অনেকদিন তোর চিঠির উত্তর দিতে পারিনি। কিছুদিন থেকে নানা ব্যাপারে নানা প্রকারে ব্যস্ত হয়ে ছিলুম। এখনো চলচে। তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদক হয়ে আমার কাজ আরো বেড়ে গেছে। আমার জন্মদিনে ছেলেরা উৎসব করবে বলে আর একটা হাঙ্গাম চলচে। সেদিন এরা "রাজা" আবার অভিনয় করবে। তাছাড়া আরো কি কি উৎপাত করবার মৎলব আছে— ওর পূর্ব্বে কোথাও পালাতে পারলে ভাল হত।

তোদের ওখানে লট্‌কানের গাছ আছে, রথীকে বলে এক প্যাকেট লট্‌কান পাঠিয়ে দিস্ তো। থিয়েটারের সময় ছেলেরা কাপড় রঙাতে চায়।

এখানে তো প্রায়ই মাঝে মাঝে বৃষ্টি বাদল হয়ে এ পর্য্যন্ত বেশ ঠাণ্ডা আছে। তোদের ওখানে কি রকম? তোরা কি বাগান করিস? আমরা যেরকম দেখে এসেছিলুম তার থেকে কিছু বদল হয়েছে কি? তোদের আলুর ক্ষেত থেকে আলু কত পেলি? চৈতালি ফসলই বা কি রকম হল? আমাদের আম বাগানে খুব আম ধরেছে। তোদের আমের অবস্থা কি রকম?

লিচু গাছে বিস্তর ছোট ছোট লিচু ধরেছিলো কিন্তু আমাদের একটা হরিণ আছে সে এসে লিচুগুলো প্রায় সমস্ত খেয়ে ফেল্লে— সফেটা গাছের নীচু ডালে যত সফেটা হয়েছে সেও আর রাখা যাচ্চে না। হরিণটা খুব পোষা বলে ওকে বাঁধতে ইচ্ছা করে না। আজকাল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেক মেয়েদের সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়েচে। তাঁরা আশ্রমে এসেছিলেন— এখানকার সঙ্গে তাঁদের খুব একটা শ্রদ্ধার যোগ হয়ে গেছে। এবার কলকাতায় গিয়ে উপরি উপরি তিন দিন তাঁদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চলেছিল। বোধ হয় পয়লা বৈশাখে তাঁরা এখানে আসবেন।

তোদের পড়াশুনা কি রকম চলচে? তুই বুঝি Botany পড়তে আরম্ভ করেছিস্? কেমন লাগচে? বৌমার পড়া এগোচ্চে ত? তোর বন্ধু Miss Bourdatteও তোদের খুব নিন্দে করে বিবি তোদের টাকায় পেট ভরিয়ে আমেরিকায় ফিরে গেছে। Yankeeদের সঙ্গে আমরা পেরে উঠবো কেন?

তোরা মাঝে মাঝে কখনো নদীতে বেড়াতে যাসনে? উমাচরণ কলকাতায় ফিরেছে এই একটা সুসংবাদ— তার বিয়ে হয়নি এই আর একটা। আগামী সোমবারে শুনচি এখানে তার শুভাগমন হবে। কি রকম অভ্যর্থনা করা যাবে তাই ভাবচি।

বাবা

তোর মামা কিম্বা মামাশ্বশুরকে বলিস সেই বাউলদের গান আমাকে শীঘ্র সংগ্রহ করে পাঠাতে। দেরি না করে।

১৫

২

[পোস্টমার্ক
Santiniketan
1 Aug 11]

মীরু

অনেকদিন পরে তোর চিঠি পেয়ে খুসি হলুম। রথী তোদের Ball এর Astronomy পড়ে শোনাচ্চেন? ও বইটা প্রথম যখন পড়েছিলুম তখন আমার এত ভাল লেগেছিল যে, আমার আহারনিদ্রা ছিল না। বৌমারও বোধ হয় খুব ভাল লাগচে। Fairy Land of Science বইটা থেকে তাঁকে কিছু পড়ানো হচ্চে কি? সে বইটা থেকেও তিনি অনেক শিখ্‌তে পারবেন। তাঁর দেখলুম Science এর দিকে খুব একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। তাঁর মাস্টার মশায় কালকায় দৌড় দেওয়াতে করে তাঁর পড়াশোনার কিছু ক্ষতি হচ্চে না ত? তুই তাঁকে পড়াস্‌নে কেন? তোর শরীর এখন ভাল আছে তো? তোর মেজমা তোকে তাঁর কাছে রাঁচিতে রাখবার প্রস্তাব আমাকে জানিয়েছেন। সে জায়গাটি খুব ভাল—তোর বেশ ভাল লাগবে—শরীরও ভাল থাক্‌বে। জ্যোতিদাদার কাছে স্বরলিপি এবং গান শিখতে পারবি। জানিনে নগেনের সঙ্গে তাঁর এ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হয়েছে কিনা। নগেন নিশ্চয় এতদিনে শিলাইদহে

ফিরেচে। কিন্তু তোরা তো জলে জলে ঘুরে বেড়াচ্ছিস, তোদের নগেন ধরবে কোথায়? তোর মামার খবর কি? আমি চলে আসাতে বেচারার খুব কষ্ট হয়েছে— মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে তার সদালাপ হত— এখন সে সকল প্রসঙ্গ তাকে শোনাবার লোক কাউকে পাবে না।

প্রবাসীতে তোর ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান বেরিয়েছে— দেখেছিস্ ত? এখন তোর কলম বোধ হয় বন্ধ আছে। বোটে এই বৃষ্টি-বাদলের দিন তোদের অসুবিধা হচ্চে না ত? অমাবস্যা পড়েছে— এইবার থেকে আবার বাদলা আরম্ভ হবে।

বাবা

[শান্তিনিকেতন]

মীরু

জগদানন্দ এবং সন্তোষ আজ ভোরে কলকাতায় গেছেন—অতএব তুই যে যন্ত্রটা চেয়েছিস্ সেটার সন্ধান করতে পারলুম না। যদি সেটাকে কোনোখানে আস্ত দেখতে পাই তাহলে তোদের পাঠিয়ে দেব। চাঁদের কলাগুলো সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা জন্মানো শক্ত এবং পৃথিবীর সঙ্গে সূর্য্যের অবস্থাগত সম্বন্ধ অনুসারে ঋতুর ভেদ কি রকম করে হয় সেটাও কেবল ছবি দেখে বুঝিয়ে দেওয়া কঠিন।

নগেন কাল বুধবারে বড়দিদিকে নিয়ে তোদের ওখানে যাত্রা করবে লিখেছে। এ চিঠি পাবার পূর্ব্বেই তোদের সভা জমে উঠেছে সন্দেহ নেই। ও জায়গাটা বড়দিদির বোধ হয় ভালই লাগবে। আমার সেই ছাতের ঘরটা তাঁকে দিস্ তাহলে তিনি নিরিবিলি থাক্‌তে পারবেন।

ললিতাকে দেখবার জন্যে আজ হেমলতা বৌমা কলকাতায় রওনা হলেন। কমল অনেকদিন পরে তার সখী দুর্গাকে পেয়ে মনের আনন্দে আছে। কালিমোহনের স্ত্রী মনোরমাও তাদের সখি-সমিতির সভ্য, বিপিনের বৌও বিশিষ্ট সভ্যের মধ্যে। লাবণ্যের মেয়েটি বেশ সুন্দর দেখতে হয়েছে। বেচারা অসুখে

ভুগচে কিন্তু তবু তার প্রফুল্লতার অবসান নেই। তাকে নিয়ে আমার দাড়ি সামলানো ভারি শক্ত হয়েছে। লাবণ্য ভারি রোগা হয়ে গেছে। আমি যে নাপিত চাকরটিকে পেয়েছি সে বেশ ঘড়ি মেরামৎ করতে পারে, হাতের কাজে তার একটু দক্ষতা আছে। উমাচরণের কাছে সে রান্না প্রভৃতি শিখ্‌চে— এ চাকরটা সকল রকমে বেশ কাজের হয়ে উঠবে বলে মনে হচ্চে। কিন্তু আমার ত দুজন চাকরের দরকার নেই। রথীকে জিজ্ঞেস করিস তার যদি দরকার থাকে একে তাহলে শিলাইদহে পাঠিয়ে দিতে পারি। একে তৈরি করে নিতে পারলে এ ল্যাবরেটারির কাজও করতে পারবে। দরকারের সময় মাথা খুঁড়লেও চাকর পাওয়া যায় না বলেই ছেড়ে দিতে কোনোমতে ইচ্ছা করচে না।

রথীকে বলিস্ যে মাদ্রাজি যুবকটির কথা তাকে বলেছিলুম তার সম্বন্ধে কি স্থির করলে আমাকে যেন লেখে। ইতি ১৬ শ্রাবণ ১৩১৮

বাবা

[শান্তিনিকেতন
ভাদ্র (?) ১৩১৮]

মীরু

তোর দাদা আর বৌমা আমাকে সুদ্ধ সিঙাপুরে সমুদ্র পথ ঘুরিয়ে আনবার প্রস্তাব করে এক চিঠি লিখেছে। আমার শরীরটা ভাল নয়— হয় ত কিছুদিনের মত এখানকার সমস্ত ভাবনা চিন্তার ঝঞ্ঝাট একেবারে ভুলে ঘুরে আসতে পারলে কতকটা শুধ্‌রে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু ভাবচি কেবল ২২ দিনের মত সমুদ্র ঘুরে আমার হবে কি? তাতে কেবল ঘোরাঘুরির কষ্ট এবং seasicknessএর ধাক্কাই খেয়ে আসা হবে। তাই তাকে আজ লিখেচি যদি তিন মাসের ছুটি নিয়ে জাপান বেড়িয়ে আসতে সে রাজি থাকে তাহলে আমি এই সুযোগে একটু ভাল রকম করে হাওয়া খেয়ে নিতে পারি। একবার কিছুদিনের মত সমস্ত বোঝা নামিয়ে ছুটোছুটি করে আস্‌তে পারলে একটু তাজা বোধ হবার সম্ভাবনা আছে। তোর মেজমাকে এই প্রস্তাবটা জানাস— দেখি তিনি কি পরামর্শ দেন। আশু আমাকে টেলিগ্রাফ করেছিলেন। কিন্তু পর্শু থেকে অর্শের রক্তপাত আরম্ভ হয়ে আমাকে কাহিল করে ফেলেছে এখন যদি রেলে করে কলকাতায় যাতায়াত করি

তাহলে আমাকে খুবই ভোগাবে— সেই ভয়ে ওদের সভায় যেতে পারলুম না। তাছাড়া সভাসমিতিতে যাওয়া ছেড়ে দেবার বয়স হয়েছে— লোকের টানাটানি আর সহ্য করতেই পারিনে। এখানে ৬ই আশ্বিনে শারদোৎসব অভিনয়ের প্রস্তাব চলচে। দিনু অধিকারী তার ছেলের দলকে নিয়ে তাদের খুব কষে নাচগান অভ্যাস করাচ্চে। ৭।৮ই আমরা এখান থেকে ছুটি পাবো।

এখানে শরতের হাওয়া দিয়েছে— শিউলি ফুলের গন্ধে আকাশ ভরে উঠেচে— টুক্‌রো টুক্‌রো মেঘের মধ্যে রোদ্দুরটি ভারি সুন্দর হয়ে ফুটে উঠেছে। বেশ লাগচে। কাল জ্যোৎস্নারাত্রে অনেকক্ষণ পর্যান্ত মাঠের মধ্যে চৌকি নিয়ে বসেছিলুম।

বাবা
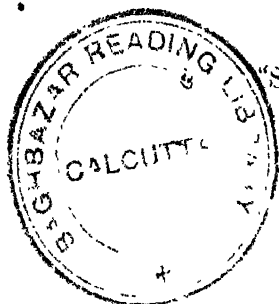
"S. S. City of Glasgow"
at আরব-সমুদ্র
৩১ মে, ১৯১২

মারু

জাহাজ তো ভেসে চলেছে। ভয় করেছিলুম খুব sea-sickness হবে কিন্তু তার কোনো লক্ষণ দেখচিনে। সমুদ্র তেমন উতলা নয়। অথচ ঢেউ একেবারে নেই তা নয়। ঠিক আমাদের মুখের সামনে দিয়ে পশ্চিমে হাওয়া দিচ্চে তাই এক একদিন বেশ একটু দোলা লাগাচ্চে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত আমার তাতে কোনো অসুবিধা হয়নি। সোমেন্দ্রটা মাঝে মাঝে মাথা ঘুরচে বলে ক্যাবিনে চিৎ হয়ে পড়ে চব্বিশ ঘণ্টা একটানা ঘুমিয়ে নিচ্চে। আমার বিশ্বাস ওর মাথা ঘোরাটা একেবারেই ফাঁকি— কারণ, ঘুম খুব গভীর এবং আহারের পরিমাণও যথেষ্ট প্রচুর। একেবারে রাজকীয় চালে বিছানায় শুয়ে শুয়ে আহার চলচে— স্বয়ং ত্রিপুরার মহারাজকেও কোনো দিন এত আরাম করতে দেখিনি। বৌমা বেশ কাটিয়ে দিচ্চেন। ওঁর ভাবটি বেশ নিঃসঙ্কোচ। নতুন জায়গায় নতুন পথে নতুন লোকদের মধ্য দিয়ে যাচ্চেন বলে যে কোথাও কিছুমাত্র সঙ্কোচ আছে তা দেখচিনে। ইতিমধ্যে একদিন কেবল seasick হয়েছিলেন।

জাহাজের যাত্রীদের সঙ্গে আমাদের যে প্রাণের বন্ধুত্ব হয়েছে তা বলতে পারিনে। দূরে দূরে চুপচাপ থাকি। কেবল ওদের মধ্যে দুজন আমার সঙ্গে আলাপ করেছে। তাদের একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল, তোমার নামে একজন কবি আছেন শুনেছিলুম তিনি কে? আমি বল্লুম তিনিই হচ্চেন আমি। লোকটি সৈনিকদলের অধ্যক্ষ— সুতরাং কবিতা পড়ে শোনাবার জন্যে আমাকে একদিনো অনুরোধ করেনি। বুঝতেই পারছিস্ এতে আমি মনে মনে বেদনা বোধ করেছি।

তোরা কোথায় আছিস্ তাও জানিনে। কলকাতার ঠিকানাতেই চিঠি দেব। কারণ শিলাইদহে থাকলেও চিঠি কলকাতা হয়েই যাবে সুতরাং তোদের পেতে দেরি হবে না।

নিতাইয়ের খবর কি? তার বঙ্গভাষা শিক্ষা কতদূর অগ্রসর হল? আর তার Sandow Practice আশা করি উত্তরোত্তর প্রবলতর বেগে চল্‌চে। মুখের মধ্যে পায়ের গোড়ালি পূরে দেওয়া প্রভৃতি ব্যায়াম সুরু হয়েছে কি? তার শরীর কেমন আছে? তাকে আমার হামি দিস্। বেয়ান এবার একলা তাঁর ক্ষুদ্র বন্ধুটির চিত্ত অধিকার করে নিচ্চেন— আমি যতদিনে ফিরব ততদিনে তাঁর দখল ভয়ঙ্কর পাকা হয়ে যাবে। বেয়ানকে বলিস্ শিলাইদহে একদিন আমাকে যে স্থান দিয়েছিলেন ফিরে গিয়ে যেন সেই আশ্রয়টি থেকে বঞ্চিত না হই।

শিলাইদহে তোদের কেমন চলচে লিখিস্। আশা করি বাদলা বৃষ্টি কেটে গিয়ে এখন সেখানটা স্বাস্থ্যকর হয়েছে।

যদি ডাঙায় তোদের শরীর তেমন ভাল না থাকে তাহলে এক একবার কিছুদিনের মত বেশ নিরাপদ নিরালা জায়গা দেখে গোরাইয়ের নির্জ্জন চরে বোটে গিয়ে থাকিস্। বোট আজকাল অনেকগুলো হয়েছে সুতরাং তোদের থাকবার কোনো কষ্ট হবে না। বর্ষার সময় একটু অসুবিধা হতেও পারে কিন্তু পর্দ্দার বন্দোবস্ত ভাল করে রাখতে পারলে কোনো ভাবনা থাকবে না। তাছাড়া দুই একটা গোরু কুঠিবাড়ি থেকে চরে নিয়ে গিয়ে রাখলে কিছুই ভাবতে হবে না আর তোদের তো কুকারে দিব্যি রান্না হতে পারবে।

তোরা আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ জানিস।

বাবা

[৯] [লণ্ডন

শরৎ ১৯১২

মীরু

তোকে দীর্ঘকাল চিঠি লিখিনি কেন, এই সম্বন্ধে তুই মনে মনে আলোচনা করচিস্। আমি নিশ্চয় জানি বৌমা তোকে প্রতি সপ্তাহেই প্রায় চিঠি লিখ্‌চেন এবং তাতে ছোট বড় কোনো খবর বাদ যাচ্চে না— আমার চিঠিতে তারই পুনরুক্তি হবার সম্ভাবনা আছে। পৃথিবীতে মেয়ে এবং পুরুষের মধ্যে যে কর্ম্মের বিভাগ হয়েছে তার মধ্যে এটাও একটা— পুরুষরা দেশের কাজ করবে, মেয়েরা ঘরের কাজ করবে; পুরুষরা বই লিখ্‌বে, মেয়েরা চিঠি লিখ্‌বে। চিঠি লেখার নৈপুণ্য মেয়েদেব পক্ষে স্বভাবসিদ্ধ— পুরুষদের ওটা নেই বল্লেই হয়। আমরা কাজের চিঠি লিখ্‌তে পারি— অকাজের চিঠিতে আমাদের কলম সরে

এই ত চিঠি লেখা সম্বন্ধে তোকে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে লিখলুম; ভাগ্যে এটা বৈজ্ঞানিক তাই এতখানি লেখবার সুবিধা হল। আমি তত্ত্ববোধিনী এবং প্রবাসীর একজন সুবিখ্যাত লেখক তা বোধ হয় তুই পরম্পরায় শুনেছিস্;— এখানকার লোক সমাজের লৌকিকতার দাবি মিটিয়ে যখনি সময় পাই প্রবন্ধ রচনায় মনোযোগ দিতে হয়; কিন্তু বৌমা এখনো সাময়িক পত্রের হাতে পড়েননি এই জন্য অসাময়িক পত্র লেখা

তাঁর পক্ষে নিতান্তই সহজ। এই সকল কারণে স্বভাবতই আমাদের মধ্যে একটা কর্ত্তব্য বিভাগ হয়ে গেছে। আর একটা কথা আমার বলবার আছে; লোকে মনে করে যারা নূতন দেশে যায় বিস্তারিত খবর লেখা তাদের পক্ষেই সহজ। ঠিক তার উল্টো। যে খবর একেবারে নূতন সে ত অন্ধকার— পুরোণো খবরই খবর। একবার ভেবে দেখ আমরা গত সপ্তাহে ছিলুম South Kensingtonএ— এ সপ্তাহে এসেছি Worsely Roadএর একটা বাসায়— এ খবরটা তোদের কাছে একেবারেই ব্যর্থ। কিন্তু তোরা যে আমাকে খবর দিয়েছিস্— কুঠিবাড়ী থেকে তোরা বোটে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিস্ সেটা আমার পক্ষে একটা যথার্থ খবর। যদি বিস্তারিত করে তন্ন তন্ন করে লিখ্‌তিস্ তাহলে এই Worsely Rd. এর অন্ধকার বাসায় বসে তোদের সেই পদ্মানিবাসের ছবি মনের মধ্যে অনেকক্ষণ উলটপালট করতে পারা যেত। তোদের ঘর দুয়োর, বাবুর্চ্চি, মালী, বচির, গোরুবাছুর, সজারু, ডোডো, পাটের ক্ষেত, অনঙ্গ, জমাদার, বৃষ্টিবাদল, রৌদ্র, আমগাছ, জামগাছ, পুকুর, রাস্তা, মাছি, মশা, গাঁদাপোকা, ডাক্তার, ডাক্তারের স্ত্রী, ওলাউঠো, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি যা-কিছু তোর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে তার কথা তোলবামাত্র সেটা আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। আমাদের এখানকার পনের আনা খবরই তোদের পক্ষে একেবারেই নিরর্থক। এই দেখ্ চিঠি লেখার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সম্বন্ধে আর এক অধ্যায় সমাপ্ত হোল।

কিন্তু সত্যি তোরা কোথায় আছিস্, কি ভাবে আছিস্, বোটে থাকার কি রকম ব্যবস্থা করেছিস্, সেখানে খোকা কি ভাবে দিন যাপন করচে, সেখানে তার আহার বিহারের কিরকম আয়োজন, আজকাল তার অনুপানের কি রকম বন্দোবস্ত, লোকজনের প্রতি তার ব্যবহার কি রকমের এ সমস্ত জানবার জন্যে মন উৎসুক আছে অথচ নগেন্দ্রের চিঠিতে একটা লাইনমাত্র পাওয়া গেল যে তোরা শরীরের স্বাস্থ্যের জন্য বোটে গিয়ে বাস করচিস্। হয়ত বৌমাকে তুই বিস্তারিত খবর দিয়েছিস্ কিন্তু বৌমা আমাকে কেবল একটিমাত্র কথা বল্লেন ছোট্ ঠাকুরঝির চিঠি পেয়েছি, ছোট ঠাকুরঝি জানতে চেয়েছে বাবা অনেকদিন চিঠি লেখেননি কেন? এখানে গরমিকালেও এ বছর সূর্য্য ফাঁকি দিয়ে সেরেছেন— শরৎকালে দিন দুই চার একটু আশা দিয়ে আবার আজ এমনি অন্ধকার করে এসেছে এবং রীতিমত শীতের হাওয়া দিয়েছে যে সুবিধা বোধ হচ্ছে না। কালিদাসের একটা কাব্য আছে জানিস বোধ হয় তার নাম ঋতুসংহার। এখানে এবার সেই কাব্যটারই আধিপত্য দেখা যাচ্চে। গ্রীষ্ম ঋতুর সংহার ত হয়েইছে— আবার শরৎ-ঋতুরও ভথৈবচ। অথচ এদেশে গোটা তিনেক বই ঋতুই নেই। যদি সংহার করতে হয় তাহলে আমার মতে ভারতবর্ষে গ্রীষ্মটাকে সংহার করতে পারলে ইলেক্‌ট্রিক পাখার খরচ বাঁচে।

তোরা কার্ত্তিক মাসে বোটে করে বরিশালে যাবার প্রস্তাব করেছিস। কিন্তু সেটা ভয়ঙ্কর ঝড়ের সময়— আমি যত বড়

বড় ঝড় পেয়েছি সব ঐ সময়ে। তার উপরে ম্যালেরিয়ারও সময় ঐ। যদি তোরা অগ্রাণ মাসে যেতিস্ তাহলে চিন্তার কোনো কারণ থাকত না— কিন্তু আশ্বিন-কার্ত্তিকে বোটে করে দীর্ঘ নদী পথ বেয়ে যাওয়া কোনোমতেই সুযুক্তিসঙ্গত নয়। নদীতে আমি অনেকদিন কাটিয়েছি— নদীর ধাত আমি বুঝি।

বাবা

মীরু

এবার তোর কোনো চিঠিপত্র আসেনি। তোরা সবাই ভাল আছিস্ ত? আজ ত আশ্বিনের ১০ই তারিখ, তোদের ছুটির সময় কাছাকাছি হয়ে এসেছে। এ চিঠি যখন পৌঁছবে তখন তোরা খুব সম্ভব শিলাইদহে থাকবি নে। যদি বোটে করে বরিশালে যাওয়াই স্থির করে থাকিস্ তা হলেও এ চিঠি পেতে দেরী হবে। বরিশালে যাবার পথে দুই একজায়গায় খুব বড় বড় নদী পড়ে সেইজন্যে আমার মনে একটু ভয় আছে। যাই হোক্ এতদূরে বসে বৃথা ভয় করে কোনো লাভ নেই। এখানে গ্রীষ্মকালটা বৃষ্টি বাদলের মধ্যে কেটেচে সে কথা তোকে পূর্ব্বেই বলেছি। অবশ্য এরা যাকে গ্রীষ্ম বলে আমাদের পঞ্জিকা অনুসারে তার অনেকটা অংশই বর্ষা— সুতরাং বর্ষায় বৃষ্টি ভোগ করলে সে সম্বন্ধে নালিশ করাটা আমাদের ঠিক শোভা পায় না। কিন্তু অন্যায়টা হচ্চে এই যে, এখানে শীতকালেই রীতিমত বৃষ্টির আড্ডা বসে— মানুষের সহিষ্ণুতার পক্ষে সেই যথেষ্ট— আর উপরি পাওনা কিছুতেই সহ্য হয় না। কিন্তু এবারে সেপ্টেম্বরটি খুব ভদ্র ব্যবহার করচে। প্রায় প্রত্যহই রৌদ্র দেখা দিচ্চে— বহুকাল একেবারেই বৃষ্টি হয়নি। আমাদের দেশের শরৎকালের মতই নির্ম্মল উজ্জ্বলতায় আকাশ

পূর্ণ হয়ে গেছে— জানলার বাইরে তাকিয়ে দেখ্‌লে মন উতলা হয়ে যায়। আমার এই লণ্ডন ছেড়ে আর কোথাও বেরিয়ে পড়তে প্রতিদিনই ইচ্ছা করচে। কিন্তু বাঁধা পড়ে আছি আমার বইটা ছাপতে গেছে—১৪ই অক্টোবরের মধ্যে বের হবার কথা। বের হলেও নিষ্কৃতি নেই— কারণ, এঁরা বল্‌চেন, এ বইটা প্রকাশ হলেই এখানকার প্রকাশকেরা আমার অন্য লেখাগুলো ছাপাবার জন্য নিশ্চয় আগ্রহ প্রকাশ করে আস্‌বে— সেই শুভদিনের জন্যে আমাকে অপেক্ষা করতেই হবে। অর্থাৎ অন্তত নবেম্বরটা এখানকার কুয়াশা ভোগ করতে হবে। নবেম্বরটাই লণ্ডনে সকলের চেয়ে দুর্দ্দিন। চিত্রাঙ্গদা মালিনী এবং ডাকঘর তর্জ্জমা করেছি সেইগুলো ছাপাবার জন্যে আমার বন্ধু রোটেনষ্টাইন খুব উৎসাহ করচেন। তা ছাড়া "শিশু" থেকে এবং অন্যান্য বই থেকেও অনেকগুলো তর্জ্জমা করেছি। সব শুদ্ধ নিতান্ত কম জমেনি।

এবার এদেশে বিস্তর চেনা বাঙালী আমদানী হয়েছে। কাল বিমলার ওখানে গিয়েছিলুম। তাঁর মেয়ে মায়ার বড় অসুখ করেছিল— তাই তাঁকে খবর পেয়েই তাড়াতাড়ি ছুটে আস্‌তে হয়েছে। মায়া হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় অনেকটা ভাল হয়ে উঠেছে— তার সম্বন্ধে খুবই আশঙ্কার কারণ হয়েছিল। বিমলাকে আমার বড় ভাল লাগে। কোনো রকম উগ্রতা নেই।

খোকাকে হামি দিস্। ইতি ১০ই আশ্বিন [১৩১৯]।

বাবা

মীরু

তোর চিঠিখানি পেয়ে খুব খুসি হলুম। এখানে এসে অবধি সহরে সহরে বক্তৃতা দিয়ে ছুটে ছুটে বেড়াচ্চি। দেশে চিঠিপত্র লেখার কারবার তুলে দিতে হয়েচে। এক হোটেল থেকে আর এক হোটেলে, এক সহর থেকে আর এক সহরে এই হচ্চে আমার জীবনযাত্রা। যতদিন না দেশে ফিরি ততদিনের জন্যে দেশ আমার কাছে একরকম লুপ্ত হয়ে গেছে। এদেশের ঝোড়ো হাওয়ায় আমার প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে— এক মুহূর্ত্ত এখানে থাকতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু এদের কাছে আমার বলবার কথা আছে নইলে এখানে আমার আসা হতই না। আজকের দিনে পৃথিবীকে যদি সত্যের পথে জাগাতে হয়, তবে সে আমাদের দেশে হবে না। এরা এখনো বেঁচে আছে। এরা আজ সত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করচে সেইজন্যে এরাই সত্যের সঙ্গে সন্ধি করবে। আর আমরা চাকরী করব, ভিক্ষে করব, কুইনাইনের বড়ি গিলব আর পিলে বড় করে মরতে থাকব। অতএব যতই কষ্ট হোক্ এখানকার ক্ষেত্রে ঈশ্বর আমাকে জোর করে টেনে আনলেন শেষ বয়সে আমার জীবনের ফসল এইখানেই বুনে যেতে হবে। দেশের গণ্ডী আমার ঘুচে গেছে— সকল

দেশকেই আমার হৃদয়ের মধ্যে এক দেশ করে তুলে তবে আমি ছুটি পাব। আমার নামের সঙ্গে আমার কাজের যোগ আছে। পূর্ব্বদিগন্তে আমার প্রথম জীবনযাত্রা আরম্ভ হয়েছে পশ্চিম দিগন্তেই আমার জীবনযাত্রার অবসান হবে। নইলে জীবনের অর্দ্ধেকের বেশি সময় বাংলা গদ্য কাব্য লিখে আসছি— হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই ইংরেজিতে গীতাঞ্জলি লিখতে যাব কেন? খামকা একদিন আমার ঘরবাড়ি ইস্কুল ফেলে বিলেতে দৌড়তে যাবার জন্যে কেন এত বড় একটা তাগিদ এল। এর থেকেই বুঝচি আমার জীবনের পথ আমার ইচ্ছা এবং হিসাব অনুসারে তৈরি হবে না— আমাকে যিনি কাজে লাগাবার জন্যে এতদিন ধরে নানা সুখে দুঃখে গড়ে তুলেচেন তিনিই আমাকে নিজে চালনা করে কাজে খাটাবেন। আমার দেশের কাজ নয়— তাঁর জগতের কাজ। কাজেই কোণের মধ্যে বসে থাকা আমার কপালে লেখা নেই।

সুরুলের বাড়িটা তোদের দেবার জন্যে রথীকে টেলিগ্রাফ করে দিয়েচি। ঐখানে তোদের জিনিসপত্র গুছিয়ে ঘরকন্না ফেঁদে বসবি, আমি গিয়ে দেখবো। পুকুরের মাছ, ক্ষেতের ফসল, বাগানের ফল, ঘরের গরুর দুধ দিয়ে তোদের গৃহস্থ ঘরের দৈনিক প্রয়োজন বেশ আরামে চলে যাবে। আমার জন্যে তেতালার ঘরটা রেখে দিস, যখন দেশে ফিরে যাব ঐখানে তোদের সঙ্গে জমিয়ে বসে খোকা আর খুকিকে নিয়ে আমার দিন কাটবে। বেশ বুঝতে পারচি আমার এই শেষ বয়সে তোর

খুকীর প্রেমে গীতিকাব্যের ডুবজলে আমাকে আবার একবার ঝাঁপ দিতে হবে। তাকে দেখবার জন্যে আমার মনটা ব্যাকুল আছে। একটা কথা মনে রাখিস্ ভাদ্র মাস থেকে অঘ্রাণ পর্য্যন্ত শান্তিনিকেতনে আমার সেই দোতলা ঘরে আশ্রয় নিস্ নইলে ম্যালেরিয়ার হাত এড়াতে পারবিনে। আমারও মনে হয় সুরুলের বাড়িতে চাষবাস করে শান্তিনিকেতনের বাড়িতে যদি তোরা থাকিস তাহলে মোটের উপরে তোদের পক্ষে স্বাস্থ্যকর হবে। আমি ফিরে গিয়ে শান্তিনিকেতনের বাড়ির আর দুই একটা ঘর বাড়িয়ে নিতে পারব— তোদের থাকবার কোনো অসুবিধা হবে না। Mrs. Moodyর বাড়িতে এসে পৌঁছেছি— সেইখান থেকে তোদের চিঠি লিখছি। খোকা খুকিকে আমার হামু দিস্। ইতি ২২শে অক্টোবর [১৯১২]।

বাবা

মীরু

এবার সমুদ্র পার হতে যে দুঃখ পেয়েছি সে তোকে লিখে আর কি জানাব! শরীরটাকে অহোরাত্র কসে ঝাঁকানি দিয়ে দিয়ে মহাসমুদ্র প্রাণটাকে অনেকটা আলগা করে এনেছিল— এখনো ডাঙায় উঠেও মনে হচ্চে সেটা নড় নড় করচে। সী সিক্‌নেস্ অনেকবার হয়েছে কিন্তু এমন কখনো হয়নি। আবার এই সমুদ্র ফিরে পার হতে হবে মনে করলে আমেরিকায় স্থায়ী হয়ে যেতে ইচ্ছে করে। তার উপরে আবার জাহাজের যাত্রীগুলোও বড় লক্ষ্মীছাড়া ছিল। কারো সঙ্গে যে ক্ষণকাল আলাপ করে সুখ পাব এমন সম্ভাবনামাত্র ছিল না। অনেকে ছিল যাদের ভাষা আমরা জানিনে— আর যাদের ভাষা আমরা জানতুম তাদের সঙ্গে জানাশুনো করবার প্রবৃত্তি হয়নি। যাই হোক্ আমরা দলে ভারি ছিলুম। সঙ্গে ডাক্তার মৈত্র ছিলেন— গল্প জমাতে তিনি খুব মজ্‌বুৎ, আর একটি বাঙালী সহযাত্রী ছিলেন, গল্প না বল্‌তে তাঁর অসাধারণ শক্তি, তিনি প্যাণ্টুলুনের দুই পকেটের মধ্যে দুই হাত গুঁজে দিয়ে নিঃশব্দে ডেকের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে পদচারণ করে কাটিয়েছেন। আর একজন মারাঠি ছিলেন, তিনি আকারে আয়তনে নিতান্ত ছোট্ট মানুষটি কিন্তু তিনি

মাছের সঙ্গে কেবল একটা বিষয়ে তাঁর মিল দেখা যায়— অহোরাত্র কেবল তিনি ক্যাবিনের মধ্যেই থাকতেন কেবল ক্ষণে ক্ষণে মিনিট পাঁচেকের জন্যে ডেকে উঠে তিমিমাছের মত একবার হুস করে নিশ্বাস নিয়ে আবার পরক্ষণেই ক্যাবিনের মধ্যে তলিয়ে অদৃশ্য হয়ে যেতেন। সমুদ্র যতই শান্ত থাক, দিন যতই সুন্দর হোক্ তিনি তাঁর বিবর ছাড়তেন না। যাক্ শেষকালে কাল কূলে এসে পৌঁছন গেছে। ইংলণ্ডে বিদেশীদের সুবিধা এই যে, জাহাজ থেকে নাববার সময় কোনো উৎপাত নেই। এখানে মাশুল যাচাইয়ের ঘরে দুটি ঘণ্টা বন্দীর মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভারি কষ্টে গিয়েছে। এখন ত হোটেলে এসে আশ্রয় নিয়েছি। আজ একবার এখানকার কোনো হোমিওপ্যাথ ডাক্তারের খোঁজ নিতে যেতে হবে। তারপরে ওষুধপত্রের জোগাড় করে ইলিনয়ে রথীদের কলেজের দরজায় গিয়ে গট হয়ে বসে পড়ব এই রকম মনে করচি। কিছুদিন নিরালায় চক্ষু বুজে বিশ্রাম করবার জন্যে মনটা অত্যন্ত উৎসুক হয়ে আছে। আমেরিকায় বিশ্রাম জিনিষটা শস্তায় পাওয়া যায় কিনা আমার সন্দেহ হচ্চে— যা হোক্ চেষ্টা করে দেখা যাক। ইলিনয়ের ঠিকানাতেই তোদের সমস্ত খবর দিয়ে চিঠি লিখিস্। ইতি ২৯ অক্টোবর ১৯১২

বাবা

[১৩]
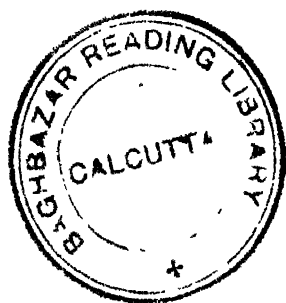
508 W. High Street
Urbana, Illinois.
২৫শে পৌষ ১৩১৯

মারু

আজ তোর চিঠি পেয়ে খুব খুসি হলুম। এখানে অনেকদিন পর্য্যন্ত আমরা সূর্য্যের আলো প্রায় অবিচ্ছিন্ন ভোগ করে এসেছি। এতদিন পরে এই জানুয়ারীর আরম্ভে দেবতার ভাবগতিকের একটু পরিবর্ত্তন দেখা যাচ্চে। একদিন বরফ পড়ে বেশ সাদা হয়ে গেল— তারপরে রাতের বেলায় খুব বৃষ্টি সকালে উঠে দেখি সেই রাস্তার উপরে গাছের উপরে একেবারে কাঁচের মত জমে গিয়েছে। রাস্তা এমন ভয়ানক পিছল যে তার উপর দিয়ে চলা শক্ত। দুদিন ধরে তাই ঘরে বন্ধ হয়ে আছি। আজ রোদ্দুর উঠে ভারি চমৎকার দেখতে হয়েছিলো। গাছপালা সমস্ত একেবারে হীরের মত ঝক ঝক করছিল। বিকেলের দিকে আর থাকতে পারলুম না ভাবলুম একবার একটুখানি প্রকৃতির শোভা সন্দর্শন করে আসি। দু পা যেতেই বরফের উপর এমনি পড়া পড়ে গেলুম যে কবিত্ব সুদ্ধ কবি ভেঙে যাবার জো। তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে এসেছি। বরফ না গল্‌লে আমার এই রকম বন্দীদশা।

তোর বৌঠানকে এখন আর নিজের হাতে কাজ করতে হয় না। চাঁদ বলে একজন পাঞ্জাবী ছাত্র আমাদের রেঁধে দেয়, বঙ্কিম বাসন মাজা এবং ঘর ঝাঁটের কাজে নিযুক্ত বৌমা কেবল বিছানা করেন। আর সোমেন্দ্র আহার করে থাকে। এখানে ঘরকন্নার ব্যাপারটা তেমন অত্যন্ত গুরুতর কিছুই নয়— এখানে সমস্ত কাজই প্রায় কল টিপে চলে। বাজার করা টেলিফোনেই হয়ে যায়। দোকানদারেরাই সমস্ত জিনিষপত্র দরজায় পৌঁছে দেয়— এ দেশী রান্নায় বাটনা বাটা কোটনা কোটার জুলুম অতি বৎসামান্য— তারপরে গ্যাসে ইলেকট্রিসিটিতে মিলে রাঁধাবাড়া অতি অল্প সময়ে সম্পন্ন হয়ে যায়। অতএব এখানকার ঘরকন্নার বিদ্যা যে দেশে গিয়ে কাজে লাগবে এমন কথা মনে করিস নে। সেখানে আবার সেই বঁটি নিয়ে বসতে হবে— এবং মোচা ও থোড়ের মুণ্ডপাত করতে কুরুক্ষেত্র করতে হবে। এখানে পান সাজার বালাই একেবারেই নেই। দেশে তোদের সেই এক বিষম সাজা।

আমি New Yorkএর একজন হোমিওপ্যাথ ডাক্তারের চিকিৎসাধীনে আছি। কিছুদিন ঠিক ওষুধটা বের করতে অনেক হাৎড়াতে হবে— এখনো সেই হাৎড়াবার পালাই চলচে— আশা করচি একটা কোনো ওষুধ খেটে যেতে পারবে।

আমি এবারকার চিঠিতে খবর পেলুম যে আজ পর্য্যন্ত বোলপুরে আমার বইয়ের বাক্স যায়নি। এতে আমি যে কি পর্য্যন্ত বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হয়েছি সে বলে উঠতে পারিনে। আমি

তাদের বইগুলি পাঠালুম এবং ইচ্ছা করলুম যে সেখানে সেগুলি কাজে লাগে— অথচ তারা পেলই না, এ ত নিদারুণ অন্যায়! এ যে কার দোষে হোলো, আমি আজ পর্য্যন্ত খবরই পেলুম না। এ যদি গোপালের শৈথিল্য হয় তাহলে সে অমার্জ্জনীয় কেননা জগদানন্দরা তাকে তাগিদ দিতে ত্রুটি করেনি। এ যদি আর কারো কাজ হয় তবে সেও গুরুতর অন্যায়। আমি ত এরকম ব্যবহার প্রত্যাশা করতেই পারিনে। যাকে আমি যে জিনিষটা দেব সে সেটা পাবেই না, অন্যে সেটা অবরুদ্ধ করে রাখবে এমন অদ্ভুত অধিকারও আমি কাউকেই দিইনি। আমার কাছে এটা অপমানকর বলে মনে হয়। তোরা কলকাতায় আছিস এ সম্বন্ধে সন্ধান করে ঠিক খবরটা আমাকে জানাবি এবং যথোপযুক্ত প্রতিকার করতে একমুহূর্ত্ত বিলম্ব করবিনে। আজ আমি দেড়মাস ধরে এইটে সম্বন্ধে প্রতি মেলেই নিরুপায় ভাবে বেদনা পাচ্ছি— কিছু বুঝ্‌তেও পাচ্চিনে কিছু করতেও পারচিনে। খোকাকে হামি দিস্।

বাবা

পুঃ

বেয়ানকে আমার সাদর নমস্কার জানাস্

[১৪]

2970 Groveland Avenue
Chicago

রথী

আমরা কিছুদিনের জন্যে আর্ব্বানা থেকে বেরিয়ে পড়েছি। রচেষ্টার বলে একটা সহরে আমার বক্তৃতার নিমন্ত্রণ আছে সেখানে যেতে হবে। নিতান্ত কাছে নয়। এ দেশটা এত প্রকাণ্ড বড় এবং ঢিলে যে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাওয়া বিষম ব্যাপার। ভেবে দেখ না, আমাদের দেশে বম্বাই থেকে খামকা কলকাতার লোককে বক্তৃতা করতে নিমন্ত্রণ করা কারো মনেও আসে না। অবশ্য এরা আমাকে পথ খরচ দেবে। কিন্তু কুড়ি মিনিটের বেশি বলতেই দেবে না। কেননা আরো অনেক বক্তা আছে। কুড়ি মিনিটের বকুনির জন্যে দেড়শো দুশো টাকা দিয়ে মানুষকে হাজার মাইল দূর থেকে ডাক পাড়া পাগলামি বল্লেই হয়। প্রথমে আমি অস্বীকার করেছিলুম— কিন্তু তোরা ত জানিস শেষ পর্য্যন্ত আমার অস্বীকার টেঁকেনা। পীড়াপীড়ি এড়াতে পারিনে। বিশেষত এই সভায় Dr. Eucken বক্তৃতা করবেন, এবং তিনি আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে বিশেষ ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। Dr. Eucken এবং Bergson এঁরা দুজনে এখন য়ুরোপের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান দার্শনিক। গীতাঞ্জলি পড়ে Eucken আমাকে

ভারি সুন্দর একটি চিঠি লিখেছেন। এখানে শিকাগো য়ুনিভার্সিটিতে Ideals of the Ancient Civilisation of India তে একটা বক্তৃতা দিয়েছিলেম সেটা এদের খুব ভাল লেগেছে। কাল আর এক জায়গায় Problems of Evil সম্বন্ধে বল্‌তে হবে। রচেস্টার থেকে বস্টন প্রভৃতি জায়গায় ঘুরতে হবে। তারপরে ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি আর্ব্বানায় ফেরবার কথা আছে। এখানে Mrs. Moodyর বাড়ীতে আছি। তিনি আমাদের খুব যত্ন করেন। এমন স্বাভাবিক মাতৃভাব অল্পই দেখতে পাই। তিনি আমাকে ধরে বসেছেন তাঁর সঙ্গে নিউইয়র্ক কালিফর্ণিয়া প্রভৃতি স্থানে ঘুরে বেড়াই লোভ হচ্চে কিন্তু আমার পক্ষে শেষকালে ক্লান্তিকর হবে কিনা তাই ভাবছি। তিনি চান আমি নিউইয়র্কে গোটা কতক বক্তৃতা করি। দেখা যাক্ কি হয়। তুই নগেনকে বলিস আমি অগ্রাণ পৌষ দুই মাসেরই তত্ত্ববোধিনী পাইনি— গ্রাহক হলে বোধ হয় পেতুম, কিন্তু সম্পাদক হয়ে এমনিই কি গুরুতর অপরাধ করেছি? বলিস পত্রিকা পাঠাবার সময় মোড়কটা যেন মোটা রকমের হয়— মোড়কে ব্যয় সংক্ষেপ করলে সস্তা হয় না কারণ কাগজটাই খোওয়া যায়। ইতি ২২শে জানুয়ারী [১৯১৩]

বাবা

পুঃ নগেনকে নিশ্চয়ই ভাল জায়গায় কোথাও কিছুদিনের জন্যে changeএ পাঠানো দরকার হবে। আমাদের সেই শৈলধাম কি রকম?

মীরু

আমাদের এখান থেকে যাবার সময় আসন্ন হয়ে এল। এপ্রেল মাসের মাঝামাঝি আমরা আটলান্টিকে পাড়ি দেব এবং হয় তো ২০শে নাগাদ লণ্ডনে গিয়ে পৌঁছব। সেখানে আমার বই ছাপাবার বন্দোবস্ত করতে হবে। বইয়ের খোরাক অনেক জমে উঠেচে— এক ভল্যুমের মধ্যে সব যাবে কিনা আমার সন্দেহ আছে। দেখা যাক কি হয়। আপাতত রথী এইগুলো সমস্ত টাইপরাইটরে কপি করতে প্রবৃত্ত হয়েছে। শীঘ্রই এখানকার লীলা সম্বরণ করতে হবে বলে রথী তার কলেজের পড়া ছেড়ে দিয়েছে সুতরাং এখন তার হাতে সময় যথেষ্ট আছে।

বৌমা বেহালা শিখতে আরম্ভ করেছিলেন কিন্তু বেহালা ত অল্প দিনের মামলা নয়— সুতরাং ফিরে এসে সেটাও ত্যাগ করতে হল। বৌমার শেখার মধ্যে একটা শনির দৃষ্টি আছে— যা কিছু আরম্ভ করেন খানিক দূরে গিয়ে বাধা পড়ে যায়। এখানে একজন মেয়ের কাছ থেকে ইংরেজি শিখতে আরম্ভ করেছিলেন— তাও বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু শিকাগো, বষ্টন, নিউইয়র্ক প্রভৃতি ঘুরে আসা ওঁর পক্ষে একটা কম শিক্ষা নয়।

সেটাতে ওঁর যথেষ্ট উপকার হয়েছে বলে আশা করচি। অনেক বন্ধুলাভ হয়েছে। রথীর পক্ষে এইবারই যথার্থ আমেরিকায় আসা সার্থক হল। আর বারে ছাত্রের মত কেবলমাত্র এই কুণো সহরের মধ্যেই ওর দিন কেটেছে। এদেশে রথীর চেহারার প্রশংসা অনেকের কাছেই শুনতে পাই— সেদিন এখানকার একজন অধ্যাপকের স্ত্রী বলছিলেন most beautiful face. ইংলণ্ডেও ওর সৌন্দর্য্যের খ্যাতি অনেক শুনেচি। আজ তোর সুরেনদাদার এক চিঠি পেলুম। তাতে লিখেছে মে মাসে সুরেন সম্ভবত ইংলণ্ডে আসবে। তাহলে আমি ত খুব খুসি হব। এদেশে এলে ওর কাজের হয় তো অনেক সুবিধা হতে পারবে। অন্নপ্রাশনে তোর খোকার বর্ণনা শুনে তাকে দেখবার জন্যে আমার খুব লোভ হচ্চে। ও কি বক্তৃতা করবার কোনো রকম আয়োজন এখনো সুরু করে দেয়নি? ওর রসনাটি কি কেবলমাত্র ভোজন ব্যাপারেই একাগ্রভাবে নিযুক্ত? নগেন্দ্রের শরীর যদি এখনো দুর্ব্বল থাকে তাহলে কিছুদিনের জন্যে কেন একবার রামগড়ে বেড়িয়ে আসে না? সেখানে বাড়ি তো পড়ে আছে। ম্যালেরিয়ার পক্ষে উঁচু পাহাড়ের হাওয়াই সব চেয়ে ভাল।

বাবা

[লণ্ডন
এপ্রিল ১৯১৩]

মীরু

আমরা আটলান্টিক পার হয়ে লণ্ডনে এসে পৌঁচেছি। যে জাহাজে আমরা এসেছি সেটা বোধ হয় আজকাল পৃথিবীর সকল জাহাজের চেয়ে বড়। যে ডেকে আমাদের ক্যাবিন ছিল সেটা হচ্চে পাঁচতলার ডেক— অর্থাৎ তার উপরের আরো চারতলার ডেক আছে— আবার আমাদের ডেকের নীচেও আরো অনেক ডেক। এর থেকে বুঝতে পারবি জাহাজটা উঁচুতে আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়ির চেয়েও বেশি — আর লম্বায় এক মাইলের পঞ্চম ভাগ, অর্থাৎ শান্তিনিকেতনের বাড়ি থেকে বাঁধ পর্য্যন্ত হবে। তা ছাড়া এর মধ্যে আরামের আমোদের আহারের বিহারের যে কত বিচিত্র ও প্রচুর ব্যবস্থা আছে সে বলে শেষ করা যায় না। কেবলমাত্র চদিনের জন্যে এত হাঙ্গামা করবার কি যে দরকার আছে আমরা ত তা ভেবেই পাই না। এবারে সমুদ্রে দোলা নিতান্ত কম দেয়নি— কিন্তু জাহাজটা প্রকাণ্ড বলে তাকে কাবু করতে পারেনি— আমার এবার এক দিনের জন্যেও সীসিক্‌নেস্ হয়নি। লণ্ডনে এসে পৌঁছে সুরেনের সঙ্গে দেখা হয়েছে— সে প্রায় রোজই আমাদের হোটেলে আসে।

আমেরিকায় থাক্‌তে সমস্ত শীতকালটাই প্রায় অবিচ্ছেদে আমরা রোদ্দুর পেয়েছি— এখানে এসে অবধি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন এবং প্রায়ই কিছু না কিছু বৃষ্টি বাদ্‌লা চল্‌চেই— এইটেতে আমাকে বড় দমিয়ে দেয়। এবার আমাদের পয়লা বৈশাখ সমুদ্রের মাঝখানে দেখা দিয়েছে— সকাল বেলায় যখন সব যাত্রীরা ক্যাবিনে পড়ে ঘুমুচ্চে তখন আমরা তিনজনে সেলুনের এককোণে বসে নববর্ষের উপাসনা করলুম। যতদিন থেকে আমার ইস্কুল হয়েছে— পয়লা বৈশাখটা বরাবর সেইখানেই সম্পন্ন করেছি। —এগারো বৎসরের মধ্যে এইবার প্রথম বাদ পড়ল।

আমরা শিকাগো থেকে নিউইয়র্কে আস্‌বার পথে নায়েগ্রা ফল্‌স্‌ দেখে এসেছি। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে সেদিন ঘোরতর মেঘ বৃষ্টি বরফপাত চলছিল—গত দু তিন হপ্তা দেশের কোনো চিঠি পাইনি। সব চিঠি বোধ হয় রোটেনষ্টাইনের ওখানে জমেছে। তিনি কিছুদিন লণ্ডন থেকে অন্যত্র গেছেন বলে চিঠিগুলো আট্‌কা পড়ে আছে। আজ তাঁর ফিরে আস্‌বার কথা। খোকাকে আমার চুমো দিস্‌।

বাবা

[১৭]

16, More's Garden
Cheyne Walk, S. W, London
[জুন ১৯১৩]

মীরু

অনেকদিন তোদের চিঠিপত্র পাইনি। এখন তোরা কোথায় আছিস্ কে জানে। এখনো কি Waltair এ আছিস্ না কি? Mrs. Moody আমেরিকা থেকে এসেছেন। লণ্ডনে Thames নদীর ধারে তাঁর একটি বাসা আছে সেইখানে আমরা তাঁর সঙ্গে আছি। সুরেন এতদিন লণ্ডনে ছিলেন তিনি এই মেলেই দেশে ফিরে যাচ্ছেন এই চিঠির সঙ্গে সঙ্গেই দেশে গিয়ে পৌঁছবেন। আমি যদি তাঁর সঙ্গে ফিরতে পারতুম তাহলে খুসি হতুম— কিন্তু আমার এখানকার বন্ধন এখনো কাটেনি। প্রথমত এখনো আমার বইগুলো ছাপাবার ব্যবস্থা শেষ করতে পারিনি। আমার কবিতার manuscripts য়েট্‌সের হাতে আছে— আমার বক্তৃতাগুলোর কপি আর একজনের হাতে— সেগুলোর সংশোধন ও নির্ব্বাচন হয়ে গেলে প্রকাশকদের হাতে দিতে পারব। আগামী শরৎ ঋতুতে তারা ছাপাতে চায়। তারপরে জুলাই মাসের শেষাশেষি আমার ডাকঘর নাটকের তর্জ্জমাটা এখানকার ষ্টেজে অভিনয় হবে। তার রিহার্সালটা

আমাকে দেখে দিতে হবে। তারপরে আবার আর এক উৎপাত আছে— ডাক্তাররা আমার অর্শের জন্য অস্ত্রচিকিৎসার পরামর্শ দিয়েছে। খুব সম্ভব আগামী সোমবারে operation হবে। তাহলে তারপরে অন্তত তিন সপ্তাহ আমাকে nursing home-এ পড়ে থাকতে হবে। এ কয়দিন আমার কোনো চিঠিপত্র পাবিনে। সেইজন্যে তার আগে এই চিঠি লিখে রাখচি। সমস্ত হিসাব করে দেখ্‌তে পাচ্চি অক্টোবর মাসের পূর্ব্বে দেশে যাত্রা করা ঘটে উঠ্‌বে না। এখন বর্ষা এবং গরমের মধ্যে দেশে যাওয়াও আরামের হবে না। একবার কথা হচ্ছিল রথীরা আমার আগেই ফিরে যাবে— কিন্তু ওরা গেলে আমার এখানে কাজ চলা শক্ত সেইজন্যে এই তিন চার মাস তাদের রাখ্‌তে হল। বৌমা সেইজন্যে আবার একজন শিক্ষয়িত্রীর কাছে পড়াশোনা আরম্ভ করে দিয়েছেন। এখন তিনি এক রকম কাজ চালানো মত ইংরেজি চালিয়ে দিতে পারেন। এই দেড় বছরে তাঁর যেটুকু ইংরাজি সহজে আয়ত্ত হল— দেশে থেকে পাঁচ বছর পরিশ্রম করলেও তা হতে পারত না। এখানে ওঁর সেই tonsilটা কাটাবার কথা হচ্চে। খোকার খবর কি? তার সেই eczema কি কিছু সারবার দিকে গেছে? তার ছবি দেখে আমার ভারি মজা লাগে। তাকে আমার হামি দিস্।

বাবা

[লণ্ডন

জুলাই (?) ১৯১৩

কল্যাণীয়াসু

মারু, তোর খোকার হাঁ করা হাবলা ছবিটা mantle piece এর উপর আছে— সেটা প্রায়ই আমার নজরে পড়ে এবং ওকে দেখবার জন্যে আমার মনটা উতলা হয়। ওর Eczema সেরে গেছে অথচ ওর শরীর খারাপ হয়েছে লিখেছিস্। ডাক্তারি বই দেখলেই জানতে পারবি Eczema বসে গেলে শরীর ভারি অসুস্থ হয়— অল্পেতেই অসুখ বিসুখ করতে থাকে। এই জন্যে তাড়াতাড়ি Eczema সারানো ভাল নয়। Sulphur 200 আনিয়ে দুটো বড়ি খোকাকে খাইয়ে দিস্। তারপরে আবার এক মাস অপেক্ষা করে আবার খাওয়াস্। Eczema যদি বসে গিয়ে থাকে তবে Sulphur এ সেই দোষ নিবারণ করবে।

আমার অপারেশন চুকে গেল। প্রথম কয়েকটা দিন খুব দুঃখ পেতে হয়েছিল। ব্যারামটা কষ্টকর বটে কিন্তু চিকিৎসাটাও বড় আরামের নয়। কিন্তু প্রথম সপ্তাহের পর থেকে nursing home এ নিতান্ত মন্দ ছিলুম না। লোকজনের নিয়ত উৎপাত থেকে ঐ কটা দিন রক্ষা পেয়ে বিশ্রাম করতে পেরেছিলুম। বিছানায় পড়ে পড়ে ঘণ্টা অন্তর আহার করা যেত আর বই

পড়তুম এবং কিছু কিছু লেখাও চলত। সেবা শুশ্রূষার ব্যবস্থা খুব ভালই। যাঁরা বিশেষ বন্ধু তাঁরা মাঝে মাঝে দেখা করতে আসতেন। এখনো অল্প একটু উপসর্গ বাকি আছে। সেজন্যে আজ ডাক্তারের ওখানে গিয়েছিলুম। বিষম দুঃখ দিলে। অজ্ঞান অবস্থায় কাটাকাটি করেছিল সেটা টের পাইনি— কিন্তু সজ্ঞান অবস্থায় যখন উপদ্রব তখন বড় অসহ্য বোধ হয়। যাই হোক্ বোধ হচ্চে ত অর্শের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া গেল। চিরকালের মত কিনা তা নিশ্চয় বলা যায় না। কেননা অপারেশনের পরেও কারো কারো আবার হয়। কিন্তু অন্তত চার পাঁচ মাসের মত ছুটি পাওয়া গেল আশা করচি। তোদের খড়গপুরের রাস্তা দিয়ে একদিন যেতে হবে। কবে তা নিশ্চয় বলতে পারচি নে। বোধ হচ্চে অগ্রাণের মাঝামাঝি গিয়ে পৌঁছতে পারবো। কার্ত্তিকটা না কাটিয়ে যেতে সাহস হচ্চে না। সুতরাং আর তিন মাস মেয়াদ আছে। ইতিমধ্যে আমার বই ছাপানোর বন্দোবস্ত কতকটা গুছিয়ে দিয়ে যেতে পারবো। একটা কবিতার বই এবং বক্তৃতাগুলো ছাপাখানায় দেওয়া গেছে। ও দুটো অক্টোবরে বের হবার কথা। তারপরে 'শিশু'র তর্জ্জমাটা Christmas Publication এর Seasonএ বেরবে।

বৌমার সেই tonsil এবং adenoid কাটানো হয়ে গেছে সে খবর নিশ্চয় পেয়েছিস্। এখন সে ভালই আছে।

বাবা

[১৯]   C/o Messrs. Thomas Cook & Sons

Ludgate Circus

ওঁ   London

[Aug (?) 1913]

মীরু

তোরা সমুদ্রের ধারে বসে সমুদ্রের হাওয়া খেয়ে মনের আনন্দে এবং শরীরের স্ফূর্ত্তিতে আছিস্ শুনে খুব খুসী হলুম। কিছু দীর্ঘকাল সেখানে থেকে বেশ ভাল রকম করে শরীরটা সুস্থ করে গরমের দিন কাটিয়ে কলকাতায় ফিরলেই ত ভাল হয়। তোর চিঠিতে খোকার কথা শুনে প্রত্যেকবারেই তাকে দেখ্বার জন্যে আমার মনটা ব্যস্ত হয়ে ওঠে। ঠিক কবে যে আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হবে তা এখনো নিশ্চয় বল্তে পারিনে। কেননা এখনো আমার কাজ সম্পূর্ণ সমাধা হয়নি। হতে কর্তে হয়ত আরো মাসখানেক কেটে যাবে। এদিকে বর্ষা এসে পড়ল। সমুদ্র এখন অশান্ত এবং দেশে এখন গুমোটের পালা। তাই বোধ হচ্চে যেন নবেম্বরের পূর্ব্বে আমার যাত্রা ঘটে উঠ্বে না। কিন্তু কিছুই বলা যায় না। কারণ, যাবার জন্যে মনটা উতলা হয়ে উঠেছে। এখানকার লোক সমাজের টানাটানিতে আমার মনের ভিতরটাতে অত্যন্ত ক্লান্তি এসেছে। আমাদের দেশের জনশূন্য

নিভৃত কোণটির মধ্যে কিছুদিন চুপচাপ করে বসে থাকতে পারি তাহলে হাড়গুলো জিরয়। কিন্তু আবার ভাবি সেখানে গিয়ে নানা ঝঞ্ঝাটের মধ্যে গিয়ে পড়্‌তে হবে— তা ছাড়া এবার ফিরে গেলে সেখানে মানুষের ধাক্কা পূর্ব্বের চেয়ে অনেক বেশি বেড়ে যাবে— তার থেকে নিজেকে বাঁচানো আমার পক্ষে ভারি শক্ত হবে— এর ওপরে আবার আমার সমালোচক বন্ধুদের দল আছে— তাদের কণ্ঠস্বর নিশ্চয়ই পূর্ব্বের চেয়ে আরো অনেক উচ্চতর সপ্তকে চড়বে। মানুষকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তোলবার উপকরণ সেখানে যে কিছু কম আছে তা বল্‌তে পারিনে। তাহোক তবু সমস্ত স্বীকার করে নিতে হবে— নিজের বাসা ছেড়ে কোথায় বা ঘুরে বেড়াব।— এবার আমার বক্তৃতাগুলো পুস্তকাকারে ছাপাবার বন্দোবস্ত করা যাচ্চে— বোধ হয় আগামী শরৎকালের মধ্যে বেরিয়ে যাবে। এই বক্তৃতাগুলি এখানকার লোকের ভাল লেগে গেছে— এদেশে এবং আমেরিকায় বিক্রী হবার সম্ভাবনা আছে। আমার ডাকঘরের ইংরেজী তর্জ্জমাটা শীঘ্রই লণ্ডনে অভিনয় হবার আয়োজন হচ্চে। আইরিশ থিয়েটার ওয়ালারা এটার অভিনয় করবে। এরা খুব চমৎকার অভিনয় করতে পারে। বোধ হয় ভালই করবে। রাজার ইংরেজীটা এখানকার লোকের ভাল লাগ্‌চে কিন্তু এটা অভিনয় করা শক্ত।

বাবা

কল্যাণীয়াসু

মীরু, এবার কালীগ্রাম ও বিরাহিমপুর ঘুরে কাল কলকাতায় ফিরে যাচ্চি। সেখানে দুই একদিন থেকেই বোলপুরে যাব—বোলপুরে এবার শারদোৎসব হবার কথা আছে— হয়ে উঠবে কিনা জানিনে। পিয়ার্সন এণ্ড্রুজের সঙ্গে ফিজি দ্বীপে কুলি-দাসত্ব তদন্ত করবার জন্যে যাচ্চে। তার ফিরে আসতে মাঘ মাসের কাছাকাছি হবে শুনতে পাচ্চি। পিয়ার্সন গেলে বিদ্যালয়ে মস্ত একটা ফাঁক পড়বে। যাহোক্ ইতিমধ্যে তার বাড়িটা তৈরি হয়ে যাবে। ফিরে এসে নিজের ঘরে সিংহাসন দখল করে বসতে পারবে। নিশিকান্তরা চলে গেলে কিছুদিন তোদের খুব একলা ঠেকবে। যাহোক Sweatenhamরা তোদের প্রতিবেশী আছেন এটা তোদের খুব সুবিধে হয়েচে। তুই কি পাহাড় ভেঙে তাদের ওখানে হেঁটে উঠতে পারিস?

তোর শরীর কেমন আছে? খোকাই বা কেমন আছে? এবারকার অতিরিক্ত বাদ্‌লাটা ধরে গেলে শরৎকাল বোধ হয় খুব রমণীয় হয়ে উঠবে।

আমাদের এদিকে বৃষ্টির পালা শেষ হয়ে গিয়ে শরতের রোদ্দুর বেশ ফুটে উঠেচে। গোরাই পদ্মা মিলে এক হয়ে

গেছে। মাঝখানের চরে পাড়াগুলো কেবল ভাসচে আর সমস্ত ডুবে গিয়েছে। ভেবেছিলুম বোট নিয়ে নদীতে কোথাও থাক্‌ব। কিন্তু বোট বেঁধে রাখবার ভালো জায়গা কোথাও নেই বল্লেই হয়। তাই শিলাইদহের সেই তেতালার ঘরটাতেই আশ্রয় নিয়েচি। আলু তোদের ওখানে কেমন আছে বল্‌ ত? উৎপাত করে না ত? কাজকর্মে কিছু সাহায্য করে? যদি গোলমাল করে তাকে ভালুক শিকারে পাঠিয়ে দিস্‌।

আমাদের বোটের তপ্‌সি মাঝি বেচারা মারা গিয়েচে খবর পেয়েছিস্‌ কি? তার লিভারে ফোড়া হয়েছিল। এখানকার ডাক্তারের অযত্নে যখন সে মর মর তখন তাকে কলকাতায় মেয়ো হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেইখানে সে মরেচে। আমাদের মুস্কিল হয়েচে। বোটের কাজে তপসিটাকে বরাবর এমনি অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল যে আর কাউকে তেমন পছন্দ হয় না। বিশ্বনাথ চামরু ফটিক তপ্‌সি একে একে সব কটা পুরোনো লোক গেছে। সোনা বুড়োটা এখনো টিকে আছে।

আমি এবার দুই পরগণা থেকে একশো টাকা নজর পেয়েছি— খোকাকে আমার হামু দিস্‌। ইতি ২৩শে ভাদ্র ১৩২২

বাবা

মীরু

তোর শরীর ভাল নেই, জ্বর হয়েচে শুনে মন উদ্বিগ্ন হয়ে আছে কেমন থাকিস্ যেন খবর পাই।

আমরা কাশ্মীর ঘুরে এলুম। আমার ত কিছুমাত্র ভাল লাগল না— আমি যেখানে যাই কেবলি গোলমাল— লোক-জনের উৎপাত থেকে একদণ্ড নিষ্কৃতি নেই। শ্রীনগরে নৌকোয় ছিলুম— কিন্তু একটুও শান্তি বা আনন্দ পাইনি বলে তাড়াতাড়ি পালিয়ে এলুম। এখন মনে হয় এর চেয়ে রামগড়ে গেলে শরীর মনের বিশ্রাম পাওয়া যেত। যা হোক্ কাশ্মীরটা না দেখলে মনে একটা আক্ষেপ থেকে যেত সেইটে কেটে গেল এইটুকুই যা লাভ। আসলে আমার পদ্মার বালির চরে বোটের কাছে কেউ লাগে না—সেখানে নির্ম্মল আকাশ, নির্ম্মল নদী, নির্ম্মল নদীতীর, নির্ম্মল অবকাশ— সেই আমার ঠিক মনের মত। কেবল ওখানে বিষয় কর্ম্মের যে গন্ধ আছে সেইটেতে আমাকে তাড়া দেয়— নইলে সেই জলের ধারে চুপচাপ করে পড়ে থাকতুম। ভারতবর্ষে কোথাও আমাকে স্থির থাকতে দেবে না। মনে করচি আবার একবার সমুদ্র পাড়ি দেব— এখন য়ুরোপে যাওয়া মিথ্যা— প্যাসিফিক পাড়ি দিয়ে জাপান হয়ে

এমেরিকায় যাবার ইচ্ছা আছে। এমেরিকাটা ভারী গোলমালের জায়গা বটে কিন্তু সেখানে Mrs. Moody প্রভৃতি কোনো একজনের আশ্রয় নিলে সেই আর সবাইকে ঠেকিয়ে রাখবে। এবার আর রথীদের নিয়ে যাব না— ওদের ত সংসার স্থিতি চাই— আমার সঙ্গে ঘুরে বেড়ালে চল্‌বে কেন। আমার একজন সঙ্গী খুঁজে বের করবার চেষ্টায় আছি।

খোকার শরীর ওখানে ভাল আছে ত? দিল্লি সহরটা স্বাস্থ্যকর জায়গা নয় বলেই ভাবনা হয়। ওখানে ম্যালেরিয়া জ্বরের উৎপাত যথেষ্ট আছে। নিশিকান্ত বাবুদের পরিবারে ত অনেকদিন থেকেই রোগ লেগে আছে— ওঁদের প্রতিবেশীদেরও ত সেই দশা। আমার বোধ হয় তুই একটু সেরে উঠ্‌লেই ওখান থেকে যদি একদম বোলপুরে চলে আসিস্‌ ত ভাল হয়। শীতকালটা বোলপুরে বেশ ভালই্‌ থাকবি।

এখানে এসে দেখি এখনো শীতের কোনো আভাসমাত্র নেই— এখনো পাখা চালাতে হচ্চে। আজ খুব মেঘ করে এসেচে— হয়ত দুই একদিনের মধ্যে একটা ঝড় ঝাপট হয়ে যেতে পারে— তারপরে শীত পড়তে আরম্ভ হবে।

এই আসন্ন বাদলার ঝোঁকটা কেটে গেলে পর মনে করচি একবার শিলাইদহে যাব। সেখান থেকে বোটে করে ধীরে ধীরে পতিসরে যাবারও ইচ্ছা আছে— অনেকদিন বোলপুরের মাঠে কেটেচে— বাংলা দেশের নদীপথে বেড়ানো হয়নি।

আজ অষ্ট্রেলিয়া থেকে পিয়ার্সন এণ্ড্রুজের চিঠি পেয়েচি।

পিয়ার্সন বেচারার একজন পরম বন্ধুর যুদ্ধে মৃত্যু হয়েচে। ওরা যে কবে ফিরবে সে খবর দেয়নি। বোধ হয় হতে করতে মাঘ-ফাল্গুন এসে পড়বে।

খোকাকে আমার হামি দিস্— তাকে দেখবার জন্যে আমার মন উৎসুক হয়ে আছে। ইতি ১৯শে কার্তিক ১৩২২

বাবা

২২ । শিলাইদহ

[অগ্রহায়ণ ১৩২২]

মাকু

এবার কাশ্মীরে শরীর ভাল ছিল না— বড়ই ক্লান্ত হয়ে ফিরেচি। তাই শিলাইদহে কিছুদিন বিশ্রাম করতে এলুম। শিলাইদহের মত এমন মনের মত জায়গা আর তো কোথাও দেখলুম না। আমার সেই ছাদের ঘরে একলাটি বসে উত্তর দিকের খোলা দরজার ভিতর দিয়ে মাঠের উপর দিয়ে দূরে পদ্মার জলরেখা এবং চরের গাছের শ্রেণী দেখতে পাচ্চি— ভারি ভাল লাগচে। কলকাতায় গরম পেয়েছিলুম— এখানে অল্প অল্প শীতের হাওয়া দিচ্চে— কাঞ্চন ফুলে গাছ ভরে গিয়ে দূর পর্য্যন্ত তার গন্ধ আসচে— আকাশে আলোতে হাওয়াতে পাখীর গানে ফুলের গন্ধে আমার চারিদিক এবং আমার মগজের ভিতরটা পর্য্যন্ত ভরে গিয়েছে— এত শান্তি এত সৌন্দর্য্য আর কোথাও নেই।

তোর আর খোকার জন্যে আমার মন উদ্বিগ্ন হয়ে আছে। দুদিন তোদের কোনো খবর ছিল না— আসবার দিন টেলিগ্রাফ করে খবর পেয়েচি তোরা অপেক্ষাকৃত ভাল আছিস্। কিন্তু বোধ হয় ঠিক আরাম হতে পারিস্নি। রথী হয় ত এ সম্বন্ধে

চিঠি পেলে আমি জানতে পারব। কিন্তু ইতিমধ্যে তোরা আর বেশিদিন দিল্লিতে না থেকে একবার এলাহাবাদে সত্যদের ওখানে যানা কেন। তারপরে শীত একটু জম্‌লে যদি বোলপুরে আসতে চাস ত সেত সোজা— নইলে আর যে-কোনো জায়গায় খুসি যেতে পারিস। দিল্লিতে কখনই তোদের শরীর ভাল থাকবে না।

বাবা

[২৩]

শান্তিনিকেতন
৯ই পৌষ ১৩২২

মীরু

তোদের জন্যে আমার মন উদ্বিগ্ন আছে। আবার বোম্বাই পুণা অঞ্চলে প্লেগের উপদ্রব আছে বলেও ভাবনা হয়। পুণা সহরটা ত বেশ সুন্দর জানি— আমরা কিছুদিন ওখানে ছিলুম। কিন্তু ওখানকার স্বাস্থ্য বোধ হয় তেমন ভাল নয়। যাহোক্ ভেবে কোনো লাভ নেই— ঈশ্বর তোদের মঙ্গল করুন।

৭ই পৌষের উৎসব বেশ হয়ে গেল। বেশ বুঝতে পারি এই উৎসবে আমাদের প্রয়োজন আছে— এতে সম্বৎসরের স্নান হয়। পুরোণো ছাত্র এবার অনেক জমেচে। দেবল বিলেত থেকে ফিরে এসেছে। সে এখন কলকাতায় আমাদের শিল্প বিদ্যালয়ে মূর্ত্তিগড়ার কাজ শেখাবার ভার নিয়েচে। এরা সবাই মিলে কাল ৮ই পৌষে আশ্রমসঙ্ঘের একটা উৎসব করলে। আজ সকালে পরলোকগত ছাত্র ও অধ্যাপকদের শ্রাদ্ধসভা ছাতিমতলায় হল। ভেবেছিলুম ৭ই পৌষ সেরেই পতিসরের কাজ দেখতে যাব। কিন্তু ৩০ ডিসেম্বরে গবর্মেণ্ট হাউসে আমাকে নিমন্ত্রণ করেচে— কাটাতে অনেক চেষ্টা করেও হল না। তাই বোধ হচ্চে দিনদশেক এই রকম গোলেমালে

কেটে যাবে। ভাল লাগ্‌চে না। একটু বিশ্রাম করতে চাই; সে আমার কপালে নেই। দেশ না ছাড়লে দেশও আমাকে ছাড়বে না। সুকেশী বৌমা বলছিলেন তোরা যদি আসিস এখানে থাকবার কোনো অসুবিধা হবে না। আমি কিছুদিন বোটে বেড়িয়ে মনে করচি দক্ষিণ ভারতে ভ্রমণ করতে বেরব। যদি তোরা ততদিন ওখানে থাকিস্‌ তাহলে তোদের সঙ্গে সেইখানেই দেখা হতে পারে। কিন্তু খোকার শরীর যে রকম দেখচি তাতে বোধ হয় তাকে নিয়ে এখানে এসে পড়লে শান্তি ও স্বাস্থ্যলাভ করবি। এখানে তোদের জন্যে আরো দুই একটা ঘর বাড়িয়ে নেওয়া যেতে পারে।

বাবা

।২৪।

শান্তিনিকেতন
পোস্টমার্ক Janu : 1916
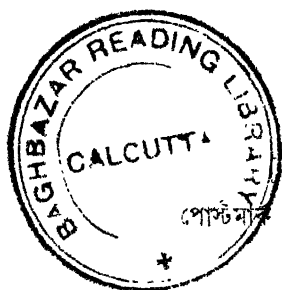
মারু

ভেবেছিলুম বোটে কিছুদিন পদ্মায় ভেসে ভেসে বেড়াব। কিন্তু আমার কুষ্ঠিতে বিশ্রাম লেখে না। বাঁকুড়ায় ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েচে তারই সাহায্যের জন্য ১৬ই মাঘে আমার বিদ্যালয়ের ছেলেদের কলকাতায় ফাল্গুনী করাবার চেষ্টা চলচে— সেইজন্যে আবার শান্তিনিকেতনে ফিরে আসতে হয়েচে। তার পরে এখানে এসেই হিন্দু য়ুনিভার্সিটির তরফ থেকে এক টেলিগ্রাম পাওয়া গেল— সেখানে ৭ই ফেব্রুয়ারীতে 'সঙ্গীত বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার অঙ্গ কিনা' এই সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দেবার জন্যে অনুরোধ পেয়েচি। একবার ভাবলুম কাটিয়ে দেব কিন্তু এখানে সকলেই পীড়াপীড়ি করে ধরলেন যে, এই সুযোগে এই কথাটার আলোচনা হয়ে যাওয়া উচিত। সেখানে অনেক লোক জমা হবে তাঁদের অনেকের কানে উঠবে। আজ সকালে ধাঁ করে তাঁদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে বসে আছি। অতএব এখন কিছুকাল ধরে এই সব হাঙ্গাম নিয়ে আমাকে ব্যস্ত থাকতে হবে— ছুটি কবে পাব জানিনে।

এবার ফাল্গুনীর আয়োজনটা বোধ হয় বেশ ভালই হবে।

আমাদের উঠোনেই ষ্টেজ হবে। সাজসজ্জা আলো Scene প্রভৃতির ত্রুটি হবে না— তারপরে ছেলেদের গান প্রভৃতি ত আছেই। গোড়ায় 'বশীকরণ' বলে আমার একটি ছোট প্রহসন অভিনয় হবে। গগনরা তার ভার নিয়েছেন। যাতে অন্তত হাজার পাঁচেক টাকা ওঠে তার চেষ্টা করতে হবে। খোকা ভাল আছে শুনে নিশ্চিন্ত হলুম। পুণা সহরটা মোটের উপর ত বেশ ভালই। কেবল মাঝে মাঝে ওখানে বড় প্লেগের উপদ্রব হয়। পুণায় যদি ভালো গাইয়ের সন্ধান পাস ত খবর দিস্। আমাদের সঙ্গীত শিক্ষকের দরকার আছে।

আমার কুষ্ঠিতে সমস্তই যেরকম গোলমেলে তাতে আগে থাকতে কিছুই বলা যায় না। যদি হঠাৎ কোনো বাধা না ঘটে তাহলে কাশী থেকে দক্ষিণ ভারতের দিকে যাবার চেষ্টা করব।

ওখানকার লোকজনদের সঙ্গে তোদের আলাপ পরিচয় হচ্চে ? কোনো বন্ধু জুটিয়ে নিতে পেরেচিস ? পুণায় অনেক বাঙালী ছাত্র আছে শুনতে পাই— তারা নিশ্চয় তোদের ওখানে জুটেচে। খোকাকে আমার হামু দিস্।

বাবা

[শান্তিনিকেতন]
১লা বৈশাখ ১৩২৩

কল্যাণীয়াসু

মীরু, তোরা আমার নববর্ষের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর।

এইমাত্র আমাদের এখানে নববর্ষের উপাসনা শেষ হয়ে গেল— মনটা তাতেই পূর্ণ হয়ে আছে।

কোথাও যাব যাব করছিলুম। গতবার বিলেত যাবার আগে যেমন একটা ছটফটানিতে আমাকে পেয়েছিল এবারেও কতকটা সেই রকম চঞ্চলতা আমাকে দোলাচ্ছিল। কিন্তু যুদ্ধের উপদ্রবে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ ছিল। এমন সময় আমেরিকা থেকে যেই টেলিগ্রাম এল অমনি আমার মনে হল বড় পৃথিবীর নিমন্ত্রণ এসেচে। আমি বারবার পরীক্ষা করে এবং চেষ্টা করে শেষকালে স্পষ্ট বুঝেছি আমাকে বিধাতা গৃহস্থ ঘরের জন্যে তৈরী করেননি। বোধ হয় সেইজন্যেই ছেলেবেলা থেকেই কেবল ঘুরে বেড়াচ্চি— কোনো জায়গায় ঘরকন্না ফাঁদতে পারিনি। বিশ্ব আমাকে বরণ করে নিয়েচে আমিও তাকে বরণ করে নেব। তোরা কিছু ভাবিসনে—আমার যা কাজ সে আমাকে করতেই হবে—আরাম করা বিশ্রাম করা লোক লৌকিকতা করা বিধাতা আমার জন্যে কিছুতেই মঞ্জুর করবেন না। অতএব পথিকের প্রশস্ত রাজপথে সর্ব্বলোকের মাঝখানে চললুম— তোদের জন্যে আমার আশীর্ব্বাদ রইল— সুখের আশীর্ব্বাদ নয় কল্যাণের আশীর্ব্বাদ।

বাবা

রেঙ্গুন

২৫ বৈশাখ ১৩২৩

মীরু,

বিষম ঝড় কাটিয়ে কাল রেঙ্গুনে এসে পৌঁচেছি। সন্ধ্যার সময়ে নদীর ঘাটে দেখি লোকারণ্য। আমাদের গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে বন্দে মাতরং জয় রবীন্দ্রনাথকি জয়, চেঁচাতে চেঁচাতে তিন মাইল রাস্তা তারা ছুটে এল, সহরের দুধারের দোকানে বাজারে সকল লোকে অবাক্, আমি লজ্জায় মরি।

আজ বিকেলে এখানকার জুবিলি হলে সকলে মিলে আমাকে অভ্যর্থনা করবে— বিষম একটা হট্টগোল বাধাবে। কোনো উপায় নেই— চুপ করে সইতে হবে। চুপ করে সইতে হলেও বাঁচতুম— কিছু না বলেও চলবে না। সেদিন এত বড় একটা ঝড় গেল তারপরে আবার এই হাঙ্গাম— এ সাইক্লোনের বাড়া। কাল মঙ্গলবারে বিকেলে জাহাজে যাবার কথা। জাহাজটা বেশ— আমরা যা খুশি করি— কাপ্তেন খুব ভদ্র— আদরে ও আরামে আছি।

এখানে আছি P. C. Senদের বাড়ী। ধনীর সঙ্গে খুব কথা কাটাকাটি হাসাহাসি চলচে। সকাল বেলায় একটা বুদ্ধ

মন্দির দেখতে গিয়েছিলুম। এ সমস্ত বৃত্তান্ত তোরা নানা লোকের চিঠি থেকে পাবি— অতএব খোকাকে হামি দিয়ে এবং তোদের সকলকে আশীর্ব্বাদ জানিয়ে ইলেক্‌ট্রিক পাখার তলায় একটু বিশ্রাম করতে যাই। কাল ভাল ঘুম হয়নি।

বাবা

[২৭] [হাকান

১৮ আষাঢ় ১৩২৩

কল্যাণীয়াসু

মীরু, খুব এক চোট বর্ষার পালা কেটে গিয়ে এখন রোদ উঠেচে। এই পাহাড়ের পাইন বনের ভিতর থেকে সমুদ্র বড় সুন্দর দেখাচ্চে। এদের জাপানী বাড়ি বড় সুন্দর। আমার ভারি ইচ্ছে এই রকম বাড়ি আমি তৈরি করাব। এমন পরিষ্কার, এমন আরাম, এমন সুবিধে! আমাদের গৃহস্বামী খুব ধনী, খুব চমৎকার লোক, তাঁর বাড়িতে চমৎকার সব ছবি আছে এ রকম জাপানের আর কারো বাড়িতে নেই। আজ ১৮ই আষাঢ়। ভারতবর্ষে এতদিনে বোধহয় ঝমাঝম বর্ষা আরম্ভ হয়েচে। এখানে বর্ষা অল্প দিন থাকে—বোধ হয় শেষ হয়ে গেল। আজ এখনি তোকিয়োতে বক্তৃতা দিতে যাচ্চি। আজ সন্ধ্যার সময় সেখানে মেয়েদের কলেজে আমার খাবার নিমন্ত্রণ আছে। খোকাকে আমার হামু দিস। ঈশ্বর তোদের কল্যাণ করুন।

বাবা

মীরু

অনেকদিন তোর কোনো খবর না পেয়ে মনটা উদ্বিগ্ন আছে। আমেরিকায় যাবার আগে বোধ হয় তোদের কোনো চিঠিপত্র পাওয়া যাবে না। সেখানে যাবার সময় খুব কাছে এল। আসচে বৃহস্পতিবার [৭ সেপ্টেম্বর] বিকেলবেলায় জাহাজ ছাড়বে। আমেরিকায় পৌঁছতে প্রায় দশদিন লাগবে। তারপরে সেখানে প্রথম যে সহরে পৌঁছব সেইখান থেকেই আমাকে বক্তৃতা সুরু করতে হবে। এখানে মোটের উপরে আমার দিনগুলো এক রকম চুপচাপ করে কেটে গেছে। কিন্তু এখন যাবার মুখে মনটা ছট্‌ফট্ করে উঠেচে। যখন জাহাজের ডেকে ডেক্ চেয়ারের উপর পা ছড়িয়ে দিয়ে আর একবার আরাম করে বসব, আর জাহাজ অকূলে ভাসবে তখন একবার হাঁফ ছাড়ব। এখানে এখন আমার কোনো কাজ নেই— লেকচারগুলো লেখা শেষ হয়ে গেল। এখন কেবল সেইগুলোকে নিয়ে মাজাঘষা করচি। তারপরে আবার এখানে বেশ রীতিমত গরম পড়েচে। আমাদেরই দেশের মত। মাঝে মাঝে খুব মেঘ করে দুই একদিন ঝমাঝম বৃষ্টি চলে তারপরে গুমট। সেইসঙ্গে যথেষ্ট মশার উপদ্রব আছে। জাপানী মশাগুলো আমাদের বাঙালী মশার চেয়ে ঢের

বড়, ডাকে কম, কামড়ায় বেশি। এই রকম বাদলে গুমটে শরীর কেমন ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে থাকে। এখানে কলকাতার মত ইলেকট্রিক পাখার চলন নেই— যদিচ ইলেকট্রিক আলো এখানে খুব শস্তা। পাখা নেই তার একটা কারণ বোধ হয় এখানকার ঘরের ছাদ অত্যন্ত নীচু। তারপরে এখানকার মশারি বেজায় মোটা— ঘর জুড়ে এক একটা যেন তাঁবু পড়ে যায়। বোধ হয় এখানকার বীর মশাদের আক্রমণের পক্ষে আমাদের সৌখীন নেটের মশারি যথেষ্ট নয়। এখন আমরা রেলগাড়ীতে, টোকিয়ো সহরের দিকে চলেচি। দুধারে পাহাড়, ধানের ক্ষেত, তুঁতের বন (রেশমের চাষের জন্যে) পাইনের অরণ্য, বর্ষার জলে ভরা ছোট ছোট নদী— সমস্ত জাপান দেশটা যেন আগাগোড়া ছবির পর ছবি—আর এখানকার লোকেরাও তেমনি সৌন্দর্য্য অন্তরের সঙ্গে ভালবাসে। আর মেয়ে পুরুষে পরিশ্রম করে কাজ করতে জানে—শুধু পরিশ্রম করে নয় পরিপাটি করে—তাই এদের সমস্ত দেশটা এমন শ্রীসম্পন্ন হয়ে উঠেচে।

খোকাকে আমার হামু দিস্।

বাবা

২৯।

Palace Hotel
San Francisco

মীরু

এখানে এসে যে তোদের কারো চিঠি পাব সে আমি আশা করিনি। কেননা এখানে সহর থেকে সহরে বক্তৃতা দিয়ে হাততালি এবং টাকা কুড়িয়ে ঝড়ের মত ঘুরে বেড়াচ্চি। হঠাৎ কাল তোর একখানি চিঠি পেয়ে খুব খুসী হলুম। এ চিঠি Mrs. Moodyর ঠিকানা থেকে সিয়াটল্ সহর হয়ে আমাকে খুঁজতে খুঁজতে San Francisco তে এসে আমার নাগাল পেয়েচে। সোমেন্দ্র সিয়াটেলের বন্দরে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল— সে সান্‌ফ্রান্সিস্কো পর্য্যন্ত এসেচে— এখান থেকে আর পাঁচদিন পরে দেশে রওনা হবে। জাপানে দিন পনেরো থেকে ভারতবর্ষে যাবে। ও যেমন ছিল তেমনিই আছে। সেই রকম ভোজন নিদ্রাপরায়ণ, সেইরকম অকর্ম্মণ্য অলস, সেই রকম অসম্বন্ধ প্রলাপী। দেশে গিয়ে ও যে পৃথিবীর কোন্ কাজে লাগ্‌বে তা ত জানিনে। যা হোক্ ও গেলে আমাদের কিছু কিছু খবর পাবি। মুকুলটা অল্প অল্প করে ফুটে উঠ্‌চে। ওর বিদেশে আসা নেহাৎ ব্যর্থ হবে না। এখানে আমাদের ভারতবর্ষীয় ছবির Exhibition আজ থেকে আরম্ভ হবে। বোধ

হচ্ছে লোকদের ভালই লাগ্‌বে। আমি যত দেখ্‌লুম জাপানের ছবি এবং এখানকার, আমার ততই দৃঢ় বিশ্বাস হয়েচে আমাদের বাংলা দেশে যে চিত্রকলার বিকাশ হচ্চে তার একটা বিশেষ মাহাত্ম্য আছে। এ যদি নিজের পথে পূরো উদ্যমে চল্‌তে পারে তাহলে পৃথিবীর মধ্যে আপনার একটা খুব বড় জায়গা পাবে। দুঃখের বিষয় এই যে— বাঙালীর প্রতিভা যথেষ্ট আছে কিন্তু উদ্যম ও চরিত্রবল কিছুই নেই। আমরা নিজের দেশকে এবং কাজকে একটা বৃহৎ দেশ এবং কালের উপর দাঁড় করিয়ে উদারভাবে দেখ্‌তে জানিনে। সেইজন্যে আমাদের যার যেটুকু শক্তি আছে সেইটুকু নিয়ে ছোট ছোট ভাবে কারবার করি— তারপরে একটু ফুঁ লাগ্‌লেই সেই শিখা নিবে যায় তারপর আবার যেমন অন্ধকার তেমনি অন্ধকার। জাপানে আধুনিক শিল্পীদের জন্যে ওকাকুরা যে স্কুল করে গেছে তাতে কত কাজ চল্‌চে তার ঠিক নেই। তার মানে এই কাজে ওরা যথার্থভাবে আত্মবিসর্জ্জন করেচে— কেবলমাত্র সৌখীনভাবে কুণোভাবে কাজ চল্‌চে না। সিয়াটেলে একটা স্টুডিয়োতে গিয়ে দেখলুম সেখানে জন কয়েক আর্টিস্টে মিলে কাজ করতে লেগে গেছে। অর্থাৎ এ দেশে যে কোনো মানুষকে যে কোনো আইডিয়াতে পেয়ে বসে, সেই আইডিয়াকে বৃহৎ দেশ ও কালের সঙ্গে সংলগ্ন না করে সে থাক্‌তেই পারে না— এটাই হচ্চে এদের স্বভাব— সেইজন্যেই এরা বড় হয়ে উঠেচে। আমরা বিচ্ছিন্ন, বিভক্ত, অলস, আমরা নিজের একাকীত্বের বাইরে পা বাড়াতে পারিনে—

আমাদের আনন্দ সমস্ত মানুষটিকে নিয়ে নয়, নিজের কোণটুকুকে নিয়ে—আমাদের যা কিছু অর্থ এবং সামর্থ্য সমস্তই আমরা নিজের উপর খরচ করি— কৃপণতার অন্ত নেই। কিন্তু এ কথাটা বুঝিনে যে আমরা যেখানে নিজে একলা সেখানে আমরা ফুটো কলস, যা আমরা কেবল নিজের উপরে ঢালি তা সমস্তই নিকেশ হয়ে যায়। কবে আমরা সকলের হয়ে চিন্তা করতে এবং সকলের হয়ে বেদনা বোধ করতে পারব? কবে আমাদের শক্তি—সকলের যোগে সার্থক হয়ে উঠ্‌বে? আমাদের দীনতা কৃপণতার অন্ত নেই যে— সেই দীনতার ভারেই আমাদের দেশ ডুবেচে

নইলে আমাদের মধ্যে যে শক্তি আছে তা কম নয়— সে শক্তির মহত্ত্ব বিদেশে আস্‌লে আমরা বেশি করে বুঝতে পারি। কিন্তু যে ঔদার্য্য যে মহদাশয়তা থাক্‌লে সেই শক্তি চিরন্তন হতে পারে, সর্ব্বদেশে ও নিত্যকালে সফল হয়ে উঠ্‌তে পারে আমাদের সেই তেজ, সেই আত্মোৎসর্জ্জন নেই। আশা করেছিলুম বিচিত্রা থেকে আমাদের দেশে চিত্রকলার একটা ধারা প্রবাহিত হয়ে সমস্ত দেশের চিত্তকে অভিষিক্ত করবে কিন্তু এর জন্যে কেউ যে নিজেকে সত্যভাবে নিবেদন করতে পারলেনা। আমার যেটুকু সাধ্য ছিল আমি ত করতে প্রস্তুত হলুম কিন্তু কোথাও ত প্রাণ জাগল না। চিত্রবিদ্যা ত আমার বিদ্যা নয়, যদি তা হত তাহলে একবার দেখাতুম আমি কি করতে পারতুম। যা হোক্ আর কোনো সময়ে আর কেউ উঠ্‌বে— এবং দেশের মধ্যে চিত্রকলার যে শক্তি বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েচে তাকে

বিপুল বেগে চলবার জন্য পথ করে দেবে।···কিছুরই সৃষ্টি হোলনা; কিছুই প্রাণ পেলে না কেবল কতগুলো তুচ্ছ মালমস্‌লা আমার মত হীনশক্তি গোরুর গাড়ীকে অবলম্বন করে আমারই বাড়ির পথ রোধ করে জমে রইল কিন্তু রাজমিস্ত্রি কোথায় যে গড়ে তুল্‌বে; সেই বেদনা কোথায় কল্পনা কোথায়, আত্মদান কোথায় যার জোরে বিধাতার অভিপ্রায়কে মানুষ সার্থক করে তোলে?

তোর খুকীকে দেখবার জন্যে আমার মন খুব ব্যগ্র হয়ে আছে। মাঝে মাঝে তার ছবি আমার কাছে পাঠিয়ে দিস্। তার জন্যে জাপান থেকে যে কাপড় পাঠিয়েছি পেয়েছিস্? আমি নিতান্ত আনাড়ি— জানিনে তার পরবার মত হয়েচে কিনা। তাকে আমার হামু দিস্ আর খোকাকে। ঈশ্বর তোদের কল্যাণ করুন এই আমার একান্ত মনের প্রার্থনা। ইতি ১৭ই আশ্বিন ১৩২৩

বাবা

[৩০]　　　　[কলিকাতা]

মীরু

বেলা আগের চেয়ে একটু ভাল আছে, অর্থাৎ জ্বর কমেচে। ওকে আরো ভালো দেখলে তারপরে বোলপুরে যেতে পারব। কবিরাজ গণনাথ বলেন নৈরাশ্যের কারণ নেই।

আজ কমল দিনু যাচ্চে তাদের কাছে সমস্ত বিস্তারিত খবর পাবি। আমি দিনটা বেলার ওখানেই কাটাই তাই সময় পাইনে।

তোর খুকীর নাম অহনা কিম্বা উষসী রাখতে পারিস। দুইয়ের মানে ঊষা। এবারে গেলে ও বোধহয় আমাকে চিনতে পারবে না। ইতি ১৩ আষাঢ় [১৩২৪]

বাবা

[৩১]

[বোম্বাই]

১৫ই মে ১৯২০

কল্যাণীয়াসু

মীরু, আর ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে জাহাজে চড়তে হবে। তাই খুব ব্যস্ত আছি। এণ্ড্রুজের টেলিগ্রামে জানা গেল তোরা এখনো কিছুদিন বোলপুরে থাকবি— কলকাতার বাড়ি প্রস্তুত হলে তারপরে যাবি। ওখানে রামানন্দ বাবুদের বাড়ির সামনেই তোদের বাসা ঠিক করেচে। যাই হোক্ আমরা বেশি দিন য়ুরোপে থাকব না— যত শীঘ্র পারি ফিরে আসব। সুখ দুঃখ আমাদের আয়ত্তের মধ্যে নেই। কিন্তু ভাগ্যে যাই ঘটুক সেইটেকেই নিজের অন্তরের তেজে কল্যাণে পরিণত করবার সাধনা আমাদের নিজের হাতে। তোরা সুখী হবি এই কামনা করি কিন্তু এই প্রার্থনা পূর্ণ হওয়া সকলের ভাগ্যে কঠিন— আমি কেবল এই আশীর্ব্বাদ করি দুঃখকে মহত্ত্বের সঙ্গে বহন করবার এবং দুঃখকে আত্মার শক্তিতে অতিক্রম করবার সাধনা তোর প্রতি মুহূর্ত্তে সফল হতে থাক্। এই সংসার নিত্য সত্য নয় এর সঙ্গে অত্যন্ত আসক্ত হওয়া একটা মোহ— সেই আসক্তি থেকে মনকে যদি ছাড়িয়ে নিস্— প্রতিদিনের আপনকে যদি চিরদিনের আপন থেকে বাইরে রেখে দেখতে পারিস্—সংসারের

তলায় মনকে পিষ্ট করে না রেখে সংসারের উপরে যদি মনকে নির্লিপ্ত করে রাখ্‌তে পারিস্‌, তাহলেই সত্যের মধ্যে বিচরণ করতে পারবি, এবং সকল দুঃখ অবমাননা থেকে মুক্তি পাবি। ঈশ্বর তোদের কল্যাণ করুন।

বাবা

মীরু

জাহাজ ত চলেইচে। কাল এডেনে পৌঁছব। তাই আজ দলে দলে সবাই চিঠি লিখতে বসে গেচে। সমুদ্র খুবই শান্ত— এমন কি মঞ্জুরও sea-sickness এর কোনো উপসর্গ হয়নি। কিন্তু জাহাজে যাত্রী একেবারে ঠাসা। ভিড়ের মধ্যে থাকতে আমার ভাল লাগে না, তাই ডেকে অন্য সকলের সঙ্গে ঠাসাঠাসি করে বসে থাকতে পারিনে— music saloon বলে একটা ঘর আছে সেই ঘরের এক কোণে চুপচাপ করে থাকি। এখানে বসে সমুদ্রের সঙ্গে চাক্ষুষ দেখাশোনা হয় না— তবে কিনা তার কলধ্বনি শোনা যায়। বেশিদিন যে য়ুরোপে থাকবো না সে সম্বন্ধে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই। কেননা ভাল লাগচে না। আমার সেই উত্তরায়ণের কাঁটাবনে আমার মন নিয়ত বিচরণ করে। পাশ্চাত্য দেশে বাস করবার একটা মস্ত অসুবিধা এই যে সর্ব্বদাই বেশভূষা করে জুতো মোজা পরে প্রস্তুত হয়েই থাকতে হয়। দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই অপ্রস্তুত হয়ে থাকা আমার অভ্যাস হয়ে গেচে— সেই জন্যে বোতাম এঁটে থাকতে আমার বড় খারাপ লাগে। তোকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে আসবার প্রস্তাব মাঝে মাঝে আমার মনে জেগেছিল—কিন্তু আমি তোর স্বভাব যতটা বুঝি তাতে আমি নিশ্চয় বুঝি যে তোর পক্ষে

এই ভিড় ঠেলাঠেলি, এই সর্ব্বদা সিধে খাড়া হয়ে কাটানো প্রতিমুহূর্ত্তে অসহ্য হত।

সাধু যখন বোম্বাই থেকে ফিরে গেল তার সঙ্গে তোকে দেবার জন্যে, এক ঝুড়ি বোম্বাই আম পাঠিয়েছিলুম— পেয়েছিলি কি? আমার সন্দেহ আছে সে আমগুলো হয়তো সাধু সেবাতেই লেগে গেল। শেষ পর্য্যন্ত সাধুর ইচ্ছা ছিল এবং আশা ছিল যে তাকে আমাদের সঙ্গে বিলেতে নিয়ে আস্‌ব। আমরা জাহাজে চড়ে বসলেও সে প্রায় তিন চার ঘণ্টা dockএ বসে জাহাজের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে বসে ছিল। যদি ওকে নিয়ে আসতুম তাহলে ওর যে কি দুর্গতি হত সে কথা বোঝবার ক্ষমতা ওর নেই। আজ খুব গরম পড়েচে। কাল থেকে Red Seaর মধ্যে গরম আরো বেড়ে উঠ্‌বে। তারপরে Mediterraneanএ পৌঁছে তবে একটু ঠাণ্ডা পাওয়া যাবে। আর ১১ দিন পরে জাহাজ মার্শেল্‌স্ বন্দরে পৌঁছবে। কিন্তু আমরা সেখানে না নেবে একেবারে সমুদ্র পথে ইংলণ্ডে যাবো। তাতে আরো ৭ দিন সময় লাগবে।

ঈশ্বর তোদের কল্যাণ করুন। ইতি ১৯ মে ১৯২০

বাবা

[৩৩]　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[লণ্ডন

১৮ জুন ১৯২০

মীরু

এখানে এসে অবধি আর সময় পাইনে। শুধু যে কেবল লোকজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতে দিন কাটচে তা নয়— নতুন জায়গায় নতুন অবস্থার সঙ্গে নিজের মিল করে নিতে অনেক কাল লাগে। আমি কুণো মানুষ, ভিড়ের মধ্যে আমার জায়গা নয়। পিয়ার্সন আমার সঙ্গে আছে সেই আমার একটা মস্ত সুবিধে। প্রতিদিনই একবার কোবে ইচ্ছা করে দেশে ফিরে যাই, আবার এও মনে হয় এখানে আমার কাজ আছে। বিশেষত য়ুরোপের অন্য দেশ থেকে প্রায় চিঠি পাই, তারা আমাকে বারবার যেতে বলচে। এখানে না থেকে এবার সুইডেন নরোয়ে ডেন্‌মার্ক প্রভৃতি জায়গায় ঘুরে আসবো মনে করচি। আজকাল পাসপোর্টের হাঙ্গামায় ধাঁ করে কোথাও যাওয়া চলে না। পাসপোর্টের চেষ্টা করচি। কাল অক্সফোর্ডে যাবার নিমন্ত্রণ আছে। তারপরে কেম্ব্রিজ যাব, তারপরে আর দুই এক জায়গায়। লণ্ডনে আর বেশিদিন থাকবো না, তোরা পিয়ার্সনের ঠিকানায় চিঠি না দিয়ে C/o. Thomas Cook & Sons,

Ludgate Hill, London এই ঠিকানায় দিলে চিঠি পেতে দেরি হত না— একবার ম্যাঞ্চেষ্টরে গিয়ে তারপরে ফিরে আস্‌তে অনেকটা সময় লাগে। কুকদের ঠিকানায় চিঠি দিলে তোদের চিঠি পাঁচ ছয় দিন আগে পাওয়া যেত। এদেশে আজকাল আসাও যেমন শক্ত বেরনও তেমনি। বহুদিন আগে থাকতে প্যাসেজ ঠিক না করলে জাহাজে জায়গা পাওয়া যায় না। ইচ্ছা করলুম আর চলে গেলুম সে হবার জো নেই। মঞ্জু প্রথমটা এখানে এসে বিমর্ষ হয়ে পড়েছিল— এখন আবার বেশ প্রসন্ন হয়েচে। তাকে কোথায় পড়তে দিই তারই সন্ধান করচি। সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এখানকার সব ইস্কুল বন্ধ। চেষ্টা করচি আপাতত কোনো পরিবারের মধ্যে ওকে স্থান দিতে পারি। বৌমা বেশ ভালই আছেন—কোনো আর্টিস্টের স্টুডিয়োতে মূর্তি গড়া শেখবার জন্যে প্ল্যান করচেন।—বুড়ির জ্বর হচ্চে শুনে উদ্বিগ্ন হয়েচি। হাতের কাছে কোনো হোমিওপ্যাথ নেই বলেই মুস্কিল হয়েচে। ক্ষিতিমোহনবাবু ওখানে থাকলে ভাবনা থাকত না। এতদিনে তোরা কোথায় আছিস কে জানে। কলকাতাতেই তোর বাসা চিরস্থায়ী হবে কেন মনে করচিস্? আমার ত বোধ হয় আমরা ফিরে গেলে বোলপুরেই তোদের পাকা রকম থাকবার ব্যবস্থা হতে পারবে।

এবার এখানে এখনো যথেষ্ট শীত আছে। এণ্ড্রুজ বলেছিল ঠাণ্ডা কাপড় পরতে হবে— তার কোনো লক্ষণ দেখচি নে। গরম কাপড়ের বোঝা বয়ে বেড়াচ্চি। সেটা আমার ভাল লাগে না।

দেশে ফিরে গিয়ে এই সব বোঝা ফেলে দিয়ে আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে বারান্দায় বসতে পারলেই আমি বাঁচি।

এণ্ড্রুজ লিখেচে খোকাকে সে ইংরেজি পড়াচ্চে— খোকা বেশ দ্রুত উন্নতি করচে। পিয়ার্সন খোকার কথা প্রায় জিজ্ঞাসা করে।

বাবা

৩৯।

[লণ্ডন

জুন ১৯২০

মীরু

ক'দিন থেকে কেবলি তোর কথা মনে হচ্চে। ভাবচি হয়ত তুই কষ্ট পাচ্চিস। আমাকে যদি কেউ কলকাতার বাড়ির খাঁচায় পূরে রাখ্‌ত আমার কি অসহ্য কষ্ট হত সে ত বুঝ্‌তে পারি। এমন কি এখানকার এই মেঘাচ্ছন্ন আকাশ এবং লণ্ডনের ভিড় আমাকে যেন চেপে মারচে। প্রতিদিনই দেশে ফেরবার জন্যে চিত্ত ব্যথিত হয়ে উঠ্‌চে। বোলপুরের আকাশ আলোক মাঠ সেখানকার স্বাধীনতা তোর পক্ষে কতখানি সেত আমি জানি। কিন্তু জগতে যত জীবজন্তু আছে সব চেয়ে পরাধীন মানুষ। কেননা মানুষ স্বাধীনতার মূল্য জানে অথচ পদে পদে তার থেকে বঞ্চিত। বিশেষত মেয়েদের কথা যখন ভাবি তখন মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। আমরা পুরুষ, কত যুগ থেকে মেয়েদের জেলখানার দারোগাগিরি করে আস্‌চি— এর নিষ্ঠুরতা যে কতদূর যেতে পারে তা কল্পনা করবার শক্তি পর্য্যন্ত হারিয়েচি। আমার জীবনে সব চেয়ে বড় দুঃখ এই যে আমি তোকে সুখী করতে পারলুম না। আমার এইটুকুমাত্র আশা ছিল যে তোকে বোলপুরে ফাঁকায় রাখ্‌তে পারব।

কিন্তু সেও আমার সাধ্যের অতীত। তাই আমি ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করি তিনি তোকে ধৈর্য্য দিন, তোর অন্তরের মধ্যে তিনি তাঁর স্থান গ্রহণ করুন। এই পরম দুঃখের আগুনে তিনি তোকে উজ্জ্বল এবং বিশুদ্ধ করে তুলুন। আজ এখানে এসে দেখতে পাচ্চি সমস্ত জগৎ জুড়ে বেদনার হোম হুতাশন জ্বলে উঠেচে। এই কষ্টের মূলে আছে দুই দলের সংঘর্ষ, একদল জবরদস্তি করে নিজেরই ইচ্ছাকে বলবান করে তুল্‌তে চাচ্চে, আর একদল সেই চাপে পিষ্ট হচ্চে, একদলের হাতে অস্ত্র আছে আর একদল নিরুপায় কিন্তু এই নিরুপায়ের দল জগতে জিৎবে ;— যারা চিরদিন কেবল জবরদস্তি করতে অভ্যস্ত তারা নিজের অস্ত্রের চাপে ভেঙে পড়বে। ইতিমধ্যে ব্যথা সইতে হবে— কিন্তু যারা ব্যথা পায় তারা যেন সেই ব্যথা বড় করে সইতে পারে। জীবনে এমন সব দুঃখ আসে যাকে এড়াবার কোনো জো নেই, কিন্তু সেই দুঃখের শিখায় আত্মদান করাটা যজ্ঞের আগুনে আহুতি দেওয়ার মতই পবিত্র করে তোলা মানুষের শক্তিতে আছে। তুই অন্তর্যামীকে বল্‌তে পারিস্ 'এই বেদনার মধ্য দিয়ে আমাকে আমি তোমার হাতে দিচ্চি তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক্।'

স্থখং বা যদি বা দুঃখং প্রিয়ং বা যদিবাপ্রিয়ম্
প্রাপ্তং প্রাপ্তমুপাসীত হৃদয়েনাপরাজিতঃ।

বাবা

১৭]

C/o Thomas Cook & Sons
Ludgate Circus, London
[July 1920]

মীরু

আজ তোর চিঠি পেলুম। এখানে এত লোকের ভিড় এবং গোলমাল যে, কিছুতে কোথাও মন বসাতে পারিনে। তার উপরে প্রায়ই বৃষ্টি বাদল মেঘ অন্ধকার। ভেবেছিলুম এখান থেকে হপ্তায় একটা করে বড় চিঠি লিখ্‌ব, সবাই আমার খবর পাবে। কিন্তু ত্বলাগ্‌ন চিঠি লিখ্‌তেও ভাল লাগে না। তাই এখানে এসে অবধি কিছুই লিখিনি। তুই ভেবেছিস্ এখানে কোনো জায়গায় একটুও নিরিবিলি কোণ্ পাওয়া যায় যেখানে লোকচক্ষুর আড়ালে আপন মনে কাটানো যেতে পারে— কোথাও না। বিশেষত আজকাল এখানকার জীবন যাত্রা কঠিন হওয়াতে জায়গার টানাটানি, আহারের টানাটানি, চাকর দাসীর টানাটানি। এ দেশে আমাদের মত কুণো লোকের পক্ষে কোথাও স্থান নেই।— ব্রিস্‌টলে দু তিনদিনের জন্য গিয়েছিলুম। সেখানে মেয়েদের স্কুলে মেয়েরা মিলে King of the Dark Chamber করেছিল। বেশ সুন্দর হয়েছিল। Crescent Moon থেকে কবিতা আবৃত্তি করেছিল, সেও বেশ

ভাল লেগেছিল। এদেশে একটা জিনিষ দেখে পদে পদে আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাই। আমাকে এদের বিস্তর লোক সত্যি সত্যিই ভালবাসে— এদের ভক্তি খুব সত্য, খুব অকৃত্রিম ও নির্ভর যোগ্য। আমি নিজেই ভেবে পাইনে আমার কাছ থেকে এরা কি পেয়েচে যার জন্যে এরা এত বেশি কৃতজ্ঞ। আমার যা দেবার সে ত বাল্যকাল থেকে নিজের দেশকেই দিয়েচি, কিন্তু সেখানে আমার ভাগ্যে যে বক্‌শিস্‌ মেলে সে ত জানি। য়ুরোপের অন্য দেশ থেকে আমার কাছে এত সমাদরের চিঠি আস্‌চে যে সে কি বল্‌ব। আমাকে সকলে বল্‌চে সেখানে আমার আদর আরো অনেক বেশি। তাই মনে মনে ভাবি, যেখানে মানুষ আমাকে চাচ্চে এবং আমার কাছ থেকে কিছু পাচ্চে সেখানেই আমার সত্যকার জায়গা। পৃথিবীতে ত চিরদিন থাক্‌ব না, যতটা পারা যায় কিছু রেখে যেতে হবে— সেই রেখে যাবার পক্ষে এই জায়গাই প্রশস্ত, কেননা, এরা আমাকে আপন বলে স্বীকার করেচে, এরা আমার কাছে হাত পেতেচে। পর যখন আপন বলে মানে তখন সেই মানার মধ্যে খুব বড় সত্য থাকে—সেই সত্যকে কোনো কারণে অগ্রাহ্য করা চলে না। এই সব কথা মনে করেই এখানে আমার যা কাজ তাই করার চেষ্টা করচি। যারা আইডিয়া নিয়ে কাজ করে তাদের পক্ষে সেই দেশই দেশ যেখানে সেই সব আইডিয়ার বীজ ক্ষেত্র পায়, সফল হয়— চাষী যদি সমস্ত সাহারা মরুভূমির মালেক হয় তাহলে সে তার পক্ষে ফাঁকি। আমার পরে

ঈশ্বরের দয়া এই যে, তিনি আমাকে যা শক্তি দিয়েচেন তার এমন ক্ষেত্র দিয়েচেন সমস্ত পৃথিবীকে আমি আপন বলে বিদায় নিতে পারব— সমস্ত পৃথিবীতে আমার বাসা তৈরী হল। এণ্ড্রুজের কাছ থেকে নীতুর খবর প্রায় পাই। শান্তিনিকেতনে তার রীতিমত পড়াশুনা আরম্ভ হলে নিশ্চিন্ত হব। ওখানে ওকে প্রাইভেট পড়াবার জন্যে কোনো মাস্টারের সঙ্গে বিশেষ ব্যবস্থা করে দিস্— তাকে মাসে কিছু বেতন দিলেই চল্‌বে।

বাবা

Boulogne (Seine)
[২০ অগস্ট ১৯২০]

মীরু

আমরা এখন প্যারিসে আছি। যাঁর আতিথ্যে আছি তিনি খুব ধনী কিন্তু ভাব-পাগলা। নিজে খুবই সামান্যভাবে থাকেন, নিতান্ত গরীবের মত খাওয়া দাওয়া বেশভূষা চালচলন। কিন্তু মানুষের উন্নতি ও উপকারের জন্যে নানারকম ভাব দিনরাত ওঁর মাথায় ঘুরচে, আর তাই নিয়ে মুক্তহস্তে টাকা খরচ করচেন। এই যে বাড়িতে আছি এখানে ইনি দেশবিদেশের লেখক ও ভাবুক লোকদের থাকতে দেন— প্যারিস থেকে একটু তফাতে, নিরিবিলি জায়গায়, সীন নদীর ধারে, এর সঙ্গে চমৎকার একটি বাগান আছে, মস্ত একটি লাইব্রেরী, কাছেই একটি ঘর আছে, সেখানে দেশবিদেশের নানা ছবি ম্যাজিক ল্যাণ্ঠনে দেখাবার বন্দোবস্ত আছে। ইচ্ছা করলে আমরা বন্ধু বান্ধবদের ডেকে নিমন্ত্রণ খাওয়াতে পারি— এজন্যে আমাদের কোনো খরচ নেই। দক্ষিণ ফ্রান্সে সমুদ্রের ধারে এর চমৎকার একটি জায়গা আছে, হপ্তা দুইতিন সেইখানে গিয়ে থাকবার জন্যে আমরা নিমন্ত্রণ পেয়েচি। সে রকম জায়গায় থাকা আমাদের নিজের সামর্থ্যে কিছুতেই কুলোত না। খুব ধনী লোকের পক্ষেও সেখানে বাড়ী পাওয়া কঠিন। সেই দক্ষিণ ফ্রান্সে

এখানকার চেয়ে অনেক বেশি গরম— ফলে ফুলে গাছে পালায় মনোরম। সেখানে অনেকটা আমাদের ভারতবর্ষের ভাব পাওয়া যাবে। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সেখানে কাটিয়ে তারপরে হল্যাণ্ডে আমাদের নিমন্ত্রণ আছে। সেখানে প্রায় দু হপ্তা কাটবে, তারপরে অক্টোবরের আরম্ভে প্যারিসে এসে এক হপ্তা কাটিয়ে ৮ই অক্টোবরে জাহাজে চড়ে আমেরিকায় পাড়ি দিতে হবে। এবারে আমেরিকায় গিয়ে চেয়ে চিন্তে ভিক্ষে করে যেমন করে হোক্ শান্তিনিকেতনের জন্যে কিছু টাকা সংগ্রহ করতেই হবে। সেজন্যে কোমর বেঁধে চলেছি— নইলে কিছুতেই যেতে ইচ্ছে করচে না। এই বর্ষার দিনে আমার সেই উত্তরায়ণের বারান্দায় কাঁটাবনের সামনে বসে মেঘের লীলা দেখবার জন্যে মন যে কতবার ব্যাকুল হয়েচে সে আর কি বলবো। কিন্তু একবার বিলেতে এসে যেমন অর্শের ব্যামো ফেলে দিয়ে আয়ু বাড়িয়ে গেছি এবার তেমনি আমেরিকায় টাকার ভাবনা কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে গেলে আয়ুর কোঠায় আরো বছর কুড়ি সময় পাওয়া যাবে। দেখা যাক্ কপালে কি আছে।

পর্শু দিন আমরা এখানকার যুদ্ধে উচ্ছিন্ন জায়গা দেখতে গিয়েছিলুম। কতদূর পর্য্যন্ত একেবারে মরুভূমি হয়ে গেছে। গ্রাম সহরের চিহ্ন নেই— জমিও ক্ষত বিক্ষত। কতদিনে যে এই সমস্ত জায়গা আবার সুস্থ হয়ে উঠবে তা বলতে পারিনে। কলকাতায় গিয়ে বুড়ি কেমন আছে লিখিস্‌নি কেন?

বাবা

মীরু

এণ্ড্রুজের চিঠিতে খবর পেলুম তুই শান্তিনিকেতনে এসেচিস। সে চিঠি একমাস আগে লেখা এবং আমার এ চিঠি প্রায় তিন সপ্তাহ পরে পৌঁছবে। অতএব তত দিনে তুই কোথায় থাকবি তা নিশ্চয় করে বল্‌তে পারিনে। তবু শান্তিনিকেতনের ঠিকানায় পাঠাচ্চি। বর্ষার সময় ও জায়গা নিশ্চয় তোর খুব ভাল লাগ্‌চে। কিন্তু তোরা কোন্ বাড়ীতে আছিস বুঝতে পারচিনে তোর সাবেক আড্ডা ত সঙ্গীতশালা দখল করে বসেচে। তাহলে বোধ হয় তুই আছিস নেবুকুঞ্জে। সেখানে তোদের থাকবার কোনো অসুবিধা হচ্চে নাত? আমার উত্তরায়ণ ত পড়ে আছে কিন্তু সেটা বড় দূরে, সেখানে একলা বোধ হয় তোর থাকা পোষাবে না। যাই হোক একটা মনের মত ব্যবস্থা নিশ্চয় হয়েছে।

আমরা দক্ষিণ ফ্রান্সে সমুদ্রের ধারে পাহাড়ের উপর ভারি সুন্দর একটা জায়গায় এসেচি। প্যারিসের একজন মস্ত ধনীর এই বাড়ি। রাজপ্রাসাদ বল্‌লে হয়। কিন্তু এমনি অদৃষ্ট যে আমাদের কয়জনেরই তোরঙ্গ রেলের থেকে খোয়া গেছে। তাতে আমাদের সব কাপড় ছিল, বইও ছিল। যা পরে বেরিয়েছিলুম তাছাড়া আর কিছুই নেই। মহামুস্কিল। তাই এখানে তিন চারদিন মাত্র কাটিয়েই আজ আবার বিকেলের

গাড়ীতে প্যারিসে ফিরে যাচ্চি। সেখানে গিয়ে তাড়াতাড়ি বোধ হয় কিছু কাপড় চোপড় কিনে এবং তৈরী করিয়ে নিতে হবে নইলে ভদ্রতা রক্ষা অসম্ভব হবে। সেখানে যে বাড়ীতে থাকব সেও খুব সুন্দর, সীন্ নদীর ধারেই— বাড়ীর সঙ্গেই একটি চমৎকার বাগান আছে কত যে ফলের গাছ কি বল্‌ব। বাগানের ফল রোজ চার বার করে খাচ্ছিলুম। সেখানে এক সপ্তাহ কাটিয়ে হল্যাণ্ডে যেতে হবে। হল্যাণ্ডেও সুন্দর একটি বাড়ীতে আমাদের নিমন্ত্রণ আছে, তারা আমাদের ভ্রমণের জন্যে মোটর গাড়ি পর্য্যন্ত ঠিক করে রেখে দেবে। সেখানে নানা জায়গায় আমার নিমন্ত্রণ আছে— বক্তৃতা করতে হবে। তারপরে প্যারিসে আবার ফিরে এসে আমার বক্তৃতা আছে।

এণ্ড্রুজের মত এমন পাগল দেখিনি। সে আমাকে দুটো চিঠিতেই আশ্বাস দিয়ে লিখেচে যে তোর পা সেরে গেছে। কিন্তু পায়ে যে কি হয়েছিল তা কোনো চিঠিতেই লেখেনি। যাই হোক যখন সেরে গেছে তখন আর জান্‌বার দরকার নেই।

এবার শান্তিনিকেতনে গিয়ে বোধ হয় অনেক নূতন লোক এবং নতুন ব্যবস্থা দেখ্‌তে পাচ্চিস্। আমরা যখন ফিরব তখন অনেক বদল দেখ্‌তে পাব। এবারে খুব চেষ্টা করব যাতে এত টাকা নিয়ে যেতে পারি যাতে আশ্রমের খরচপত্রের জন্যে আমাকে কোনোদিন আর না ভাবতে হয়। তারপর থেকে আর আমার কাঁটাবন থেকে কোনোদিন নড়ব না।

বাবা

[১৮]

[নিউ ইয়র্ক

২৯ অক্টোবর ১৯২০

মীরু

জাহাজ কাল রাত্রে তীরে এসে পৌঁচেছে, আজ সকালে ডাঙায় উঠ্‌ব— এখন ভোর রাত্রি, অন্ধকার আছে, খুব শীত —আলো হলেই ডাক পড়বে, সকাল সকাল খেয়েই বেরিয়ে পড়্‌ব। তারপর থেকে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্ত এত গোলমালের মধ্যে থাকতে হবে যে চিঠিপত্র লেখার সময় পাব না। আমাদের জাহাজ কল্যাণের, খুব মস্ত এবং ভাল। অত্যন্ত পরিষ্কার। জাহাজের লোকরা ভদ্র। এত বড় জাহাজ না হলে মাঝে মাঝে খুব বেশী দোলা লাগ্‌ত। এট্‌লাণ্টিকের মাঝদরিয়ায় যখন এসেছিলুম তখন কিছুদিন সমুদ্র খুব উতলা ছিল— মেঘ বাদলা অন্ধকার। কিন্তু শেষের দুতিনদিন বেশ রোদ্দুর উঠে সুন্দর হয়েছিল— এ বছরের লক্ষ্মী পূর্ণিমা সমুদ্রের উপরেই দেখা দিয়েছিল। লক্ষ্মী যে সমুদ্রমন্থনে প্রকাশ পেয়েছিলেন। তিনি কোজাগর রাত্রে আমাকে ভোলেননি— আমি প্রায় ছশো টাকা পেয়েছিলুম। যাত্রীরা আমাকে কিছু বক্তৃতা দিতে বলেছিল আমি বক্তৃতা দিয়েছিলুম সেই বক্তৃতা থেকে টাকা পেয়েছি। লক্ষ্মী যদি সমুদ্রের ওপারেও প্রসন্ন

হন তাহলে আমার যাত্রা সফল হবে। মনে হচ্চে এবার যেন আমার ভাগ্য অনুকূল— যেখানে গেচি সেখানেই অভ্যর্থনা পেয়েছি অর্থও পেয়েছি। এখন কিছু হাতে করে নিয়ে আস্‌বার ইচ্ছে আছে যাতে চিরদিনের মত আমাদের আশ্রমের অভাব মোচন হয়— তারপরে আমি ছুটি পাব। বৌমাদের খবর তুই বোধ হয় তাঁদের কাছ থেকেই পাস্। এতদিনে বৌমা Nursing Home থেকে নিশ্চয় বেরিয়েচেন কিন্তু এখানে তাঁর আসা হবে কিনা সন্দেহ— ঘোরাঘুরি করতে হবে তাঁকে নিয়ে অসুবিধে হতে পারে।

এখনো কার্ত্তিকমাস— তোদের ওখানে এখনো রীতিমত শীত দেখা দেয়নি— কেবল মাত্র শিশিরে হাওয়া একটুখানি ঝির্‌ঝির্ করচে। কিন্তু অসুখ বিসুখের সময় এল— কলকাতায় তোরা কি রকম থাকবি কে জানে। শান্তিনিকেতনেও বোধ হয় জ্বরের পালা পড়েচে। আমি থাক্‌তে যে রকম রোজ পাঁচন খাওয়াবার ব্যবস্থা করেছিলুম এখন সেরকম আছে কিনা কে জানে।

একটু একটু আলো হয়ে আস্‌চে— ক্যাবিনে ক্যাবিনে সবাই জেগে উঠে প্রস্তুত হচ্চে। এখনো পিয়ার্সনের দেখা নেই— সে বেচারা বেশ একটু বেলা পর্য্যন্ত ঘুমোতে ভালবাসে। আজকে তার অকাল-বোধন হবে, সমস্ত দিন হাই তুল্‌তে থাকবে। তার শরীর এখনো তেমন বেশ সুস্থ হয়নি— পেটের অসুখের ভাব এখনো আছে।

এইমাত্র আমার চা এনে দিলে। আমার জন্যে ক্যাবিনে থেকে এক প্লেট ফল মজুদ থাকে—আপেল আঙুর কমলা লেবু— তারপরে ভোরেই আমাদের ষ্টুয়ার্ড আমাকে চা এনে দেয়— তখনো অধিকাংশ লোকের আর্দ্ধেক রাত্তির। আমি চা খেয়েই লিখ্‌তে বসি। একটা লেকচার লিখচি। আমার ক্যাবিনটা বেশ বড়— খুব আলো আছে— এখানে লেখার খুব সুবিধে, কিন্তু এর জন্যে আমাকে কম দাম দিতে হয়নি। এ রকম ক্যাবিন না হলে লিখ্‌তে পারতুম না— তাই ব্যয় স্বীকার করতে হল। এ খরচ এই বক্তৃতা থেকেই তুলে নিতে পারব।

এইবার ব্রেকফাষ্টের সময় হল— আজ খুব সকালেই খেতে যেতে হবে। এখনি ডাঙা থেকে ডাক্তার আস্‌বে- তার পরীক্ষা শেষ হলে নেমে যেতে হবে। আর সময় নেই।

বাবা

৩৯

Hotel Algonquin
New York
[ডিসেম্বর ১৯২০]

মারু

এক মুহূর্তের জন্যেও এদেশ আমার ভাল লাগ্‌চে না। রোজ সকালে উঠে জানলার কাছে বসে ভাবি কেন এ বিড়ম্বনা। বেশ ছিলুম তোদের সবাইকে নিয়ে, আমার সেই মরুভূমির মাঝখানে, উত্তরায়ণের খোলা বারান্দায় লম্বা কেদারার দুই হাতার উপরে দুই পা তুলে দিয়ে। কোথা থেকে বড় আইডিয়ার ভূত পেয়ে বসে, আর দেশে দেশান্তরে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়। এর থেকে জোর করে বেরিয়ে পড়বার জন্যে মন খাঁচার পাখীর মত ছটফট করতে থাকে, অথচ কর্তব্য বুদ্ধির ধমকানি খেয়ে বেরুতে পারিনে। এখানকার জীবনযাত্রা আমাদের সমস্ত অভ্যাসের এতই বিরুদ্ধ, যে দিনরাত্রি মনকে যেন উজানস্রোতে সাঁতার দিতে হয়— প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। কেবলি মনে হচ্চে, শান্তিনিকেতনকে বড় করে তুললেই যে শান্তিনিকেতন সার্থক হবে এমন ক কথা আছে। হয়ত তাতে করে ওকে চেপে মারা হবে। কিন্তু এসব তর্কের দিন আর নেই। এখন মাঝদরিয়ায় এসে পড়েচি— শেষ পর্যান্ত

পাড়ি দিতেই হবে। যদি বিশেষ কিছু না হয় তাহলে বুঝব বিধাতা বঞ্চিত করেই আমাকে বাঁচালেন।

আজ নিয়ুইয়র্ক সহর ছেড়ে সপ্তাহখানেকের জন্যে একটা পাহাড়ে একটি নিরালা জায়গায় যাচ্চি। সেখানে এখানকার চেয়ে শীত পাব কিন্তু তেম্‌নি শান্তিও পাব। বৌমা গেছেন চিকাগো Mrs. Moodyর বাড়ি। Pearson গেছেন আর এক জায়গায়। রথী আছে আমার সঙ্গে। এবৎসর এখানে বিশেষ শীত পড়েনি— প্রায় Christmas এল কিন্তু বরফের লক্ষণ নেই। খুব সম্ভব আমাদের ভাগ্যক্রমে এই রকমই কেটে যাবে। এণ্ড্রুজের চিঠি পেয়েছি। সে অনেক দিন নানা জায়গায় ঘুরে ফিরে শেষকালে আশ্রমে এসে পৌঁচেছে। ওরা আমাদের উল্টো—এক জায়গায় বেশিদিন স্থির হয়ে বসে থাকতে পারে না। পিয়ার্সনেরও সেই দশা। তুই কোথায় আছিস জানিনে। সাতই পৌষে আশ্রমে তোর যাবার কথা আছে। আশা করি কোনো বাধা ঘটেনি। তোর জন্যে আমার মন বড়ই বাথিত হয়ে আছে।

বাবা

[নিউ ইয়র্ক
৭ মার্চ '২১]

মীরু

অনেকদিন তোকে চিঠি লিখিনি— কেননা আমি জানি আমার সব খবর তুই এণ্ড্রুজের কাছ থেকে পাস্। এখানে চিঠি লেখ্‌বার সময় পাইনে— সময় পাইনে মানে ঘণ্টা হিসেবে নয়— কি এক রকম চারদিকে হিজিবিজি মনে হয় যেন আকাশটা পর্য্যন্ত ঠেলাঠেলি কর্‌চে— কোথাও একটুখানিও ফাঁকা নেই— এক মুহূর্ত্তও এখানে থাক্‌তে ইচ্ছা করে না। প্রতিদিনের বোঝা যে এমন ভয়ানক বোঝা আমার জীবনে তা আর কোনোদিন এমন করে অনুভব করিনি— যে চারমাস এখানে কেটেচে সে চারমাস ওজনে নিরেট চার বছরের সমান ভারি। জাহাজ যেদিন পূব মুখে পাড়ি দেবে সেদিন আবার একটু একটু করে আমার নাড়ীতে প্রাণ সঞ্চার হতে থাকবে। যা হোক্ আর বেশি দেরী নেই— আজ ৭ই মার্চ্চ, আগামী ১৯শে জাহাজে উঠ্‌ব— এ চিঠি যখন পাবি তখন আমরা খুব সম্ভব সুইডেনে। তারপরে আর খুব বড় জোর দুমাস বাদে দেশে ফিরব। স্কুলের ছুটি হবার আগে যদি কোনোমতে শান্তিনিকেতনে যেতে পারতুম তাহলে যে কত খুসি হতুম তা বল্‌তে পারিনে। অন্ততঃ আমার

এবারকার ৬০ বছর বয়সের জন্মদিনটা যদি দেশের মাটিতে ঘট্‌ত তাহলে ভারি তৃপ্তি বোধ করতুম। মনে হচ্ছে হয়ত জীবনে একটা নূতন অধ্যায় আস্‌চে। ১০ বছর আগে ৫০ এর কোঠায় যখন পড়েছিলুম তখন এর ভূমিকা আরম্ভ হয়েছিল। সেদিন হঠাৎ বলা নয় কওয়া নয় পশ্চিমের পালা আরম্ভ হল। আজ সমস্ত পৃথিবী আমার কাছাকাছি হয়ে এসেচে। আজ আমার নিজেকে কেবলমাত্র 'স্বদেশী' করে আমার পরিত্রাণ নেই। আমি সমস্ত দেশের সঙ্গে আমার দেশকে মেলাতে বসেচি, অথচ আজ আমার দেশের লোক ভারতবর্ষকে জেনেনার মধ্যে পাঁচিল তুলে রাখতে চাচ্চে, পর পুরুষের মুখ দেখা বন্ধ। সাম্‌নে এই আমার এক বিষম মুস্কিল—আমার সঙ্গে আমার দেশের লোকের বনিবনাও কিছুতে যেন হতে চায় না— শেষ পর্য্যন্ত কেবলি ঝ্‌টোপুটি চল্‌তে থাক্‌বে।

গোঁসাইয়ের মৃত্যু সংবাদে আমি বড়ই ব্যথিত হয়েচি। ঠিক অমন মানুষ আমরা আর পাব না। গাইয়ে হিসাবেও লোকটি খুব উপযুক্ত ছিল। আর একজন লোকের সন্ধান নিতে হবে।

অসিত খোকার একটা ছবি এঁকেছিল এণ্ড্রুজ সেটা আমাকে পাঠিয়েচে। বোধ হচ্ছে সেটা ঠিক হয়নি— যদি হয়ে থাকে তাহলে ওর অনেকটা বদল হয়েচে বল্‌তে হবে। ফিরে গিয়ে বুড়িরও হয়ত অনেক বদল দেখ্‌তে পাব।

বাবা

মীরু

তোর চিঠি ঠিক আমার জন্মদিনে এসে পৌঁচেছে। আমরা সুইজারল্যাণ্ডে। এখান থেকে যাব ইটালি। এখানকার লোকে আমাকে কত ভালবাসে এবং ভক্তি করে তা দেখ্‌লে আশ্চর্য্য হতে হয়। এদের শ্রদ্ধা আমাদের দেশের লোকের চেয়ে অনেক গভীর এবং অকৃত্রিম। য়ুরোপের মহাদেশে আমি এর আগে কখনো আসিনি। এবারে এসে ভারি আনন্দ পেয়েচি।

তোরা এখন ছুটির আশ্রমে আছিস— সব চুপচাপ গাছের পেয়ারা গাছেই পাক্‌চে। দিনুরা কোথায় কে জানে। এণ্ড্রুজের শরীর খারাপ— শুনে আমার মন উদ্বিগ্ন আছে। এই গরমে কোথায় যে সে টোঁ টোঁ করে বেড়াবে তার ঠিকানা নেই। কিন্তু দেশের গরম এখানে কল্পনা করা শক্ত। কেননা এখানে এবার শীতের সময় বসন্তের আমেজ দিয়েছিল তাই গরমের সময় শীত এসে হাজির। মে মাসে জেনীভাতে বেশ একটু গরম পড়ে কিন্তু এবার বড় ঠাণ্ডা। হয়ত ইটালিতে এখানকার চেয়ে একটু গরম পাওয়া যাবে। ইতি ২৫ বৈশাখ [১৩২৮]

বাবা

মীরু

সেই শিলাইদা সেই রকমই আছে। বেশ লাগচে। চারদিক সবুজ, দিনরাত পাখী ডাকচে, আর সিসু গাছের পাতা ঝরঝর সরসর করচেই। আমবাগানময় ছোট ছোট আম ধরেচে— আরো নানারকম ফল ফলবার চেষ্টায় আছে। আমি থাকি তেতালায় সেই সিঁড়ির ঘরে। অনেক রাত পর্য্যন্ত ছাদে বসে থাকি— আশ্চর্য্য এই যে একটিমাত্রও মশা নেই। কিন্তু পৃথিবী যে অমরাবতী নয় সেই কথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য দেবরাজ ইন্দ্র এখানকার সমস্ত আসবাবেই ছারপোকার বসতি স্থাপন করিয়েচেন। সুতরাং এখানে বাস করবার জন্যে মাশুল স্বরূপ কিছু রক্ত খরচ করতে হয়। বন্ধুবর এণ্ড্রুজ আছেন নীচের তলার পূর্ব্ব মহলে— সেখানে নাবার ঘরের ঠিক পাশের ঘরটাই লেখবার-পড়বার জন্যে পছন্দ করে নিয়েচেন। অহরহ টেবিল আঁকড়ে ধরে দিস্তা দিস্তা কাগজ লেখায় ভরতি করচেন আর দিগ্‌দিকে চিঠি ও টেলিগ্রাম পাঠাচ্চেন।

আমি একটা সোনার মেডেল পেয়েছি সেইটে তোকে পাঠিয়ে দেবার জন্যে গোপালকে বলে এসেছিলুম। পেয়েছিস্ কিনা আমাকে খবর দিস্। আমি পয়লা বৈশাখের কিছু আগেই শান্তিনিকেতনে ফিরব। তোদের ওখানে আশা করি সব ভালই চলচে। ইতি ১২ই চৈত্র ১৩২৮

বাবা

[৪৩]

[San Isidore,
Argentine
3 Dec. '24]

মারু

যে চিঠি তুই ধীরেনের হাতে দিয়েছিলি এতদিনে সে আমার হাতে এসে পৌঁছল। অনেক দূরে আছি। তোরা আছিস্ Equatorএর উত্তরে, আমরা আছি দক্ষিণে। তাই যখন আমাদের শীত এদের তখন গর্ম্মিকাল। আজ ৩রা ডিসেম্বর— এখন বসন্তকাল কেটে গিয়ে পূরো গরম আসবার উপক্রম করচে। এবার দৈবাৎ সমস্ত নবেম্বর এখানে শীত ছিল, এমন কখনো হয় না। এবারকার যাত্রাটা বোধ হয় ভাল লগ্নে হয়নি, এখানে পৌঁছবার দিন সাতেক আগে জাহাজে শরীর খুব খারাপ হয়েছিল— বোধহয় ইনফ্লুয়েঞ্জায় পেয়েছিল। এখানে এসে কিছুকাল ধরে ডাক্তারের হাতে ছিলুম। এখন আর কোনো উপদ্রব নেই, কিন্তু বক্তৃতা প্রভৃতি সব বন্ধ। সহরের বাইরে সুন্দর জায়গায় একটি বাড়ি আমাদেব জন্যে ঠিক করে দিয়েচে। মস্ত একটা নদীর ধারে। আমাকে খুব নিকট আত্মীয়ের মতন এরা যত্ন করে— আমার যা কিছু দরকার সমস্ত এরা জুগিয়ে দিচ্চে। আমি সমস্ত দিন খোলা জানলার কাছে বসে কুঁড়েমি করে কাটাচ্চি। আমার আসল নিমন্ত্রণ পেরুতে— এখন আছি

আর্জেন্টিনে। ভেবেছিলুম পেরু যাওয়া বন্ধ করতে হবে, কারণ তখন ডাক্তার আমাকে নিষেধ করেছিল। কিন্তু এখন বোধ হয় যাবার কোনো বাধা হবে না। আজ বিকেলে ডাক্তার আবার আমাকে পরীক্ষা করে দেখবে— যদি বলে কুছ পরোয়া নেই, তাহলে এই মাসের শেষে পেরুতে রওনা হব। শুনেছি পেরু এখানকার চেয়ে বেশি গরম— কিন্তু সেখানে দেখবার জিনিষ অনেক আছে। আমার যে ঘুরে বেড়াবার উৎসাহ বেশি আছে [তা নয়] কিন্তু এখানে আসবার খরচ বাবদ পেরু গবর্মেণ্টের বিস্তর টাকা খরচ হয়ে গেছে। তার উপরে যদি না যাওয়া হয় তাহলে ভারি অন্যায় হবে। এখানকার সব চেয়ে উঁচু পাহাড়ের উপর দিয়ে আমাদের যাবার পথ। আণ্ডেস্ পাহাড় উচ্চতায় হিমালয়ের পরেই। এ একটা দেখবার জিনিষ। তারপরে চিলিতে গিয়ে জাহাজে করে পেরু যেতে হবে, সমুদ্র পথে ছয় দিন লাগবে। তারপরে সেখানে আমাকে কতদিন আটক করে রাখবে কে জানে। একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, এখানে ঘরে ঘরে সবাই আমার বই পড়েছে, আর আমাকে একান্ত শ্রদ্ধা করে। সেইজন্যে আমি এদেশে এসেচি এবং এখানে আছি বলেই এরা খুসি—আমার কাছে এর বেশি আর কিছু চায় না। এ পর্য্যন্ত আমি কোনো মিটিংএ যাইনি, অনেকেই আমাকে এখন দেখতে পায়নি— চারিদিক থেকে কেবল চিঠি আসচে, ফুল আসচে, আর আমার নাম সই নেবার জন্যে বই আস্‌চে। তোরা যখন এই চিঠি পাবি তখন কোথায় যে আমি বলা শক্ত—হয় তো

মক্কিকোয়। তোদের সাতই পৌষ আস্‌চে, এতদিনে নিশ্চয় তার আয়োজন আরম্ভ হয়েচে। আমার উত্তরায়ণের বাড়ি যদি শেষ না হয়ে থাকে তাহলে কষে তাড়া লাগাস্— এবার ফিরে গিয়ে যেন সমস্ত প্রস্তুত দেখ্‌তে পাই। আমার নীলমণি কোথায়? তার যত্ন নিস্।

বাবা
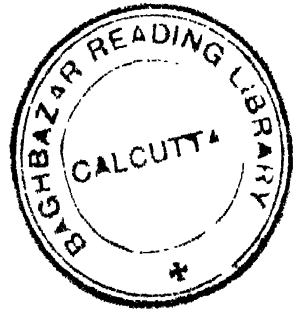
মীরু

আমার সঙ্গে পুপের ভাব কতটা জমেচে নীচের কবিতা থেকে কতকটা আভাস পাবি। গদ্যে সব কথা খুলে বলা যায় না। পেরু যাওয়া হল না। পশু ডাক্তার এসে পরীক্ষা করে বারণ করেচে। তাই জানুয়ারীর ৩রা তারিখে এখান থেকে স্পেন ও ইটালীতে রওনা হব।

বাবা

কাছের থেকে দেয় না ধরা, দূরের থেকে ডাকে
তিন বছরের প্রিয়া আমার, দুঃখ জানাই কাকে। ইত্যাদি [১]

[সান ইসিডোর,
৪ ডিসেম্বর, '২৪]

[১] সমগ্র কবিতাটি 'তৃতীয়া' নামে 'পূরবী' কাব্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

মীরু

তোর চিঠি পেয়ে নিশ্চিন্ত হলুম। সমুদ্রের ধারেই কিছুদিন যদি থাকতে পারতিস তো বেশ হ'ত। আমেদাবাদ সহরটাতে দেখবার কিছুই নেই, আবহাওয়াও যে মনোরম তা বলতে পারিনে। ওখান থেকে যাবার বা আসবার পথে কোনো এক সময়ে সত্যর সঙ্গে দেখা করে আসিস।

আমি ভালোই আছি। অতি ধীরে ধীরে একটু একটু শীতের আমেজ দিচ্চে। কাল মেয়েরা লক্ষ্মীপূর্ণিমায় আমার কোণার্কের ছাতে গান গেয়ে উৎসব করেছিল।

পুপে হঠাৎ দেখি পর্শু দিন মাথাখানি একেবারে সম্পূর্ণ মুড়িয়ে ফেলেছে। শরতের আকাশে যেমন বর্ষার কালো মেঘ কেটে গিয়ে দিনগুলি নির্ম্মল হয়েছে তেমনি কালো চুল অন্তর্ধান করে ওর মুখখানি সবটাই শুভ্র দেখাচ্চে। দেখতে একটুও খারাপ হয়নি। ওর মাথাটি বেশ সুডোল গোলাকার। মাঝে মাঝে ওকে আবার বাঘের গল্প শোনার নেশা পেয়ে বস্‌চে। কিছুদিন সেটা একেবারে ভুলে গিয়েছিল। আজকাল জয়জির সঙ্গে বন্ধুত্ব করেই দিন কাটাচ্চে।

গবা রামানন্দবাবুর ঘরে আশ্রয় নিয়ে বেশ আনন্দে আছে।

ওকে দিয়ে আমি অনেক কাজ পাই। এণ্ড্রুজ সেই অবধি অদৃশ্য। একটা পালাবার ছুতোয় ছিল— সুবিধে পেয়ে বেঁচে গেচে গুরুদয়াল আমার ইংরেজি চিঠি লেখা এবং অন্যান্য অনেক কাজ চালিয়ে দিচ্চে। তাতে ভারি সুবিধে হয়েচে। আমার নীলমণির কোনোপ্রকার পরিবর্ত্তন হয়নি— নতুন কোনো চিন্তার বিষয় উপস্থিত হলেই সকরুণভাবে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে— অত্যন্ত শোকাবহ রকমের চেহারা হয়। সে তার মীরাদিদিকে বিজয়ার প্রণাম পাঠাচ্চে। ইতি ১৩ আশ্বিন ১৩৩:

বাবা

মীরু

তুই হঠাৎ মনে করতে পারিস আমি বুঝি জাহাজে চড়ে বসেছি। এখনো সময় হয়নি। জাহাজের একটা চিঠির কাগজ হঠাৎ হাতে ঠেকল তাই এটার ব্যর্থতা দূর করবার জন্যে ব্যবহারে লাগাচ্চি।

আমেদাবাদে পোঁচেছিস— সেখানে গুজরাটি খাবারের দিকে দৃষ্টি দিস্‌নে যেন। বুড়ি যদি তার প্রতি মনোযোগ দেয় তাহলে বেশ একটু ভারি হয়ে আসবে কেননা ওদের রান্নায় ঘিয়ের খুব প্রাদুর্ভাব আছে। আমাদের এখানে গরম আর নেই। তার উপরে মেঘ করে আজ খুব কষে পূবে হাওয়া লাগিয়েচে। কিছুদিন আকাশের শুকনো মূর্ত্তি দেখে আমি নিশ্চিন্ত মনে লেখবার পড়বার সরঞ্জাম টেনেটুনে গুছিয়ে নিয়ে বসেছিলুম। যদি বৃষ্টি নামে তাহলে আবার পাৎতাড়ি গুটিয়ে সেই কোণের ঘরটাতে দৌড় মারতে হবে। বেশ বুঝতে পারচি নতুন বারান্দায় বৃষ্টির ঝাপটা যথোচিত নিবারণ করতে পারবে না।

সত্যকে সুপ্রকাশের ঠিকানায় চিঠি লিখ্‌লেই সে পাবে। সুপ্রকাশ হচ্চে Curator, Baroda Museum সেখানে তাকে খুঁজে পাওয়া খুব সহজ। স্কুল বন্ধ, বুড়ি নেই, পুপে

আজকাল একমাত্র জায়জিকে নিয়ে দিনযাপন করচে। আমার কাছে সকালে সন্ধ্যায় দুটো করে গল্প দাবী করে— সকালে বাঘের গল্প, রাত্রে শিউলি ফুলের। শ্রীমতীর মাকে আমার নমস্কার জানাস। আর শীতের সময় আশ্রমে আসবার জন্যে তাঁকে নিমন্ত্রণ দিস— অভয় দিস দস্যুবৃত্তির চেষ্টা করব না। ইতি [আশ্বিন ?] ১৩৩২

বাবা

মীরু

ভেবেছিলুম পথের গরম ও কষ্টে ক্লান্তি বাড়বে। কিন্তু প্রথমত পথের অধিকাংশই মাঝারি গোছের ঠাণ্ডা ছিল, অনেকদূর পর্য্যন্ত মেঘ বৃষ্টি পেয়েছি। বম্বাইয়ের কাছাকাছি এসে খুব গরম হয়েছিল তাছাড়া ট্রেন এক ঘণ্টা হয়েচে লেট্। সমস্ত পথটাই একলা বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে কাটিয়েছি। বোলপুরে যতটা ক্লান্তি ছিল সেটাও পথের মধ্যে কেটে গেছে— দুদিন সম্পূর্ণ চুপ করে পড়ে থাকা আমার পক্ষে চিকিৎসার মত কাজ করেচে। অথচ ওরই মধ্যে একটা কবিতাও লিখেছি— ট্রেনের ঝাঁকানিতে লেখা সহজ নয়।

আজ আর একটু পরেই জাহাজে উঠবো। লীলমণি এখান থেকে আমাদের বিছানাপত্র নিয়ে বোলপুরে ফিরবে— আশা করি পথের মধ্যে সে হারিয়ে যাবে না। আমার সেই মধুমালতী এতদিন আমার উচ্ছিষ্টে পুষ্ট হয়েছে এখন থেকে তোর স্নানের জলে তাকে ঠাণ্ডা করতে ভুলিসনে। দিনের মধ্যে চারবার করে তার জলপান বরাদ্দ ছিল। আমার ঘরের সামনের রাস্তার দুধারে বর্ষার সময়ে নীম শিরিষ প্রভৃতি গাছ লাগাতে বলিস, দুই একটা কাঁঠাল লাগালে দোষ নেই— তাছাড়া বাতাবি লেবু।

মন্দিরের যে লোহার চূড়ো ভেঙে ফেলা হয়েছে সেটা আমার বাগানের এক কোণে রেখে তার উপরে ঝুমকোলতা চড়িয়ে দিস্।

আশ্রম বোধ হয় আরো খালি হয়ে গেছে। যে কয়জন বাকি আছে আমার আশীর্ব্বাদ জানাস্। নুটু যেন ইতিমধ্যে আমার নতুন গানগুলো ভুলে না যায়। আমার বাড়ির ছাতের উপরে তোরা তোদের রাত কাটাবার ব্যবস্থা করিসনে কেন? পুপে ভয়ে ভয়ে রথী বৌমাকে আঁকড়ে আছে— পাছে তাকে ফেলে চলে যায় এ আশঙ্কা তার কিছুতে ঘোচে না। ১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩

বাবা

[৪৮]

মীরু,

আমার শরীর বেশ ভালোই আছে। পুপেরও স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েচে।

কাল অর্দ্ধেক রাত্রে এডেনে পৌঁছব— সেখান থেকে এ চিঠি ডাকে রওনা হবে। সমুদ্র শান্ত আছে।

পশ্চিমদিকে আমার যে নতুন ঘর হয়েছে তাতে মস্ত একটা ভুল হয়ে গেচে— বীরেনকে ডেকে বলে দিস্। ঘরে অকারণে দুটো সিঁড়ি করা হয়েচে। পশ্চিম দিকের সিঁড়ি রেখে অন্য সিঁড়িটা ভেঙে দিয়ে সেখানে একটা চ্যাপটা প্যারাপেট বানাতে হবে, যাতে তার উপরে বসা বা জিনিষপত্র রাখা যেতে পারে। বর্ষার সময়ে বাড়ির সামনে পূবদিকে যাতে বীথিকাটা সম্পূর্ণ হয় তা বলে দিস। অন্য গাছের সঙ্গে মহুয়া ও ছাতিম লাগালে ভাল হয়। বর্ষা ঘন হলে কাসাহারাকে দিয়ে আশ্রম থেকে গোটা কয়েক বড় গাছ তুলিয়ে আনলে খুসি হব। কলকাতায় কাসাহারা জগদীশের বাগানে এমনি বড় গাছ লাগিয়ে ছিল। প্রণালীটা ছেলেদের পক্ষে একটা শিক্ষার বিষয় হবে। আসবার সময় বীরেন বলেছিল শীঘ্রই তোর বাড়ি তৈরিতে হাত দেবে। হয় ত এতদিনে আরম্ভ হয়েচে—যদি শুনি হয়নি আশ্চর্য্য হব না।

পঞ্চবটির কাছাকাছি বর্ষার সময় বড় বড় গাছের বীজ বেশি করে যেখানে সেখানে পুঁতে দিস্। তার কিছু হবে কিছু মরবে। ভবিষ্যতে একদিন ঐ উত্তর পশ্চিম কোণে একটা বন হয়ে ওঠে এই আমার ইচ্ছা। আমার কোণার্ক. বাড়ির সেই নীলমণি লতার বিপরীত দিক্ যে শ্বেতমণি লতাটা বেড়ে উঠে আশ্রয় খুঁজচে তার জন্যে জড়িয়ে ওঠবার একটা ভালো ব্যবস্থা করে দিতে বলে দিস্—আর মধুমালতীর ঊর্দ্ধগতির জন্যে যে তিন তাল খাড়া হয়েছে তার তিনটে ঢালু চালের বাঁখারির জাফরি করে না দিলে তার উপর দিয়ে লতা উঠতে পারবে না। সুরেনকে ডেকে এ সম্বন্ধে পরামর্শ করিস।

সন্তোষ কি আশ্রমে আছে না পালিয়েচে? তাকে একটা লম্বা চিঠি লিখে দিলুম।

বুড়ির বন্ধুবান্ধবেরা সব চলে গিয়ে বোধ হয় একলা ঠেকচে। ওখানে খুব কি গরম পড়েচে। আমার মনে হচ্চে এবার সমস্ত গর্মি ভোর মাঝে মাঝে বৃষ্টি পাবি— তেমনি বেশি গরম হবে না। সমুদ্রেও আমরা দুদিন বৃষ্টি পেয়েচি। রীতিমত গরম বটে কিন্তু দিনরাত হু হু করে হাওয়া দিচ্চে— বিশেষত আমার ক্যাবিনটা একেবারে জাহাজের সামনেই বলে কখনো হাওয়ার অভাব হয় না। মরিসের কি অবস্থা? এই অবকাশে সে যদি বাইসীক্‌ল্ চড়তে ভালো করে শিখে নেয় তাহলে অনেক কাজে লাগবে। সে আমার বাক্স বোঝাই করে একরাশ আমার সেই ফিলজফিকাল কনগ্রেসের বক্তৃতার চটি ঠেসে দিয়েচে—

না দিয়েচে চিঠির কাগজ, না দিয়েচে একটা ব্লটিংয়ের কিছু। কলমগুলো থেকে হঠাৎ মোটা মোটা ফোঁটা কালী পড়ে যাচ্ছে, হতাশ হয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকচি— অথচ তার হাতে স্বয়ং একটা ব্লটিং বুক দিয়েছিলুম। যারা নিজের কাজ নিজে করে না তাদের এই তুর্গতি। ঐ বক্তৃতার প্যাম্‌ফ্লেট্‌গুলো দেখি আর সমুদ্রে টান মেরে ফেলে দিতে ইচ্ছে করে। ইতি ১৯ মে ১৯২৬

বাবা

[৪৯]

Marittima Italiana

Genova,

S/S Aquileja

মীরু

কাল ডাঙায় পৌঁছব। তার পর থেকে অনন্ত গোলমাল। এ কয়দিন চুপচাপ ছিলুম—যদিও লেখার অন্ত ছিল না— একটা লেকচার শেষ করেছি। পথে দিন দুই খুব গরম ছিল— এখন মধ্যধরণী সাগরে তেমনি রীতিমত ঠাণ্ডা। রোহিত সমুদ্রের গরমের সঙ্গে খানিকটা মিশিয়ে নিলে বেশ উপভোগ্য হতে পারত। এখন জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি— আজ ঠিক ১৫ই। তোদের ওখানে রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করচে আর তোরা গরমে ছটফট করছিস্— সে কথা কল্পনা করাও শক্ত। পর্শু লাবুর বিয়ের দিনে তাকে স্মরণ করে একটা কবিতা লিখেচি— কাল ডাকে দেব— সে খুব খুসি হবে। সে হয়ত তখন রেঙ্গুনে পাড়ি দিয়েচে।

আমার চিঠি পত্র আর পাবিনে। গোলমালের ভিতরে লিখ্‌তে ইচ্ছে করে না। বৌমারা লিখ্‌তে পার্‌বেন— কারণ উপদ্রব সব আমার উপর দিয়েই যাবে— তাঁরা স্বচ্ছন্দ মনে আরামে থাক্‌বেন।

লালমণি (মরিস্) বোধ হয় আশ্রমে আছে। তার কাছ থেকে সব খবর পাওয়া যাবে। তাকে খাইয়ে দাইয়ে মোটা করে রাখিস্— আর খাবার হজম করবার জন্যে— বাইসিক্ল্ অভ্যেস্ করতে বলিস্। ইতি ২৯ মে ১৯২৬

বাবা

মীরু

পনের দিন রোমে কাটিয়েছি। আজ যাচ্চি ফ্লরেন্সে। খুব ধূমধাম আদর অভ্যর্থনা হয়েছে। তার বিস্তারিত বর্ণনা কর্‌বার সখ আমার নেই। সমাদরের সমুদ্রমন্থন বললেই হয়— হয়ত অন্য কারো চিঠি থেকে কিছু শুনতে পাবি। এতে বিশ্রাম পাবার কোনো সম্ভাবনা নেই— আরো ৭।৮ দিন ইটালিতে কাটাতে হবে— সব জায়গাতেই এই রকম গোলমাল চল্‌বে তার পরে দিন আষ্টেক থাকব সুইজারল্যাণ্ডে। ১৫ সেপ্টেম্বরের জাহাজে ভারতবর্ষে ফেরা স্থির হয়ে গেছে— অর্থাৎ কার্ত্তিকমাসে পৌঁছব— ১ অক্টোবরের কাছাকাছি। তোদের ওখানে এতদিনে আষাঢ়ের বর্ষা নেবেচে। মনটা বলাকার মত সেইদিকে পাখা মেলেচে। কিন্তু পৌঁছব যখন, তখন শিউলি ফুলের পালা— মালতীরও পরিশিষ্ট দেখতে পাব। ইতিমধ্যে আমার মধুমঞ্জরীর হয়ত বর্ষাধারায় শ্রীবৃদ্ধি হবে। তুই এখন হয়ত দার্জ্জিলিঙে। পুপে খুব ফূর্ত্তিতে আছে। সেই ডেনিশ মেয়েকে পাওয়া গেছে— তাকে ও ভারি ভালবাসে একমুহূর্ত্ত ছাড়তে চায় না। প্রশান্ত রাণীরাও এখানে এসে জুটেচে। গোরা রোমেই থেকে যাবে, এখানেই তার পড়াশুনা চল্‌তে পার্‌বে। ১৪ জুন ১৯২৬

বাবা

১১]

Hotel Bristol
Wien

রথী

তোদের অব্যবস্থার কথা শুনে অবধি দেশে যাবার জন্যে মনটা চঞ্চল হয়ে উঠেচে। সেপ্টেম্বরে যাত্রা করবার জন্যে জাহাজও ঠিক করেছিলুম। কিন্তু ভিয়েনার একজন বড় ডাক্তার আমার চিকিৎসার ভার নিতে চান— সমস্ত অক্টোবর মাসটা লাগবে চিকিৎসা শেষ হতে। যদি ঠিকমত লাগে তাহলে আমার শরীর সম্পূর্ণ নতুন হয়ে উঠবে এই রকম এরা আশ্বাস দিচ্চে। এতদূরে যখন এসেইছি তখন এইটুকুর জন্যে পরীক্ষা শেষ না করে যাওয়া ঠিক নয়। অতএব নভেম্বরের মাঝামাঝি দেশে যেমন করে হোক পৌঁছনো যাবে। এখানে চারিদিকেই খুব আদর যত্ন পাচ্চি, এত অত্যন্ত বেশি যে, কারণ বুঝে ওঠা আমার পক্ষে কঠিন। কিন্তু ব্যাপারটা যে অকৃত্রিম তার কোনো সন্দেহ নেই। এই সমস্ত দেখে শুনে মনে হয় যে যদি প্রতি বৎসরে গরমের ছটা মাস এখানে কাটিয়ে ঠাণ্ডার ছ'টা মাস দেশে থাকি তাহলে এখানে অনেক কাজও করতে পারি শরীরও ভাল থাকে।

পুপুকে নিয়ে বৌমা প্যারিসে আঁদ্রেদের বাড়িতে আছেন।

পুপে সেখানে খুব ফূর্ত্তিতেই আছে। ফরাসী ভাষায় আলাপ স্নুরু করে দিয়েছে। আমাদের দলের সঙ্গে রাণী আছে। ডাক্তার তাকে নানাবিধ পরীক্ষা করে কোথাও কোনো গলদ খুঁজে পাচ্চে না। আশা করচে কিছুদিন সুইজারল্যাণ্ডের মত স্বাস্থ্যকর জায়গায় থাকলে ওর শরীর শুধ্‌রে উঠতে পারবে। এবারে দেশের খবর যা পাচ্চি তাতে বোধ হচ্চে বৃষ্টির খুব অভাব, গরমের খুব প্রাদুর্ভাব, ওদিকে হিন্দুতে মুসলমানে খুব চোখ রাঙারাঙি চলচে। "আমার জন্মভূমি"তে মানুষের টেকা দায় হয়ে উঠলো। এদের দেশেও যে লোকে সুখে আছে তা নয়। নানা মতের নানা দলের লোক তাল ঠুকে বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্চে। যে যুদ্ধটা হয়ে গেল তার থেকে স্থায়ী কোনো শিক্ষা হয়েচে এমন তো বোঝা যায় না— আবার একটা যুদ্ধ বাধলে এরা আবার রক্তে ধরাতল রাঙা করে তুলতে রাজি আছে।

এখনকার মত কালই ভিয়েনার থেকে বিদায় নেব। আবার অক্টোবরের গোড়ায় ফিরে আসতে হবে। ইতিমধ্যে দিনগুলো একরকম করে কেটে যাবে। ইতি জুলাই ২১, ১৯২৬

বাবা

[শান্তিনিকেতন
মাঘ (?) ১৩৩৩]

মীরু

তোর চিঠি পেয়ে নিশ্চিন্ত হলুম। অসিতের বৃহৎ ঘরের এক প্রান্তে যদি তোর একটি কোণ ঠিক করে নিতে পারিস তাহলে বোধ হয় কিছুদিন চলে যেতে পারে। তারপরে আমি ফেব্রুয়ারী নাগাদ এক সময় গিয়ে তোদের সন্নিধানে উপস্থিত হয়ে যথাকর্ত্তব্য স্থির করব। ভরতপুরের মহারাজের কাছ থেকে নিমন্ত্রণ পেয়েছি— ফেব্রুয়ারীর শেষ সপ্তাহে— যাওয়া স্থির— খুব সম্ভব লক্ষ্ণৌ যাওয়া সহজ হবে। এখানে নটীর পূজার তালিম চলচে। আজ গৌরী এবং সম্ভবত স্বরূপা আসবে।

নুটুর জন্যে বড় উদ্বিগ্ন আছি। ওর যে রকম শরীর ওকে কিছুদিন লক্ষ্ণৌয়ে যদি তোর কাছে আনিয়ে নিতে পারিস তাহলে ভালো হয়। সেখানে ভাটখণ্ডের কাছ থেকে গানও শিখতে পারে। রেখার বিয়ে ২৩শে তার হাঙ্গামা চুকুক্— ফাল্গুনের গোড়াতেই যদি ওকে সেখানে ডাক দিস্ তো ছুটির ব্যবস্থা করে দেব। জয়ার বিবাহ ২৪শে। আমার পক্ষে বড় মুস্কিল। এখানে কাজ সেরেই কলকাতায় দৌড়তে হবে। অসিতকে আশীর্ব্বাদ জানাস্।

বাবা

মীরু

তুই ঘুরে বেড়াচ্চিস সে খবর পেয়েচি। আমি তোকে দিল্লির ঠিকানায় চিঠি লিখেচি। আমার ভরতপুরে যাওয়া এবার ঘটল না।...ফাল্গুনী অভিনয়ের রিহার্সল বসিয়ে ছিলুম কিন্তু এখানকার বাঙালদের কাছে হার মানতে হল। একেবারে অচল। অতএব ওটা স্থগিত রইল।

ঝুণু তোর সেই কুটীরেই আছে। তার শরীর মোটের উপর অনেকটা ভাল হয়েচে— কিন্তু অল্প একটু জ্বরের উপসর্গ এখনো ছাড়েনি।

বিশ্রী বাদল পড়েছে— আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন, ঠাণ্ডা পূবে হাওয়ায় শরীর কাঁপিয়ে তুলেচে। এবার জয়ার বিবাহের একটু আগেই হঠাৎ মেঘ করে খানিকটা বৃষ্টি হয়ে গেল। বিবাহ সভা সাজানো হয়েছিল খোলা মাঠে। সৌভাগ্যক্রমে ঠিক বিয়ের সময়টাতে কোনো উৎপাত হয় নি। রেখা শ্বশুর বাড়ি থেকে এসেচে। আবার দুতিন দিনের মধ্যেই ফিরবে। খুব ফূর্ত্তিতে আছে। শ্বশুর বাড়িতে ফিরে যাবার জন্যে ষোলো আনা আগ্রহ। বেশ একটু মোটাসোটা হয়েচে।

নুটু মোটের উপর ভালোই আছে জ্বর নেই। এখন বোধ হয় ও কোথাও নড়বে না। গর্ম্মির ছুটীতে যদি পুরীতে যায় ত তার সুযোগ ঘটতেও পারে।

তোর চিঠিতে আবুর বর্ণনা শুনে লোভ হয়। দেখি যদি আমেদাবাদে অর্থ সংগ্রহের প্রত্যাশায় যাই তবে একবার ওদিকটা ঘুরে আসতেও পারি। কিন্তু ভিক্ষের ঝুলি হাতে আর ঘুরতে ইচ্ছে করে না। তুই যতদিন খুসি দেশ দেখে বেড়াস— তোর ভালো লাগচে জানলেই আমি খুসি থাকব। ইতি ১০ ফাল্গুন ১৩৩৩

বাবা

মীরু

তোর জন্যে আমার মন দুশ্চিন্তায় পীড়িত হয়ে আছে। রোজ ভাবি একখানা চিঠি আসবে, কোথায় আছিস্ কেমন আছিস্ জান্‌তে পাব। বৌমাদের জিজ্ঞাসা করেও কোনো সন্ধান পাইনে। তোরা নিজের ইচ্ছেমত থাকিস আমি সাধারণত কখনো জিজ্ঞাসা করিনে। যদি জানতুম একটা কোনো ব্যবস্থার মধ্যে স্থির হয়েছিস্ তাহলে আমার চুপ করে থাক্‌ত। সংসারে স্নেহ করলেও সুখী করবার ক্ষমতা কারো নেই। দুঃখ ভোগ সকলেরই ভাগ্যে আছে। মনকে সেই দুঃখের উপর নিয়ে যাওয়া ছাড়া আর উপায় নেই। আপনার মধ্যে যে মানুষটা দুঃখ পায় তাকে দূরে বাইরে সরিয়ে রাখার অভ্যাস করতে হয়। কেন না সে তো ছায়া, আজ আছে কাল নেই— তার সুখ দুঃখের বোঝা নিয়ে ফেনার মত কালের স্রোতে ভেসে যায়, কিছুদিনের পরে তার চিহ্নও দেখা যায় না। নিজের গভীর অন্তরে ধ্রুব শান্তির জায়গা আছে সেইখানে আমাদের সত্তা আছে যা চিরকালের, যা সংসারের জন্ম মৃত্যু, মিলন বিচ্ছেদ,

লাভ ক্ষতি সকলেরই অতীত। সেইখানে আসন নিতে পারলেই মানুষ বাঁচে, সংসারের বাঁচা বাঁচাই নয়।

ভরতপুরে যাব না স্থির করেছিলুম। কিন্তু যখন কথা দিয়েছি তখন কোনোমতে কথা রক্ষা করা চাই। তাই স্থির করেছি ১৫ই মার্চ্চে রওনা হয়ে আগ্রা দিয়ে যাব। কাছাকাছি তুই কোথাও আছিস জানতে পারলে তোকে দেখে যেতে চাই। ভরতপুরের কাজ সেরে অর্থ সংগ্রহের জন্যে আমেদাবাদ প্রভৃতি দুই এক জায়গায় যেতে হবে। এ কাজটা আমার শরীর মনের পক্ষে অনুকূল নয়— কিন্তু এই দুঃখটাকে এড়াবার জো নেই।

কিছুদিন আগে আমার ডান হাতের আঙুলটায় আঘাত লেগে কিছুকাল আমার লেখা বন্ধ ছিল। কাল থেকে আঙুলটা মুক্তি পেয়েছে— তাই চিঠি লিখতে পারছি।

ফাল্গুনের শেযাশেষি, কিন্তু মেঘ করে এমন প্রবল শীতের হাওয়া চলচে যে ঘোর শীতের সময়েও এমন হয়নি। ক্ষণে ক্ষণে টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়চে। গরম কাপড় জড়িয়ে ঘর বন্ধ করে বসে থাকতে হয়। পশ্চিমে এখন কি রকম কে জানে, গরম কাপড় নিয়ে যেতে হবে কিনা ভেবে পাচ্চিনে। এবার আমার সঙ্গে প্রভাতকুমার যাবে, কারণ, ভিক্ষা করা সম্বন্ধে সে নির্লজ্জ।

মেয়েরা আগামী দোল পূর্ণিমায় কিছু নাচ গান করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েচে। দিনু তাদের নিয়ে রিহার্সল চালাচ্চে। ঝুনু এখনো আছে। মোটের উপরে ভালোই ছিল— এই দুর্যোগে

ভিজে হাওয়ায় কেমন থাকে বলা যায় না। এপ্রিল মাসে পাহাড়ের দিকে যাবে কল্পনা করচে।

আন্দাজে দিল্লিতে তোকে চিঠি লিখে দিচ্চি। যদি নাও থাকিস্ আশা করি নিশিকান্ত তোর ঠিকানা জানে। ইতি ১১ মার্চ্চ ১৯২৭

বাবা

[শান্তিনিকেতন
চৈত্র ১৩৩৩]

ভরতপুর থেকে টেলিগ্রাম এলো তাদের দিন পিছিয়েছে। ২৯শে মার্চ্চ। এখান থেকে ২৫শে ছেড়ে আগ্রায় ২৭শে পৌঁছব। সেখানে তুই যদি আসতে পারিস বেশ হবে। আর একবার ঠিকমত খবর দেব। ভরতপুরের অবস্থাটা ঠিক বুঝতে পারচিনে। দোল পূর্ণিমার পরদিনে এখানে মেয়েরা বসন্ত উৎসব করবে। তারিজন্যে গান রচনা ও নাচ শেখানোর ব্যাপার চলচে। শ্রীমতীর খুব উৎসাহ। ফাল্গুনের প্রায় শেষ পর্য্যন্ত এখানে রীতিমত শীত ছিল— এমন কি শীতকালের চেয়ে বেশি শীত। হঠাৎ বেশ গরম পড়েচে। চৈত্রে যদি গরম পড়ে দেবতাকে দোষ দেওয়া যায় না। বুনু এখানে এসে ভালোই আছে। মনে করচে লক্ষ্ণৌ যাবে— তারপরে সেখানে থেকে ডাক্তার দেখিয়ে পরামর্শ নিয়ে ভাওয়ালি যাবার সঙ্কল্প করেচে। পশ্চিমে এখন কতটা গরম পড়েচে তাই ভাবচি।

বাবা

[৫৬] [শান্তিনিকেতন

দোলপূর্ণিমা, চৈত্র, ১৩৩৩]

মীরু

আজ দোলের দিনে এখানকার ছেলে মেয়েরা গোলমাল করে বেড়াচ্চে। তুই নেই আমার একটুও ভালো লাগচে না— মনের মধ্যে যেন ভার চেপে আছে।

আজ কলকাতা থেকে অনেক লোক আস্‌বে কেউ বিদেশী কেউ স্বদেশী তাদের নিয়ে আলাপ আলোচনা করতে হবে—মনে করে ভয় হচ্চে। আমার ইচ্ছে করে কিছুকাল সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে নির্জ্জনে গিয়ে নিজের সঙ্গে নিজে স্থিরভাবে আলাপ করি— নইলে যে সত্যের মধ্যে শান্তি, গোলেমালে তার স্পর্শ হারিয়ে ফেলি। যখনি একটু স্থির হয়ে বসবার সময় পাই তখনই মনের ভিতরে আশ্রয় মেলে। কথা আছে ২৫শে মার্চ্চ এখান থেকে রওনা হয়ে ২৭শে ভরতপুরে পৌঁছব— কিন্তু এখনো ওদের শেষ চিঠি হাতে পাইনি।

বাবা

মীরু

অনেকদিন পরে তোর চিঠি পেয়ে খুসি হলুম। এখানে হাওয়া বদল হয়েচে সন্দেহ নেই কিন্তু তার ফল আনন্দজনক হয়নি। আমি পড়েছিলুম। সেরেচি। তারপর পুপে। দুতিনবার জ্বর হল। ডাক্তার ভাবচে কৃমি। যাই হোক হাওয়া বদল না করলে এর চেয়ে বিশেষ খারাপ হোত না। শান্তিনিকেতনে ঝড় বৃষ্টি থেকে থেকে হচ্চে শুনে অবধি বদল ভাঙতে ইচ্ছে করচে।

নুটু কি জয়পুরে চলে গেল? এই প্রচণ্ড গরমে সেখানে ওর কী উপকার হবে। হাওয়া বদল হবে, অর্থাৎ সহনীয় হাওয়া থেকে অসহনীয় হাওয়ার বদল। তাকে কেন ওয়াল্টারে নিয়ে গেলিনে? সেখানে সমুদ্রের হাওয়ায় নিশ্চয় ওর উপকার হত। জষ্টিমাসে রাজপুতানার মরুভূমিতে বেড়াতে যাওয়ার মধ্যে ওরিজিনালিটি আছে।

এখানে দিনু কমলরা লাবান খুব সরগরম রেখেচে। চেষ্টা করচে একদল ছেলে নিয়ে চিরকুমার সভা করবে— উপাদেয় হবে বলে বোধ হচ্চে না। ইতি ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪

বাবা

|৫৮|

পিনাঙ

[১৪ অগস্ট ১৯২৭]

মীরু

মালয় উপদ্বীপের শেষ বক্তৃতা আজ বিকেলে সমাধা হলে এখান থেকে ছুটি পাব—তারপরে কাল বিকেলে জাহাজে চড়ে চলব জাভায়। দেশটা বেজায় গরম— অথচ ইলেক্‌ট্রিক পাখা কেন যে চলে না আজ পর্য্যন্ত বুঝতে পার্‌লুম না। গবর্ণরের বাড়িতে যখন ছিলুম একটা টেবিল পাখা চালিয়ে প্রাণরক্ষা করা যেত। এখানে সামনে সমুদ্র অথচ বাতাস প্রায়ই পাওয়া যায় না। সর্ব্বদা একটা হাত পাখা সঞ্চালন করা যাচ্চে। এদিকে একজন সামান্য লোকের বাড়িতেও অন্তত একটা মোটর গাড়ি আছে। বোধ হয় মোটর গাড়ী চালিয়ে এরা হাওয়া খায়— তার চেয়ে পাখা চালানো অনেক শস্তা। পাখা না থাকুক, এখানকার লোকেরা খুব উঠে পড়ে যত্ন করচে। গলায় মালা দিচ্চে, স্তুতিবাদ করচে, বক্তৃতা শুনচে, হাততালি চালাচ্চে, সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু টাকাও দিচ্চে। মাঝে মাঝে এখানে তামিল কারি খেতে হয়েছে—স্পষ্টই বোঝা গেছে, যে-দ্বীপে লঙ্কাকাণ্ড হয়েছিল এরা তার খুব কাছেই থাকে। সৌভাগ্যক্রমে চীনেরা তাদের খাওয়া দাওয়ার জন্যে ধরাধরি করেনি। তা না

হলে হাঙরের পাখনা, দুশো বছরের পুরোনো ডিম, পাখীর বাসা প্রভৃতি খেয়ে তারপরে সেগুলোকে অন্তত তখনকার মত পেটের মধ্যে ধরে রাখবার চেষ্টা করতে হত। আজ ১৪ই অগস্ট। বোধ হয় ভাদ্রমাসের সুরু, তোদের ওখানেও যথেষ্ট গুমোট পড়ে থাকবে। কিন্তু শিউলির গন্ধে বোধ হয় আকাশ ভরা— মালতীরও অভাব নেই। এখানে ফুল বড়ো একটা চোখে পড়ে না— গাছ অনেক, ফলও যথেষ্ট পাওয়া যায়। পাখী কেন যে এত কম তা বোঝা যায় না। কদাচিৎ দোয়েল দেখা যায়। কাক নেই, কোকিল নেই। ডুরিয়ান বলে কাঁঠালের মত ফল আছে, তার দুর্গন্ধ জগদ্বিখ্যাত। সাহস করে খেয়ে দেখেচি। যারা এ ফল ভালোবাসে তারা বলে এই ফল ফলের রাজা। বিশ্বভুবনে আম থাকতে এমন কথা যারা বলে তাদের জেলে দেওয়া উচিত। এখানে একদল বাঙালীর সঙ্গে আলাপ হয়ে গেছে। তারা বেশ ব্যবসা জমিয়েছে। সবাই বলে এদেশে টাকা করা খুব সহজ।

তুই এখন কোথায় আছিস ? তোর নতুন বাড়িতে কি গুছিয়ে নিয়েছিস ? এখন বর্ষায় মাটিতে রস আছে, বাড়ির চারদিকে বাগান করতে চাস তো গাছ লাগাবার এই সময়। আমার কোণার্কের গাছগুলোর অবস্থা কি রকম ? তাদের জন্যে মনটাতে টান পড়ে। অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে আছি।

বাবা

মীরু

আজ বিকেলে যাব। কদিন বড়ো লোকের ভিড়ে, কাজের ভিড়ে কেটেচে। জন্মদিনের দিন সমস্তক্ষণ গোলমাল গেছে। সভায় গান বাজনা প্রভৃতি নানা কাণ্ড হোলো। এখন পালাতে পারলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। রানী প্রশান্ত মাদ্রাজ পর্য্যন্ত যাবে। তারপর থেকে আরিয়াম আমার সঙ্গী। রানীদের বৃথা কষ্ট দিতে হোলো।

মেঘ করে আছে। তোদের ওখানে আশা করি একটু আধটু পাচ্চিস্। রানীরা ফিরে এলে সব খবর পাবি বর্ষার ধারা নামলে তোর বাগানে ফলের গাছ লাগাস্। আম, লিচু, কাঁঠাল, পেয়ারা ইত্যাদি— কুয়োর ধারে কলা। বড় ব্যস্ত আছি। আশীর্ব্বাদ ইতি ২৮ বৈশাখ ১৩৩৫

বাবা

Messageries
Maritimes.

মীরু

জাহাজ এসে পৌঁছিল কলম্বোয়। Andrews যেদিন সকাল বেলায় এই জাহাজের ক্যাবিন্ প্রভৃতি দেখে এলেন আমাকে জড়িয়ে ধরিয়ে প্রায় নৃত্য আর কি। এমন চমৎকার ক্যাবিন মেলা ভার বলে খুব উৎসাহ দিলেন। নিজে গেলেন ট্রেনে চড়ে সিংহলে। আমরা উঠে এসে দেখি, ক্যাবিনের সঙ্গে প্রাইভেট বাথরুম প্রভৃতি নেইই। সরকারী জায়গা কেবলমাত্র একটি। প্রায়ই খোলা পাওয়া যায় না, তারপরে আবার নোংরা এ জাহাজে আর তিন হপ্তা কাটালে শরীর বলে কোনো বালাই অবশিষ্ট থাকবে না। কলম্বোতে নেবে এ জাহাজে ফিরব না। শুনচি হপ্তাখানেকের মধ্যে আর একটা ভালো জাহাজ পাওয়া যেতে পারে। যদি পাই তো পাড়ি দেব, যদি না পাই তবে এ যাত্রাটা এইখানেই সংক্ষিপ্ত করতে হবে। এত বার বার বাধা পূর্ব্বে কখনো হয়নি। স্থির করেছি এবার ফিরে গিয়ে অরবিন্দ ঘোষের মতো সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্নতা অবলম্বন করব— কেবল প্রতি বুধবারে সাধারণকে দর্শন দেব— বাকি ছয়দিন চুপচাপ নিজের নিঃশব্দ নির্জ্জন শান্তি অবলম্বন করে

গভীরের মধ্যে তলিয়ে থাকব। অরবিন্দকে দেখে আমার ভারি ভাল লাগল— বেশ বুঝতে পারলুম নিজেকে ঠিক মত পাবার এই ঠিক উপায়। তোরা কোথায় আছিস্ কে জানে? শান্তিনিকেতনের বর্ত্তমান অবস্থা কি? তোর গাছপালার উন্নতি কতদূর হোলো। জাহাজ বন্দরে এসেচে। এখানে ঘাট নেই। অতএব ছোট ষ্টীম বোটে করে ডাঙার উঠ্‌তে হবে।

পণ্ডিচেরীতেও এই অবস্থা— আমাকে যে ভাবে জাহাজ থেকে ওঠা নামা করেছিল তাতে মর্য্যাদা রক্ষা হয় না— তার বিবরণ পরে দেব। ইতি ৩০ মে ১৯২৮

বাবা

[Woodbrooke
Birmingham]

কল্যাণীয়াসু,

মীরু, বক্তৃতা ইত্যাদি নানা কাণ্ড কারখানা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত আছি। তার বিস্তারিত বিবরণ লেখা আমার দ্বারা ঘটে ওঠে না। মোটের উপরে বলা যায় ছবি এবং বক্তৃতা দুটোই উৎরে গেছে। আমি আছি এই সব ব্যাপারে এখানে ওখানে— রথীরা আছে অন্যত্র স্থির হয়ে। তার শরীর ভালোই আছে।

জ্যৈষ্ঠমাসের খরা তোর ফুলবাগানে কি রকম দৌরাত্ম্য করচে এখানে তা আন্দাজ করা কঠিন। কেননা এখানে মাঠে ঘাটে অজস্র ফুল—ঠেসাঠেসি ভিড়। সমস্ত দেশের যেন ফুলশয্যা। এখানে প্রকৃতির লাবণ্য আর তোদের ওখানে পোলিটিকাল লাবণ্য দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ বিস্তর।

হৈমন্তীর একটি মেয়ে হয়েচে নিশ্চয় খবর পেয়েছিস্। তার নাম রেখেচে সেমন্তী। অর্থাৎ সেঁওতি ফুল। কিন্তু সেঁওতিফুল যে কী পদার্থ তা জানিনে।

অক্সফোর্ডে শ্রীমতীর ভাইকে দেখলুম। শ্রীমতীর অসুখ হয়ে কোন্ এক জায়গায় আছে। তার মা তার কাছে এসেচে। কোথায় আছে ঠিক খবর পেলুম না।

এখানকার বসন্ত এবার বাতুলে অনেকদিন পরে আজ একটু ভদ্র রকমের রোদ্দুর উঠেচে।

তোদের ওখানে আষাঢ় তো আসন্ন। আকাশের ভাবগতিক কী রকম? আমার কঙ্কর কুঞ্জের প্রতি কখনো দৃষ্টিপাত করিস্ কি? ইতি ২৭ মে ১৯৩০

বাবা

কল্যাণীয়াসু

মীরু তোর চিঠি থেকে শান্তিনিকেতনের পাশ্চাত্য পাড়ার খবর কিছু কিছু পাওয়া গেল। ঐ পাড়ার উপর বিশ্বভারতীর ঝাঁটা বোলাবার প্রস্তাব করে পাঠাতে হবে। কেননা এখন থেকে এখানকার অনেক ছেলে মেয়ে ওখানে প্রতি বৎসর যাবে তার ব্যবস্থা হচ্ছে অতএব আবর্জ্জনা যদি না এখনি সরানো যায় তাহলে ওদের সংসর্গে য়ুরোপের সম্বন্ধ বিষাক্ত হয়ে উঠ্‌বে। ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে এসেছি জেনিভাতে। এখানে এসে প্রথম রৌদ্রের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। মনে হচ্ছে যেন জাহাজ ভাড়া করে সমুদ্র পার হয়ে এখানে এসে পৌচেছে। আমাদের দেশের রোদ্দুর, অঘ্রাণ মাসের দুপুর বেলার মত— আকাশ নির্ম্মল নীল, হাওয়াতে গরমের অল্প একটু ছোঁয়াচ লেগেছে, গাছের পাতাগুলো ঝিলমিল করে উঠ্‌ছে। আমার জানালার ঠিক সাম্‌নে একটা বাঁশ বন আছে। বলরামের গদা তৈরী করবার বাঁশ নয়, শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি বাজাবার বাঁশ, সরু লম্বা চিকন শ্যামল, যাকে বলে মুরলী বাঁশ, এখানে এনেচে জাপান থেকে। ঐ বনের দিকে চোখ ফিরিয়ে হঠাৎ ভুলে যাই য়ুরোপে আছি। বনমালীর দেশ বলে ভুল হয়।

রাণীর চিঠিতে খবর পেলুম নীতুকে বম্বাই পাঠানো হয়েছে ছাপার কাজ শিখ্‌তে। ভালো লাগ্‌লো না, কারণ বম্বাই অস্বাস্থ্যকর। ওখানে এক জাতের ম্যালেরিয়া আছে যেটা খুব খারাপ। এখানে বিশেষ চেষ্টা করে ভালো ব্যবস্থা করেছি। এ রকম সুবিধা ভারতবর্ষীয়ের ভাগ্যে সহজে জোটে না। সব চেয়ে ভালো শিক্ষা পাবে সব চেয়ে আদর যত্নে এবং সব চেয়ে কম খরচে। ওকে আমি কাজে লাগিয়ে দিতে পার্‌লে নিশ্চিন্ত হব। এই সুযোগটা ছাড়্‌লে নীতুর প্রতি নিতান্ত অন্যায় করা হবে। এখানে ও মানুষ হয়ে উঠ্‌বে কেবলমাত্র মজুর নয়।

রথীর খবর বোধ হচ্চে ভালোই। এতদিন নানা ডাক্তারকে নানা অর্ঘ্য জুগিয়েচে—চিকিৎসা চলেছিল ভুল রাস্তায়। এতদিন পরে আরোগ্যের পথ পেয়েচে একেবারে বিনামূল্যে। যেখানে আছে সেখানে সুখে আছে সস্তায় আছে। ইতি ২৫শে আগস্ট ১৯৩০।

বাবা

কল্যাণীয়াসু মীরু,

তোর চিঠি পেলুম। বৃষ্টি তো নাম্‌ল কিন্তু মাটিতে এতদিন যে তাপ সঞ্চিত ছিল তা বোধহয় ভাপ হয়ে উঠচে। মাটির তাপ মলে তবে আরাম পাবি। রৌদ্রের অত্যাচারে ধরণী অনেকদিন আকাশের পরে অভিমান করে থাকে—প্রসাদবারি বর্ষণের পরে প্রথমটা তার উষ্মা আরো বেড়ে ওঠে ঠাণ্ডা হতে সময় লাগে। এদিকে রানী মহলানবিশ তাঁর স্বামীটিকে সঙ্গে নিয়ে বিনা নোটিশে হঠাৎ আবির্ভূত। কলকাতায় যতদিন গরম অসহ্য ছিল ততদিন নড়বার কথা মনে উদয় হল না—যখন সেখানে ঠাণ্ডার আয়োজন জমে এল তখন তাঁরা এখানে উত্তীর্ণ। বেশিদিন থাকবে না। আমরা ঠিক করেছি জুলাইয়ের পয়লা কিম্বা তারি কাছাকাছি নীচে নাম্‌ব। ততদিনে ধরণীতল প্রসন্ন হবে।

পুপু এখন ভালো আছে। আমার টেবিলের উপর কাগজপত্র দোয়াত কলম যতই আমি এলোমেলো করি, সে এসে গুছিয়ে দেয়। বৌমাও ভালো আছেন—রথীর শরীরও ভালো। আমার শরীরটাও ভালো আছে মানতে হবে। কিন্তু দুঃসহ গরমে আমার কঙ্কর কুঞ্জ কঙ্কালসার হোলো কিনা সেই কথাটা ভাবি। এবার বর্ষায় সেঁউতি ফুলের খবর নিস্‌তো। হৈমন্তীর মেয়ের

নাম রেখেছি সেঁউতি কিন্তু পরিচয় জানিনে। আর একটা কবি-পরিচিত ফুল আছে বাঁধুলি কিন্তু সেও অচেনা। এইগুলো তোর মালঞ্চে আমদানি করে আমাদের চেনবার স্থবিধে করে দিস। পিয়াল, পারুল এ দুটো গাছের সন্ধান করা উচিত। ভাঁটি ফুল বোলপুরের কাছে ঢের আছে, লাগাসনে কেন? ওটা বৈষ্ণব পদাবলীর ফুল, রূপে ও গন্ধে আদরের যোগ্য। ইতি আষাঢ় ১৩৩৮

বাবা

[৬৪]

* Visva-Bharati
Santiniketan, Bengal.
২২ জুলাই ১৯৩২

মীরু এডেন থেকে তোদের কেব্‌ল্‌ পেয়ে নিশ্চিন্ত হলুম। প্রথম যে কদিন দোলা খাচ্ছিলি আমার মনটা উদ্বিগ্ন ছিল। আজ বাইশে, এতদিনে প্রায় জেনোয়ার কাছে এসে পৌঁচেছিস। নীতুকে নতুন যে জায়গায় নিয়ে গেছে তার খবর নিশ্চয় তোদের কাছে পৌঁচেচে। হয় ত বা এণ্ড্রুজের সঙ্গে ঘাটে তোদের সঙ্গে দেখা হয়েছে। নীতুর পক্ষে সব চেয়ে কোন্‌ জায়গা ভালো সে পরামর্শ ঠিক কোনো জর্ম্মান ডাক্তারের কাছ থেকে পাওয়া যাবে কিনা আমার মনে সন্দেহ হয়। ওরা কোনোমতে জর্ম্মনীতে রাখতে চাইবে। এণ্ড্রুজ কিম্বা ধীরেন কোনো নিঃস্বার্থ লোকের কাছে পরামর্শ নেয় তো ভালো হয়। সৌম্যর সঙ্গে দেখা হলে এ সম্বন্ধে সে তোকে সাহায্য করতে পারবে।—Black Forestটা যথেষ্ট শুক্‌নো হবে না বলে আমার আশঙ্কা হয়। এডেন থেকে তোদের চিঠি এলে তোদের জাহাজের বিবরণটা পূরোপূরি পাওয়া যাবে।

আমাদের এখানে ভালোই চল্‌চে। বুড়ির শরীর বেশ আছে। পড়াশুনো চল্‌চে, রথীর কাছে চামড়ার কাজ শিখ্‌চে। ভেবেছিলুম

কোণার্কে ওকে এনে রাখব, কিন্তু ওর এখানে খুব অসুবিধে হোত। এখন আছে উদয়নের কাঁচের ঘরে—সেখানে বেশ গুছিয়ে নিয়েচে—ওর মন বসে গেছে। রোজ দুবেলা মালঞ্চে তদারক করতে যায়, ওখানকার জীবজন্তুর খবর নিয়ে আসে।

শ্রাবণমাস পড়েচে তবু এবারকার বর্ষা এখনো যথোচিত রকম হয় নি। অর্থাৎ চাষের উপযুক্ত বর্ষণ নয়, ক্ষেতে জল দাঁড়াবার মতন বৃষ্টি হচ্চে না। এক একবার হঠাৎ খুব ঝমাঝম করে বাদল নামে, তার পরে আবার থেমে যায়—রোদ্দুর ওঠে। অনেকটা শরৎকালের মতো। কিন্তু গরম নেই। হুহু করে বাতাস দিচ্চে। গাছপালাগুলো দেখাচ্চে ভালো, মাঠ ঘাট খুব সবুজ। তোর মুরগী রোজই ডিম পাড়চে সেটা আমারি ভোগে লাগে। তোর বাগানে একটা আনারস পেকেছিল, সেটা আমাদের চেয়ে হুঁসিয়ার কোনো একজন অজানা লোকের দৃষ্টিগোচর ও হস্তগত হয়েচে।

অমিয়ারা তোর বাড়িতে আসবে কথা ছিল কিন্তু এখনো তাদের কোনো খবর পাইনি। মাঝের থেকে আশারা তোর বাড়ি ছেড়ে দিয়ে নিজেদের বাসায় গেছে। বৌমাকে বলেছি ওদের চিঠি লিখে জানতে ওরা কবে আসবে অথবা আসবে কিনা। কমলের কাছে তোর বাছুরের খবর পাই,—সে আদরে আছে এবং ভালোই আছে। তার সহবাসী হরিণের সঙ্গে তার ভাব হয়ে গেছে। তোর খরগোষ এবং ঘুঘুদের বংশোন্নতি হচ্চে। ···র মুর্গিমহলে মৃত্যুর চেয়ে জন্মের পরিমাণ বেশি

দেখা যাচ্চে—তার ফল আমাকে ভোগ করতে হয়—আমার সামনের চাতালটার পরে তাদের নিত্য উপদ্রব। গাছের টব সার করে তাদের পথ রোধ করবার চেষ্টায় আছি। টবের বদলে কলসী আনিয়েছি, তাতে দেখতে ভালো হবে। কোণার্কের সামনেই সিমুল গাছে যে মালতীলতা উঠেছে বর্ষায় তাতে ফুল ধরেছে—গাছের তলায় টুপ্‌টুপ্‌ করে কেবলি ফুল ঝরে পড়চে—এইবার আমার লতাবিতানে চামেলি ফোটবার সময় হয়ে উঠ্‌ল। আমার কামিনী গাছে কামিনী মঞ্জরীও দেখা দিয়েছে। বুড়ি গর্ব্ব করে বল্‌লে, মালঞ্চেও কামিনী ধরেছে। তোদের ঘন পাপ্‌ড়িওয়ালা জুঁইগুলোরও পরিচয় পাচ্চি, মাঝে মাঝে বুড়ি তুলে এনে দেয়। ইতি

বাবা

[শান্তিনিকেতন
জুলাই-অগস্ট, ১৯৩২

মীরু,

পোর্ট সয়েদ থেকে তুই যে চিঠি লিখেছিস পেয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত হলুম। রেড্ সীতে তেমন গরম পাস নি, সে কম কথা নয়। তুই যতটা শয্যাগত হয়ে পড়বি ভয় করেছিলুম তা হয় নি। বোধ হয় কোনো ওষুধ খাওয়াও অনাবশ্যক হয়েছিল। Black Forest-এ এই Summer-এ মনে হচ্চে খুব সুন্দর হবে—গাছপালার মধ্যে থাকবি। ইতিমধ্যে নীতু বুড়িকে চিঠিতে লিখেছিল তার জ্বর ও কাশী বেড়েছে। স্যানাটেরিয়মে গিয়ে কোনো উপকার হোলো কিনা জানিনে। এণ্ড্রুজের কেব্‌ল্ পেয়ে জানলুম সে জেনোয়াতে গিয়ে তোকে জর্ম্মনীতে নিয়ে যাচ্চে—সেখানে তোকে গুছিয়ে দিয়ে তবে সে চলে যাবে। এত খুসি হয়েছি বল্‌তে পারিনে—জানি তাকে জাহাজঘাটে দেখে তোরও মন খুব নিশ্চিন্ত হয়েছিল। এলা আর তার স্বামীও বোধ হয় ছিল। স্যানাটেরিয়মের আইন কানুন কী রকম জানিনে। সেখানে বায়োকেমিক চিকিৎসায় ওরা কি মত দেবে না আমার বিশ্বাস, যখন ঘনঘন কাশি বা অন্য কোনো উপদ্রব ঘটে তখন এই সব নিরীহ ওষুধে আশু

উপকার পাওয়া যায়। নিশ্চয় সহরে বায়োকেমিক ডাক্তার আছে—অন্তত হোমিয়োপ্যাথ চিকিৎসক। দূরে থেকে কিছু বলা যায় না—ভেবে চিন্তে দেখে পরামর্শ করে যা হয় ঠিক করিস।

এখানে বর্ষা এবার এখনো ভদ্ররকম নামল না। গাছপালার পক্ষে যথেষ্ট বর্ষণ হচ্চে কিন্তু ফসলের পক্ষে নয়। গরম আর নেই—বেশ বাতাস দিচ্চে। চারদিকের জঙ্গল সাফ করিয়ে মশা বিস্তর কমেছে।

অমিয়ারা এখনো আসেনি। তার ছেলের জ্বর—বল্‌চে কাল শুক্রবারে আসবে।

বুড়ি শরীরে মনে বেশ ভালোই আছে। তোদের এডেনের চিঠি বোধ হয় আসচে মেলে পাওয়া যাবে।

গ্রেচেনের চিঠি[১] তোকে পাঠাই। তাকে জবাব দিয়ে দিস্। সে যদি কাছাকাছি থাকত তাহলে বেশ হোত।

বাবা

১ এই চিঠিখানি প্যারিস থেকে লেখা, তার তারিখ ১৭ জুলাই [১৯৩২]

মীরু

অন্ধকারে আমরা হাৎড়ে বেড়াই যাদের ভালোবাসি তাদের না জেনে ক্ষতি করি, না বুঝে কষ্ট পাই। কিন্তু সেইটেই তো শেষ কথা নয়, সেই সমস্ত ভুল চুক দুঃখকষ্টের মধ্যে বড়ো কথাটা এই যে, আমরা ভালোবেসেছি। বাইরে থেকে বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়, কিন্তু ভিতরদিকের যে সম্বন্ধ তার থেকে যদি বঞ্চিত হতুম তা হলে সে অভাব গভীর শূন্যতা। এসেছি সংসারে, মিলেচি, তারপরে আবার কালের টানে সরে যেতে হয়েচে, এমন কত বারবার হোলো, বারবার হবে—এর সুখ এর কষ্ট নিয়েই জীবনটা সম্পূর্ণ হয়ে উঠ্‌চে। যতবার যত ফাঁক হোক আমার সংসারে, বৃহৎ সংসারটা রয়েছে, সে চলচে, অবিচলিত মনে তার যাত্রার সঙ্গে আমার যাত্রা মেলাতে হবে। লজ্জা হয় যদি আমার শোক নিয়ে একটুও সরে পড়ি সকলের সংসার থেকে, লেশমাত্র ভার চাপাই নিজের অচল বেদনা দিয়ে বিশ্ব-সংসারের সচল চাকার উপরে। কত অসহ্য দুঃখ বেদনা ঘরে ঘরে আছে, কাল প্রতিদিন তা একটু একটু করে মুছে মুছে দিচ্ছে। আমার জীবনের উপরেও সেই বিশ্বব্যাপী কালের

গত কাজ করচে। আর সেই জগৎ জোড়া আরোগ্যের কাজকে যেন একটুও কঠিন না করি—শোকদুঃখের চলাচল সহজ হয়ে যাক, প্রাত্যহিক দিনযাত্রাকে বাধা না দিক্।—নীতুকে খুব ভালবাসতুম তা ছাড়া তোর কথা ভেবে প্রকাণ্ড দুঃখ চেপে বসেছিল বুকের মধ্যে। কিন্তু সর্ব্বলোকের সাম্নে নিজের গভীরতম দুঃখকে ক্ষুদ্র করতে লজ্জা করে। ক্ষুদ্র হয় যখন সেই শোক সহজ জীবনযাত্রাকে বিপর্য্যস্ত করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমি কাউকে বলিনে আমাকে রাস্তা ছেড়ে দাও, সকলে যেমন চল্‌চে চলুক, এবং সবার সঙ্গে আমিও চল্‌ব। অনেকে বল্‌লে এবারে বর্ষামঙ্গল বন্ধ থাক্,—আমার শোকের খাতিরে—আমি বল্‌লুম সে হতেই পারে না। আমার শোকের দায় আমিই নেব—বাইরের লোকে কি বুঝবে তার ঠিক মানেটা। অন্তত তাদের এইটুকু বোঝা উচিত, বাইরে থেকে কোনো রকম সান্ত্বনার চিহ্ন, কোনোরকম আনুষ্ঠানিক শোক একটুও দরকার নেই তাতে আমার অমর্য্যাদা হয়। ভয় হয়েছিল পাছে সবাই আমাকে সান্ত্বনা দিতে আসে, তাই কিছুদিনের জন্যে বারণ করেছিলুম সবাইকে আমার কাছে আস্‌তে। কিন্তু আমার সকল কাজকর্ম্মই আমি সহজভাবে করে গেছি। লোক দেখিয়ে কোনো কিছুই বাদ দিতে চাইনি। ব্যক্তিগত জীবনটাকেই অন্য সব কিছুর উপরে প্রত্যক্ষ করে তোলাই সব চেয়ে আত্মাবমাননা। অনেকদিন ধরে একান্তমনে কামনা করেছিলুম যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যদি আমার 'বিশেষ বন্ধু কেউ থাকেন

তিনি আমাকে দয়া করুন। কিছু জানিনে, হয়ত দয়াই করেছেন। হয়ত আরো বেশি দুঃখের হাত থেকে রক্ষাই পেয়েছি। এমন তরো প্রার্থনা করাই দুর্ব্বলতা। আমার জন্যে বিশ্বনিয়মের বিশেষ ব্যতিক্রম হবে এমনতরো আশা করি যখন মন অত্যন্ত মূঢ় হয়ে পড়ে। কষ্ট যখন সকলকেই পেতে হয় তখন আমিই যে প্রশ্রয় পাব এত বড়ো দাবী করবার মধ্যে লজ্জা আছে। যে রাত্রে শমী গিয়েছিল সে রাত্রে সমস্ত মন দিয়ে বলেছিলুম বিরাট বিশ্বসত্তার মধ্যে তার অবাধ গতি হোক্, আমার শোক তাকে একটুও যেন পিছনে না টানে। তেমনি নীতুর চলে যাওয়ার কথা যখন শুনলুম তখন অনেকদিন ধরে বারবার করে বলেচি, আর তো আমার কোনো কর্ত্তব্য নেই, কেবল কামনা করতে পারি এর পরে যে বিরাটের মধ্যে তার গতি সেখানে তার কল্যাণ হোক্। সেখানে আমাদের সেবা পৌঁছয় না, কিন্তু ভালোবাসা হয়তো বা পৌঁছয়—নইলে ভালোবাসা এখনো টিঁকে থাকে কেন? শমী যে রাত্রে গেল তার পরের রাত্রে রেলে আসতে আসতে দেখলুম জ্যোৎস্নায় আকাশ ভেসে যাচ্চে, কোথাও কিছু কম পড়েচে তার লক্ষণ নেই। মন বল্‌লে কম পড়েনি—সমস্তর মধ্যে সবই রয়ে গেছে, আমিও তারি মধ্যে। সমস্তর জন্যে আমার কাজও বাকি রইল। যতদিন আছি সেই কাজের ধারা চল্‌তে থাকবে। সাহস যেন থাকে, অবসাদ যেন না আসে, কোনোখানে কোনো সূত্র যেন ছিন্ন হয়ে না যায়—যা ঘটেচে তাকে যেন সহজে স্বীকার করি, যা কিছু রয়ে গেল

তাকেও যেন সম্পূর্ণ সহজ মনে স্বীকার করতে ত্রুটি না ঘটে। এডেনে এ চিঠি পাঠালে তুই পাবি কিনা জানিনে, তাই বম্বাইয়েতেই পাঠাব মনে করচি। ইতি ২৮ আগষ্ট ১৯৩২

বাবা
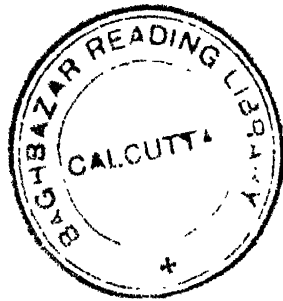
মীরু

তোরা কেমন আছিস। বুড়ির শরীর তেমন ভালো নেই ওকে নিয়ে একবার রাজগিরে গেলে ভালো হোত। সেখানে যে সব স্নানের কুণ্ড আছে বাতের পক্ষে সে ভালো, মোটের উপর শরীরের পক্ষে সেটা স্বাস্থ্যকর। কিছুদিন রোজ যদি সেখানে স্নান করা যায় এবং তার জল পান করা যায় তাহলে Constipationএর পক্ষে খুবই উপকার হয়। তাই বলে দু তিন দিন থাকার কোনো মানে নেই—অন্তত পনেরো দিন থাকা উচিত হবে। এখন সেখানে ভক্তি আছে বুড়ি তাকে সঙ্গিনীরূপে পেতে পারবে। অল্প অল্প শীত পড়েচে। প্রথমটা এসেই রীতিমত বাদলা পেয়েছিলুম। তোদের ওখানে কি রকম? এখন বোধ হয় সময়টা ভালো। এখানে আর কিছু না হোক্ যথেষ্ট নিরিবিলি। আমার লেখাপড়ার পক্ষে বেশ উপযুক্ত। শান্তিনিকেতনে বড্ড বেশি মন বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। আমার নতুন গৃহ নির্ম্মাণ আরম্ভ হোলো কি না জানিনে। প্রতাপ আজ যাচ্চে, সে গিয়ে ইঁটকাঠের জোগাড় সুরু করবে। পুপু এখানে পূর্ণিমাকে পেয়ে সহজে দিনযাপন করচে। রথী দুই একদিনের মধ্যে শান্তিনিকেতনে যাবে। ইতি ১০ কার্ত্তিক ১৩৩৯

বাবা

মীরু

একজামিনেশন তো হয়ে গেলো এখন বুড়ির শরীর মনের অবস্থা কী রকম ? আর কত দিন কলকাতায় কাটাবি এখানে বেশ রীতিমতো ঠাণ্ডা। এখন বেলা দুপুর তবু ইচ্ছা করচে গায়ে একটা মোটা কাপড় চড়াতে। ওদিকে বেল ফুল ফুটতে সুরু করেছে—বৌমার বাগানে রজনীগন্ধা দেখা দিয়েছে — বাসন্তী ফুলে গাছ ছেয়ে গেল, বনপুলক ফুটতে আর দেরি নেই। শিমুলের ফুল ঝরে গিয়ে এখন নতুন পাতা ওঠবার আয়োজন দেখচি—শিলবৃষ্টি ও কুয়াশার উপদ্রবের ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠে অবশেষে আমার সেই আমের গাছটায় আর এক দফা বোল দেখা দিয়েচে। যখন ফল ধরবে তখন হয় তো আমরা কোথাও চলে যাব। সূর্য্যমুখীর দল কিছুদিন খুব ধুমধাম করে দেউলে হয়ে ঝাড়ে মূলে অন্তর্ধান করেচে। দু চার রকমের সীজ্‌ন্ ফুল আজো আমার দুয়োরে হাজরে দিচ্চে। আর সেই লাল রঙের লিলি, একেবারে সার বেঁধে রাস্তার ধারে বাহার দিয়েচে।

মণিপুরের নবকুমার এসেছে, ছুটিতে থাক্‌বে। নাচ শেখবার দুর্লভ সুবিধে হয়েচে— এটাকে কিছুতেই উপেক্ষা করিস্‌নে। বুড়ির যে স্বাভাবিক শক্তি আছে তাতেই তার যথার্থ আনন্দ ও

সার্থকতা। একটুও দেরি করিস্‌নে, চলে আয়। সেই মালাবারী নাচনিও আছে, কিন্তু নবকুমারের নাচ দেখে আরো ভালো লাগল।

আজকাল বৌমা, রথী দুজনেরই শরীর ভালোই আছে। ইতি
১৮ মার্চ্চ ১৯৩৪

বাবা

মারু

বুড়ির শরীরের খবর পেয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে রইলেম। কৃপালানি আজ গেলেন। ডাক্তারদের সঙ্গে পরামর্শ করে যা কর্ত্তব্য হয় স্থির করে আমাকে জানাস। আমি সুরেনকে বলে দিয়েছি চিত্রাঙ্গদার দল নিয়ে বম্বে যাওয়া চলবে না। প্রথম থেকেই এতে আমার উৎসাহ ছিল না—আমি সঙ্গে থাকতুম না ওরা ঘুরে বেড়াত এ কল্পনা আমার একটুও ভালো লাগে নি। বুড়িকে হাওয়া বদলের জন্যে যদি কোথাও নিয়ে যাওয়ার দরকার হয় সে কথাও ভেবে দেখিস।

এখানে গরম বিশেষ নেই। কয়েকদিন ধরে মেঘ করচে, বোধ হয় শীঘ্রই বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। তার পরে পড়বে শীত। ইতি ৩১ চৈত্র[১] ১৩৪৩

বাবা

[১]আশ্বিন হবে। পোস্টমার্ক—17 Oct. 36 = ৩১ আশ্বিন ১৩৪৩

[৭০]

* "Uttarayan"

Santiniketan, Bengal

মীরু

বুড়ির স্থান পরিবর্ত্তনের জন্যে ডাক্তাররা যা পরামর্শ দেয় করিস। ইতিমধ্যে ওর টন্‌সিলের জন্যে Calcarea Sulph 6x বায়োকেমিক, দিনে তিনবার করে দিস। নিশ্চিত উপকার হবে। ভুলিস্‌নে। ওর সম্বন্ধে ডাক্তাররা যা স্থির করবে নিশ্চয় কৃষ্ণ তাতে আপত্তি করবে না। ওর জন্যে মনটা উদ্বিগ্ন হয়ে রইল। ইতি ১ কার্ত্তিক ১৩৪৩

বাবা

[৭১]

* "Uttarayan"
Santiniketan, Bengal.
[পোস্ট মার্ক 17 Jan. 37]

কল্যাণীয়াসু

মীরু, বুড়ির চিঠিতে খবর পেলুম তোর শরীর খারাপ হয়েচে। বুঝতে পারচি শীতের ভয়ে তুই কেবলি রান্না নিয়ে আগুন পোয়াচ্চিস। সেটা স্বাস্থ্যকর নয়। তোদের পাড়ায় তো হোমিয়োপ্যাথ আছে, একবার দেখা না কেন। আমার কিছু দিন লিভারের দোষ ঘটে রোজ সন্ধের দিকে জ্বর আসছিল ক্ষিতিবাবুর কবিরাজি বিধানে সেটা সেরে গেছে। তোরা মায়ে ঝিয়ে একবার এখানে যদি আসিস্ তাহলে চিকিৎসার চেষ্টা দেখা যায়—উপকার হবে বলে খুবই আশা করচি। বুদ্ধি উজ্জ্বল রাখবার জন্যে আমি একটা কবিরাজি ওষুধ খাচ্চি। তোর বুদ্ধির দোষ ঘটেনি কিন্তু শরীরটাকে মাটি করবার একগুঁয়েমিকে কী নাম দেব।

বৌমা, রথী বোটে, আমি আছি একলা উদয়নের সর্ব্বোচ্চ চূড়ায়। সঙ্গদানের জন্য গাঙুলি আছেন কিন্তু সেটা অ্যালাপ্যাথি ডোজের সঙ্গ।

বাবা

[৭২]

* "Uttarayan"
Santiniketan, Bengal

মীরু

এখানে যদি আসিস নিশ্চয় তোর শরীর ভালো হবে, বিশ্রাম করতে পারবি। বুড়িদের জন্যে মোবারক আছে, সেখানকার রান্নাঘরের দায় পোয়াতে হবে না। আমার একটা প্ল্যান আছে— আমার নতুন বাড়িতে জ্যোৎস্নাকে নিয়ে তুই থাকতে পারবি— আমি আছি উদয়নের তেতালায়। ১০ ফেব্রুয়ারি নাগাদ কলকাতায় যেতে হবে —ইচ্ছা করিস তো সেই সময়েই তুই দৌড় দিতে পারবি। শীত চলচে কিন্তু শুকনো শীত। ইতি ১২ মাঘ ১৩৪৩

বাবা

মীরু

……ছোট সংসারের মধ্যেই একান্ত আসক্ত হয়ে থাকলে প্রত্যেক ছোট ব্যথা কল্পনায় বড়ো হয়ে উঠতে থাকে। জীবনে ত কম দুঃখ পাই নি কিন্তু জীবনের ভূমিকা যদি ব্যক্তিগত ভালোমন্দ লাগার পরিধির মধ্যে সঙ্কীর্ণ হয়ে থাকত তাহলে কেবল যে আমার দুঃখ বাড়ত তা নয় আমার মন অবিচারপরায়ণ হয়ে উঠ্‌ত। আমার সাহিত্যিক জীবনে এই দুর্গতি ঘটেছিল দেশের লোকের সম্বন্ধে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছি—এই অত্যুক্তির মূল কারণ এই সম্বন্ধে আমার মনের অস্বাস্থ্য। এবার নববর্ষ থেকে চেষ্টা করছি মনকে প্রকৃতিস্থ করতে। বিরাট এই মানববিশ্ব, অতি বৃহৎ সুখে দুঃখে তার ইতিহাস বিক্ষুব্ধ; আমি যদি তার সঙ্গেই নিজের ইতিহাস মেলাতে না পারি তাহলে কোণে বসে কেবলি নিজেকে খোঁচা দেওয়া ও অন্যের বিরুদ্ধে কণ্টকিত হওয়ার মতো লজ্জা আর কিছুই নেই। ক দিনের জন্যেই বা জন্মেছি, এই কটা দিন যদি "sweetness and light" থেকে নিজেকে অবরুদ্ধ করে যাই তাহলে এ ক্ষতিপূরণ হবে কবে? প্রাণপণ সাধনায় চেষ্টা কোরব বাকি কটা দিন জীবনের পরে ক্ষমা ও ধৈর্য্য বিস্তীর্ণ করে যেতে। ইতিমধ্যে

যখন অত্যন্ত অসুস্থ ছিলুম তখন সকলের প্রতি নিজের অকারণ অধৈর্য্যে ও অবিচারে নিজেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলুম। আর যেন এমন না হয় এই আমার কামনা। ব্যক্তিগত সংসার থেকে বেরিয়ে চলতে চাই বিরাটের দিকে। ১লা বৈশাখ ১৩৪৪

বাবা

৭৪। ওঁ * "Uttarayan"

Santiniketan, Bengal.

কল্যাণীয়াসু

তোর শরীর ভালো নেই তা নিয়ে আমার মন উদ্বিগ্ন থাকে। আমরা এপ্রিলের শেষ দিকে আলমোড়া পাহাড়ে যাচ্ছি। বুড়িকেও নিয়ে যাব। তুই যদি সেখানে যেতে রাজি হোস খুসি হব। সেখানে তোর ঘরকন্নার কোনো দায়িত্ব থাকবে না। কিছুদিন বিশ্রাম করতে পারবি। আমারও বিশ্রামের দরকার আছে। ইতি ১৯।৪।৩৭

মীরু

পথে বিষম কষ্ট পেয়েছি বিশেষত বেরিলি স্টেশনে। কিন্তু সে দুঃখ ভুলেছি এখানে পৌঁছিয়েই। হাওয়াটি ঠাণ্ডা, বেশি ঠাণ্ডা নয়, খুব শুকনো,— বাড়িটি বেশ বড়ো, বারান্দা প্রশস্ত, মেঘমুক্ত আকাশ, চারিদিক খোলা, ফুল ফুটেছে নানাবিধ, লোকের আনাগোনা নেই বল্‌লেই হয়। আর সকলেই ভালো আছে, ভালো থাকবে বলেই আশা করি। জ্যোৎস্নাকে কেমন দেখলি? তাকে আশীর্ব্বাদ জানাস। তোরা যাবি কোথায়? ২৫শে বৈশাখের উপদ্রব এড়িয়েছি বলে মন প্রসন্ন আছে। ইতি ২৩ বৈশাখ ১৩৪৪

বাবা

কল্যাণীয়াসু

মীরু, এখানে দিন ভালোই যাচ্চে। তোরা আছিস গ্রীষ্মের অধিকারে, সেখানে আরাম কম বেয়ারাম বেশি, সেইজন্যে তোদের কথা চিন্তা করলেও ঐ পাহাড়ের উপরকার বরফ করুণায় বিগলিত হয়। এখানে পাহাড়ের শীতের কড়াক্কড় একটুও নেই, কর্ত্তব্যের বোধে গরম কাপড় পরি, খুলে ফেলবার ইচ্ছা সর্ব্বদাই মনে থেকে যায়। এই মধ্যাহ্নে খোলা বারান্দায় বসে আছি, আতপ্ত হাওয়া বইচে দেবদারু গাছের শাখা দুলিয়ে, পাইনবনের গন্ধ আসচে, পাখী ডাকচে অজানা ভাষায়। বুড়ি ভালোই আছে, কোনো উপসর্গ নেই। কাল সন্ধেবেলায় কৃষ্ণ এসেছে।— জ্যোৎস্নার খবর কী? বিকেলের জ্বরের পক্ষে Kali Sulph এবং Fer. Phos ব্যবস্থা। ১৭ মে, ১৯৩৭

বাবা

[৭৭] ওঁ * "Uttarayan"

Santiniketan, Bengal.

[পোস্টমার্ক 3 Oct. 37]

মীরু

আমার জন্যে একটুমাত্র ব্যস্ত হোস নে। আমি সম্পূর্ণ খাড়া হয়ে উঠেছি। সেবার শাসন থেকে ছুটি পাবার সময় এসেছে। পানাহারের তুই যে ব্যবস্থা করে দিয়ে গিয়েছিস তিনজনে মিলে উঠে পড়ে সেটা চালাতে লেগে গেছে। আমার প্রাণপুরুষ সর্ব্বংসাগরে হাবুডুবু খাচ্চে। ওষুধ পথ্য কিছুরই ত্রুটি হচ্চে না।— কিছুদিন পরেই তো কলকাতায় যেতে হবে— কেন তুই মিছিমিছি কষ্ট করে আসবি।

বাবা

মীরু

আমার সংশোধিত তারিখের জন্মোৎসব আজ হয়ে গেল। তুই আসিসনি ভালো করেছিস। আমার সেক্রেটারি বলছে আজকের মতো এমন নিষ্ঠুর গরম অনেককাল হয়নি। আমি এ নিয়ে মুখে নালিশ জানাই নে কিন্তু বোধ হয় আমার দেহটা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তুই এ সময়ে সমুদ্রতীর ছেড়ে আসিস নে। আমরা দু চারদিনের মধ্যেই কালিম্পং যাচ্ছি। শুনেছি জায়গাটি ভালো, বাড়িটি খুবই ভালো। বৌমারা দুই একদিন আগে যাবেন— আমি যাব আগামী সপ্তাহে।

আমাদের চিত্রাঙ্গদার দল ফিরে এসেছে। সর্বত্রই তারা আদর পেয়েছে, আর পেয়েছে মাছের ঝোল এবং তজ্জাতীয় উপাদেয় জিনিস। বাঙাল দেশে মণিকার নাচের আদর অন্য সকলের কীর্তি ছাড়িয়ে গেছে— বাঙালদেশের জন্যে উদ্বিগ্ন আছি— আমার সেক্রেটারি এ সম্বন্ধে কোনো কথা বলতে রাজি নয়— বোধ হয় মতের মিল আছে। ইতি ২[১?] বৈশাখ ১৩৪৫

বাবা

[৭৯] ওঁ * "Uttarayan"

Santiniketan, Bengal

মীরু

কাল রাত্রে বুড়ির কাছে তোর অসুখের কথা শুনে মনটা ভারি উদ্বিগ্ন আছে। আজ থেকে কয়েকদিন এখানে বিয়ের হাঙ্গাম— সেটা না চুকলে আমাকে ছেড়ে দেবেনা— এটা শেষ হলেই আমি কলকাতায় যাব। ইতিমধ্যে দিনে তিন বার পালা করে Kali Mur এবং Natrum Phos খাস— অবহেলা করিস নে। খুব সম্ভব সোমবারে যাবার চেষ্টা করব যদি না বিশেষ বাধা ঘটে। ইতি, শুক্রবার

বাবা

[৮০] ওঁ * "Uttarayan"

Santiniketan, Bengal.

কল্যাণীয়াসু

আজ রাণীর চিঠিতে তোর অসুখের খবর পেয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়েছি। আমার নিজের বিশ্বাস এ রকম লেগে থাকা জ্বর হোমিয়োপ্যাথিতেই শীঘ্র সারে।—আমার শরীর যাতায়াত করবার যোগ্য নয়—নইলে তোকে একবার দেখে আস্‌তুম। আজই পাঠিয়ে দিচ্ছি সুধাকান্তকে। সে তোকে পরামর্শ আর আমাকে খবর পাঠাতে পারবে। একবার জীবনকে দেখালে ক্ষতি কী

বাবা

মীরু

বিপদে পড়েছি। হঠাৎ সংবাদ পেয়েছি, একঝাঁক জাপানী আসচে আমাদের নাচের পরীক্ষার জন্যে। আগামী রবিবারেই পরীক্ষার দিন। নানা দুর্গ্রহে এখানকার নাচের দল ফোঁকলা হয়ে গেছে। শনি ও রবিবারের জন্যে বুড়িকে না পেলে এমন একটা লোকহাসানো হবে যা সমুদ্রপার হয়ে যাবে। বুড়ি আসুক শুক্রবারে, ফিরুক সোমবারে। উপযুক্ত সঙ্গী দেব। তুই এলে আরো খুসি হব, ··· ··· তোর জন্যে আমার কোণের ঘর সুসজ্জিত হয়ে আছে, কোনো অসুবিধে হবে না। এই বার্ত্তা বহন করে অনিল যাচ্চে দূত হয়ে, মাথা হেঁট করে যদি ফিরিয়ে দিস তবে তার অন্তরে চির বিষাদের সজল ম্যাঘ ঘনীভূত হয়ে থাকবে। ইতি বুধবার

বাবা

দৌহিত্র নীতীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত

[১]

C/o American Express Co
New York.

কল্যাণীয়েষু

নীতু তোর চিঠি পেয়ে খুসি হলুম। খবরের কাগজে এতদিনে পড়েচিস আমার শরীর খুব খারাপ হয়েছিল। এখনো আমাকে বিছানায় ধরে রেখেচে কিন্তু ভালো আছি, ভাবনার কোনো কারণ নেই।

জর্ম্মনীতে পৌঁছে অবধি আমি তোর জন্যে চেষ্টা করেছি। সেখানে আমার অনেক বন্ধু আছে···সেই বন্ধুদের চেষ্টায় ভালো ব্যবস্থা হতে পেরেচে। প্রথমে তোকে ম্যুনিকে শিখতে হবে তার পরে লাইপ্‌জিকে। লাইপ্‌জিকে শুধু কেবল ছাপানো নয় Book Publishingও শিখ্‌তে পারবি—তা ছাড়া সেখানে অন্য সবরকম শেখবার আয়োজন আছে।

ইতিমধ্যে যতটা পারিস জর্ম্মন অভ্যাস করে নিস। Tourist Conversation বই একটা কিনে নিয়ে প্রতিদিন খানিকটা করে চোখ বুলিয়ে নিস্। শান্তিনিকেতনে যদি যেতে পারতিস তাহলে সেখানে জর্ম্মান শেখা সহজ হোত। কিন্তু Times of India প্রেসে তোর নিজের ব্যবসা যতদূর সম্ভব অভ্যাস করে নেওয়া ভালো—তাহলে জর্ম্মনিতে তোর কাজ অনেকটা সহজ হবে।

আমি ডিসেম্বরের মাঝামাঝি দেশে ফিরব—কিন্তু বম্বাই দিয়ে নয়—কলম্বো দিয়ে। সুতরাং পথে তোর সঙ্গে দেখা হবে না। যাই হোক জর্ম্মনিতে ওরা যখন তোর স্থর হয়েই গেছে তখন এইবার বর্লিনে আমার বন্ধুকে চিঠি লিখে কথাটা পাকা করে নেব। আমার খাতিরে ওরা তোকে খুব যত্ন করেই শেখাবে।

তোর মাকে এই চিঠি পাঠিয়ে দিস্ বলিস্ কোনো ভাবনা নেই। এর আগে যেমন একবার নীলরতনবাবু আমাকে শুইয়ে রেখেছিলেন এও তেমনি। এই কয়দিন বিশ্রাম করেই বেশ আবার সহজ মনে হচ্চে—কিন্তু সব ঘোরাঘুরি বকাবকি বন্ধ করে দিয়েচি। যখন দেশে ফিরব তখন নিশ্চয় দেখতে পাবি আগেকার চেয়ে শরীর অনেক ভালো হয়েচে। ইতি ২৪ অক্টোবর ১৯৩০

দাদামশায়

এ চিঠির জবাব দেবার সময় পাবিনে

নীতু

মোলারের কাছ থেকে যে টাকা পেয়েছিস তার থেকে ছবির কাগজ পাঠাস। Der Künst টা লাগ্‌ল ভালো। প্যারিস থেকে নানা রঙের কালী এনেছিলুম, ছবি আঁকতে সেগুলো খুব ভালো, তোদের ওখানে যদি তেমন ভালো কালী থাকে এক সেট পাঠাবার চেষ্টা করিস। ছবিগুলো দুশোটাকার ইনস্যোর করে পাঠাস্। বাকি টাকা তোর নিজের হাতে রেখে দিস্, যদি কখনো কিছু দরকার পড়ে ব্যবহার করতে পারিস। বুড়ি দিল্লি থেকে শান্তিনিকেতনে এসেচে। শরীর খুব রোগা দুর্ব্বল হয়ে গেছে। আমি এপ্রেলের গোড়ার দিকে বোধ হয় পারস্যে যাব, Air Mail-এ। আশা করি লাইপ্‌জিকে তোর কাজের একটা কিছু জোগাড় করতে পেরেছিস্। ওখানে তোর কত দিন লাগ্‌বে। ইতি ১৫ ফেব্রুয়ারি* ১৯৩৮

দাদামশায়

* ১৯৩১ হইবে।

কল্যাণীয়েষু

নীতু, তোর চিঠিতে সব খবর পেলুম। তোর কাজ রীতিমত আরম্ভ হবার আগে তোকে যে আট মাস বসে থাকতে হবে শুনে ভালো লাগ্‌ল না। Anna Selig জর্ম্মনিতে আছে কিনা সেও সন্দেহস্থল। এই আট মাস যাতে ব্যর্থ না যায় সে চেষ্টা করিস্। বর্লিনে Mrs. Mendell বলে আমাদের একটি বন্ধু আছেন তাঁর ঠিকানা হচ্চে

Wannsee
Friedrich-Kart Str, 18, Berlin.

তাঁকে আমি তোর কথা লিখে দিয়েছি—হয়ত তিনি তোকে চিঠি লিখবেন।

২ বৎসর আট মাস তো তোর ম্যুনিকেই কাটবে তার পরে আরো এক বছর লাইপজিকে কাটানো সম্ভব হবেনা—হয়তো প্রয়োজনও হবে না। এই আট মাস তুই কোনো একটা ছাপাখানায় এপ্রেন্টিসি কাজের জোগাড় করতে পারবি নে কি? অবশ্য মাইনে দাবী করলে চলবেনা—বরঞ্চ তোকেই কিছু দিতে হবে। পরিবারের মধ্যে না থেকে ছেলেদের সঙ্গে থাকলে তোর খরচ বোধ হয় অনেক কম হতে পারবে—সে দিকে দৃষ্টি রাখিস। ইতি ৩০ মে ১৯৩১

দাদামশায়

কল্যাণীয়েসু

নীতু তোর চিঠি পেয়ে খুসি হলুম। আশা করি এতদিনে একটা কিছু ভালো ব্যবস্থা হয়ে গেছে। খবরের কাগজ থেকে যতটা আন্দাজ করি তাতে বোধ হচ্চে ব্যাভেরিয়ার ভাবগতিকটা সুবিধামত নয়। দূর থেকে কিছু পরামর্শ দেওয়া শক্ত— ওখানকার অবস্থা বুঝে তুই নিজে যেটা ভালো বোধ করবি তারই অনুসরণ করিস্। লাইপ্‌জিগ্ জায়গাটা ভালো সন্দেহ নেই— জর্ম্মনির একটা খুব বড়ো বিদ্যাকেন্দ্র। তোর ব্যবসা শেখার সঙ্গে সঙ্গে আরো কিছু বেশি শিখে নিতে পারলে তোর অনেক উপকার হবে। ম্যুনিকে আর্টের চর্চ্চা খুব বেশি—সঙ্গীতের এবং শিল্পের। তোর বেহালা শেখার ঝোঁক কি একেবারে কেটে গেছে? আঁকবার হাত দোরস্ত করতেই বা দোষ কি?

তোকে বাংলা কাগজ বই প্রভৃতি পাঠাবো। আগে শান্তিনিকেতনে ফিরি তার পরে। জুলাই মাসের গোড়ায় এখান থেকে নামব।

তোর মামা ভাল আছেন কিন্তু মামী কিছুদিন ধরে ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভুগচেন। আজ অনেকটা ভালো আছেন। তোর মায়ের খবর নিশ্চয় পাস্।···কে শান্তিনিকেতনে আনবার কথা হয়েছিল

কিন্তু অর্থাভাব অত্যন্ত বিষম। দেশ দুর্ভিক্ষগ্রস্ত। নিয়মিত খরচ চালানোই কঠিন। তিনি দুঃখিত হবেন জানি, কিন্তু একেবারেই উপায় নেই। তিনিও তোর জন্যে বিশেষ কিছু সুবিধে করে দেবেন বলে বোধ হয় না। নিজের পরেই যথাসম্ভব নির্ভর করিস। ইতি ২৮ জুন ১৯৩১

দাদামশায়

কল্যাণীয়েষু

নীতু, তোর চিঠি পেয়ে খুসি হলুম। জর্ম্মানিতে ব্যাভেরিয়ার ভাবগতিক ভালো লাগচে না। যেখানে দারিদ্র্যে মানুষ দুর্ব্বল সেইখানেই যেমন মারী মড়ক জোর পায় তেমনি আজকালকার য়ুরোপে দুর্ভিক্ষ যতই ছড়িয়ে পড়চে ততই ফাসিজ্‌ম এবং বল্‌শেভিজ্‌ম জোর পেয়ে উঠ্‌চে। দুটোই অস্বাস্থ্যের লক্ষণ। মানুষের স্বাধীনবুদ্ধিকে জোর করে মেরে তার উপকার করা যায় এ সব কথা সুস্থচিত্ত লোকে মনে ভাবতেই পারে না। পেটের জ্বালা বাড়লে তখনই যত দুর্ব্বুদ্ধি মানুষকে পেয়ে বসে। বল্‌শেভিজ্‌ম্ ভারতে ছড়াবে বলে আশঙ্কা হয়—কেননা অন্নকষ্ট অত্যন্ত বেড়ে উঠেচে— মরণদশা যখন ঘনিয়ে আসে তখন এরা যমের দূত হয়ে দেখা দেয়। মানুষের পক্ষে মানুষ যে কি ভয়ঙ্কর তা দেখলে শরীর শিউরে ওঠে—মারের প্রতিযোগিতায় কে কাকে ছাড়িয়ে যাবে সেই চেষ্টায় আজ সমস্ত পৃথিবী কোমর বেঁধেচে—মানুষের হাত থেকে বাঁচবার জন্যেই মানুষ কেবলি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠ্‌চে—এর আর শেষ নেই—খুনোখুনির ঘূর্ণিপাক চল্‌ল।

আর যাই করিস্ এই সব মানুষখেগো দলের সঙ্গে খবরদার মিশিস্ নে। য়ুরোপ আজ নিজের মহত্বকে সব দিকেই প্রতিবাদ

করতে বসেচে। আমাদের দেশের লোক—বিশেষ বাঙালী—আর কিছু না পারুক, নকল করতে পারে—তাদের অনেকে আজ য়ুরোপের ব্যামোর নকল করতে লেগেচে। এই নকল মড়কের ছোঁয়াচ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলিস্। নিশ্চয় তোদের ওখানে এই সমস্ত দানোয়-পাওয়া ভারতবাসী অনেক আছে, তাদের কাছে ভিড়িস্ নে, আপনমনে কাজ করে যাস্।

বেহালা শেখা সম্বন্ধে আমারো উৎসাহ নেই। কিন্তু চেলো যন্ত্রটা আমার খুব ভালো লাগে। মনে হয় আমাদের দিশি সুর ওতে জমে ভালো। কিন্তু তুই যা বলেছিস্ সে কথা সত্যি—এ সব যন্ত্র শিখ্‌তে এত সময় দরকার যে অন্য সমস্ত শেখা চাপা পড়ে যায়। এখন এ সব থাক্। কিন্তু ডিজাইনে হাতপাকানো তোর নিজের কাজেই খুব দরকার। এখানে ফিরে এসে ওটাতে হাত দিতে পারবি।

এখানে বর্ষা চল্‌চে। চারদিক সবুজ হয়ে উঠেচে। দার্জ্জিলিঙে কিছুদিন কাটিয়ে এসে এখানে ভালোই লাগ্‌চে। এখানকার খবর নিশ্চয়ই সব পাস্। ইতি ৩১শে জুলাই ১৯৩১

দাদামশায়
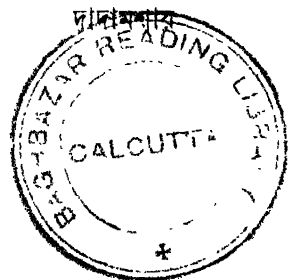
কল্যাণীয়েষু

নীতু, নিজে খোঁজ করে চেষ্টা করে নিজের সুযোগ বের করচিস শুনে খুব খুসি হলুম। ······ ম্যুনিকে তোর ব্যবস্থা করে দেবেন শুনেই আমি তোকে ম্যুনিকের কথা বলেছিলুম এখন বুঝতে পারচি তিনি বিশেষ কিছু জানেন না এবং তাঁর যে কোনো influence আছে তাও নয়। Mainz ছোট সহর বলেই মোটের উপর তোর কাজ শেখার সুবিধা হবে এবং লোকজনদের সঙ্গে আত্মীয়তা হতে পারবে।

পৃথিবীতে আজ সর্ব্বত্রই দুর্ভিক্ষের দশা আমাদের দেশেও তাই, বরঞ্চ বেশি। এই দারিদ্র্য বহুকাল থেকেই আছে, আজ আরো বেড়েচে। উত্তরবঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গে বন্যা হয়ে কত শত গ্রাম ভেসে গেছে। তাদের সাহায্যের জন্যে টাকা তুলতে হবে বলে কলকাতায় একটা অভিনয় করবার কথা হচ্চে—তাই নিয়ে ব্যস্ত আছি।······

আমাদের এখানে ভাদ্রমাস, মাঝে মাঝে প্রায়ই বৃষ্টি চল্‌চে— মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন। এই বৃষ্টিটা কেটে গেলেই শরৎকালের চেহারা বেরোবে, শিউলির গন্ধে আকাশ ভরে উঠবে। আমি এইখানেই শরৎকালটা উপভোগ করব স্থির করেচি।

এখানকার সব খবর নিশ্চয়ই তুই মায়ের কাছ থেকে পাস। শ্রীমতী কিছুদিন থেকে তাঁর কাছে আছে বলে বোধ হয় মীরা চিঠিপত্র লিখতে সময় পায় না। কেননা তোর cable থেকে জানলুম মাঝে অনেকদিন চিঠি পাস্‌নি। পোলিটিকাল্‌ সন্দেহ বশত এখানকার ডাকঘরের উপর ভরসা করা যায় না। আমাদের অনেক চিঠিই প্রায় দেরি হয়, এমন কি খোওয়া যায়। চিঠি পেতে দেরি হলে উদ্বিগ্ন হোস্‌নে। ইতি ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩১

দাদামশায়

কল্যাণীয়েষু

নীতু, তোর চিঠি পেয়ে খুব খুসি হলুম। এই সঙ্গে World Goethe Honouring দলকে চিঠি লিখে দিলুম। জর্ম্মানীতে Art magazine যা বেরোয় তারই দুই একটার গ্রাহক হতে চাই কত দাম লাগে জানালে টাকা পাঠিয়ে দেব। কাল এখানকার বিদ্যালয়ের ছুটি আরম্ভ হবে। তোর মামা মামী পুপু সব দার্জ্জিলিঙে।......খুব গরম চলচে। মনে করচি আমিও দার্জ্জিলিং যাব। তোর মা নড়তে চায় না--- যদি রাজি হয় তাকেও নিয়ে যাবো। যারা তোর সহায়তা/করচে তাদের সকলকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাস। ইতি ১২ অক্টোবর ১৯৩৮ [১৯৩১]

দাদামশায়

কল্যাণীয়েষু

নীতু, পারস্যে বেড়াতে গিয়েছিলুম সে কথা নিশ্চয় শুনেছিস। বেশ লাগল। তারপরে এই সেদিন ফিরে এসে খবর পেলুম তোর কাশি হয়েচে। নিশ্চয় শীতের সময় ঠিকমতো শরীরের যত্ন নিস্ নি। এখন অনেকটা ভাল আছিস্ শুনে নিশ্চিন্ত হয়েছি। যদি তুই ইচ্ছে করিস তাহলে আমরা কারো সঙ্গে তোর মাকে তোর কাছে পাঠিয়ে দিতে পারি। লিখে জানাস্।

এখানে মাঝে অসহ্য গরম পড়ে এতদিনে মনসুনের আবির্ভাব হয়েছে। এইবার বৃষ্টির পালা চল্‌বে। চার দিক সবুজ হয়ে উঠেচে। এবার দেশে আম হয়েছে বিস্তর। দেশ যে রকম গরীব হয়ে গেছে তাতে আম খেয়ে মানুষ বাঁচবে।

এখন য়ুরোপে গরমি কাল—অর্থাৎ আমাদের দেশের বসন্তের মতো। পারস্যে ছিলুম এপ্রেল মে দুই মাস। গরম পাই নি। প্রায় আমাদের এখানকার শীতের মতো। তার কারণ ওদের দেশটা সমুদ্রের উপর থেকে চার পাঁচ হাজার ফিট উঁচু, আমাদের দেশের কার্সিয়ঙের মতো।

যা হোক শীঘ্‌ঘির সেরে নিয়ে কিছুদিনের জন্যে বেড়াতে যাস তাহলে শরীরে বল পাবি।

বুড়ি এখানে আছে— ভালোই আছে। ২১ জুন ১৯৩২

দাদামশায়

[৯]　　ঔঁ　　জোড়াসাঁকো

[কলিকাতা]

কল্যাণীয়েষু

নীতু, এই চিঠি তোর মায়ের হাতে দিচ্চি। তুই অনেকটা ভালো আছিস শোনা গেল— এইবার তোর মায়ের হাতের রান্না খেয়ে দেখতে দেখতে ভালো হয়ে যাবি। হাওয়া বদলের জন্যে কোথায় তোকে নিয়ে যাবে এখনো খবর পাই নি। নিশ্চয় খুব সুন্দর জায়গা হবে, তোর লাইপজিকের চেয়ে অনেক ভালো। আমার যেতে ইচ্ছে করচে কিন্তু কাজকর্ম্ম ফেলে যাবার যো নেই। এর পরে আসচে বছরে কোনো এক সময়ে হয় তো দেখবি গিয়ে উপস্থিত হয়েছি।

আষাঢ় মাস প্রায় শেষ হয়ে এল— কিন্তু বর্ষাকাল এখনো তেমন ভালো করে আসে নি— মেঘ করে কিন্তু বর্ষণ হয় না। যদি সমুদ্রেও বর্ষার উৎপাত না আসে তা হলে তোর মার পক্ষে ভালো। যাই হোক্ যখন এই চিঠি পাবি তখন তো সমুদ্রের পালা শেষ হয়ে গেছে।

আজ সন্ধেবেলায় তোর মা যাচ্চে বোম্বাইয়ে জাহাজ ধরবার জন্যে। আমরা কাল চলে যাব শান্তিনিকেতনে।

আমার দুই একটা বই তোকে পড়বার জন্যে পাঠিয়ে দিলুম। এতদিনে জর্ম্মানের চাপে বাংলা ভাষা যদি না ভুলে গিয়ে থাকিস তাহলে যখন খুসি একটু আধটু করে পড়িস— কিন্তু কবিতা লেখবার চেষ্টা করিস নে। ইতি ১২ জুলাই ১৯৩২

দাদামশায়

দৌহিত্রী শ্রীনন্দিতা দেবীকে লিখিত

[শান্তিনিকেতন
অগ্রহায়ণ-পৌষ, ১৩৪১]

কল্যাণীয়াসু

বুড়ি, তোরা সাতই পৌষে এখানে আসবি এটা নিশ্চিত ধরেই রেখেছিলেম। তখন ক্রিস্টমাসের ছুটি পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে। ছুটিতে মনকে ও দেহকে যে আনন্দ ও বিশ্রাম দেয় সেটা কাজের পক্ষেই অত্যাবশ্যক। যারা ফললোভী তারা মনে করে মনকে নিরবচ্ছিন্ন পীড়া দিয়ে যতই খাটানো যাবে ততই বেশী ফল পাওয়া যাবে। কিন্তু মন তো জাঁতাকল নয় যে তাকে যতই ঘোরানো যাবে ততই তার থেকে আটা বের হবে। মাঝে মাঝে তার বিশ্রাম ও খুসির দরকার। যাই হোক ৭ই পৌষের পর হয়তো ক্রিস্টমাস কিম্বা তার পর দিনে আমি কলকাতায় যাব তখন তোদের সঙ্গে দেখা হবে। ২৬শে তারিখে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্যসম্মিলনীতে আমার কাজ আছে। তুই যদি বাংলায় কবিতা লিখে কিছুদিন প্রবাসীতে ছাপাতিস্ তাহলে তোকে সভাপত্নী করে দিতুম।

তোর জন্যে এক ঝুড়ি কাশীর আমলকি পাঠিয়েছি। পেয়েছিস তো? তোর পক্ষে ও জিনিষটা ভালো। সকালে উঠে গোটা আষ্টেক চিবিয়ে খেয়ে এক গ্লাস জল খাওয়া হচ্চে

বিধি। পরীক্ষা করে দেখিস্। ফল না হলে ফলের সংখ্যা বাড়াস।

শীত রীতিমত জমেচে। পিঠের উপর মোটা কাপড়ের বোঝা বেড়ে উঠচে। ধোবার গাধার যে কি দুঃখ তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্চে। ইতি

দাদামশায়

বৃদ্ধা

কবিতা লেখবার মতো মনের ভাব নেই— সে আশা কোরো না।

এইমাত্র ক্রিম দিয়ে গুলে চা খেয়ে এসে বসেছি। স্নিগ্ধ বাতাস বইচে, ঘরের পর্দ্দা উড়চে, বাগানের গাছে পালায় দোলাদুলি। প্রাতঃকালে বসন্ত ঋতুরাজের মেজাজ ঠাণ্ডা থাকে, ক্রমশই তার মাথা গরম হয়ে ওঠে।

সমুদ্রে তোমার কী রকম অবস্থা হয়েছিল সেটা শোনবার জন্যে কৌতূহল হচ্চে। যা কিছু আহার করেচ তাকে ধারণ করতে পেরেচ কিনা জানতে চাই।— রেল রথ থেকে তোমার শেষ খবর যা জান্‌তে পেরেছি তার থেকে বোঝা গেল তুমি Sugar of Milk খাচ্চ এবং কোনই ফল পাচ্চ না। গীতা বলেচেন কাজ করে যাবে কিন্তু ফলের লোভ করবে না— তুমিও তদনুসারে চলচ, কেবলি খেয়ে চলেচ সুগার অফ মিল্ক, কিন্তু ফলের অপেক্ষা করচ না, শেষ পর্য্যন্ত এই ভাবেই চলল কিনা জানতে উৎসুক আছি।

এখানে নতুন সংবাদ কিছুই নেই— গাছ পালায় নতুন পাতা ধরচে— আমি এসেছি কোণার্ক ত্যাগ করে উদয়নের নতুন

বাসায়, বনমালীর রক্ত আমাশা হয়েছিল, খাবার টেবিলে কিছুদিন তার মুখ দেখতে না পেয়ে উৎকণ্ঠিত ছিলুম। আজ থেকে আবার তার আবির্ভাব হয়েছে, তুই বেশি চিন্তিত হোস নে, আমি চিঠিতে মাঝে মাঝে তার সংবাদ পাঠাব। তোর মা এখনো কলকাতায় আছে। তার কারণ সেখানে ভালোই আছে। ইতি ২৭।৩।৩৫

দাদামশায়

* Visva-Bharati
Santiniketan, Bengal

মেম সাহেব

আজ পয়লা বৈশাখে তোর চিঠিতে তোর কুশলসংবাদ শুনে নিরুদ্বিগ্ন হলুম। এখন কেবল পরীক্ষায় তোর ফেল হবার সংবাদের অপেক্ষা করচি— নইলে আমার মতো ইস্কুল-পালানো পরীক্ষা-এড়ানো ছেলে তোর কাছে যে মাথা তুলতে পারবে না। ঠিক এখন কোথায় আছিস জানি নে— হয় তো আন্দ্রেদের বাড়িতে দক্ষিণ ফ্রান্সে। বোধ হয় রথী একলাই যাবে লণ্ডনে।

আজ সন্ধ্যা সাতটার সময় আমবাগানে নববর্ষের নাচ গান হবে। আমি দুই একটা কবিতা আবৃত্তি করব। শুক্লপক্ষের নবমীর চাঁদ উঠবে আকাশে। লোভ হচ্চে না শুনে?

এবার মাঝে মাঝে বৃষ্টিবাদল হয়েছে— মোটের উপর গরম বেশি নেই— হয় তো এখানেই আমার ছুটি কাটবে। যদি জ্যৈষ্ঠ মাসটা অসহ্য হয়ে ওঠে তাহলে তোমার চিত্তবেদনা সত্ত্বেও আমি মৈত্রেয়ীর ওখানে নিশ্চয়ই যাব।

আমার মাটির ঘরের চেহারা দেখলে আশ্চর্য্য হতিস্। দেশে বিদেশে ওর খ্যাতি রটে গেছে। ভেবেছিলেম মাটির ঘরে নিরালায় থাকব— ঠিক তার উল্টো হবে— আমাকে দেখবার

চেয়ে মাটির ঘর দেখবার জন্যে ভিড় জমবে— ফলটা আমার পক্ষে সমানই হবে।

তোর মা এবার তার মামার দেশে ভ্রমণ শেষ করে সেখানকার পানাপুকুরের ধারের আস্‌সেওড়ার বন থেকে সম্প্রতি শান্তিনিকেতনে এসেছে। মামার বাড়ির জন্যে খুব যে বেশি মন কেমন করচে তার কোনো লক্ষণ দেখচি নে।

পূর্ণিমার হাম হয়েছিল। সেরে উঠচে। আমার এখনো হয়নি। আর সব খবর ভালো। নব বর্ষের আশীর্ব্বাদ। ইতি
১ বৈশাখ ১৩৪২

দাদামশায়

মেম সাহেব

একটা সুখবর আছে। ফাঁকি দিয়ে শুনে নিবি, দূর থেকে কিছু প্রতিদান পাবার প্রত্যাশা করতে পারব না। গত কল্য অপরাহ্ণে চারু ভট্টাচার্য্যের কাছে থেকে একটা চিরকুট এসে পৌঁছল তাতে দেখা গেল নন্দিতা নামে এক মহিলা ফার্স্ট ডিবিশনে ম্যাট্রিক পাস করে তার মাতামহের লোকবিখ্যাত পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে। তোমার সেই পরীক্ষা খেয়ার কর্ণধার মুদ্রিতচক্ষু মাস্টার মশায়ের জয়জয়কার। এত বড়ো দুঃসাধ্য কাজ করতে পারে যে অধমতারণ, এই রজত জুবিলি উপলক্ষ্যে তার একটা বড়ো পদবী পাওয়া উচিত ছিল। আমি লজ্জায় পড়ে গেছি—মনে করচি তার শরণাগত হব, অন্তত ম্যাট্রিকটাও কোনো মতে যদি তরে যেতে পারি।

জাপানে নাচের দলবল নিয়ে যাবার একটা কথা উঠেছিল কিন্তু তোরা কেউ কোথাও নেই, এবং অত বড়ো অধ্যবসায়ের জন্য প্রস্তুত হবার মতো উপকরণেরও অভাব তাই সুরেন লিখে দিয়েছে এবার সেপ্টেম্বরে না গিয়ে আমরা তার পরবর্ত্তী এপ্রেল মে মাসের জন্যে প্রস্তুত হতে পারি। জানিনে কি রকম জবাব পাওয়া যাবে। ওরা যদি রাজি হয় তাহলে এখন থেকে উপযুক্ত

গাইয়ে বাজিয়ে নাচিয়ে জোগাড় করে অভ্যেস করানো যেতে পারে। কেউ কেউ আমাদের পরামর্শ দিচ্চে য়ুরোপে চেষ্টা করতে। অনেকের বিশ্বাস ফল পাওয়া যাবে, বিশেষত আমি যদি সঙ্গে থাকি। আমি ভীতু মানুষ এ সমস্ত দুঃসাহসিক দায়িত্ব নেবার মতো আমার বুকের পাটা নেই। তোরা এতদিনে নিশ্চয় ডার্টিঙ্‌টন হলে গিয়ে উঠেছিস্। জায়গাটা ভালোই। ওখানে বোধ হয় ওরা তোর নাচ দেখবার ফরমাস করবে— চীনের মেয়েদের চেয়ে ভালো নাচা চাই। কিন্তু বোধ হচ্চে ওদের পুরুষরাই মেয়ে সেজে নাচে সেই জন্যেই ওদের নাচ এত আশ্চর্য্য ভালো হয়। তোমার কর্ম্ম নয় ওদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া।— উঃ ছেলেমেয়েগুলো কী বিষম চেঁচাচ্চে— একটা ভাঙা ঘাট সেইখানে ওরা নাইতে এসেচে— নাওয়া আর শেষ হয় না। এখানে আর সব ভালো, হাওয়া দিচ্চে খুব মিষ্টি— ভাঙা ঘাটের ফাটলের মধ্যে দিয়ে প্রকাণ্ড একটা বট গাছ উঠেছে, বোটটা ঠাণ্ডা থাকে তারি ছায়ায়। ডাঙাটা খুব জঙ্গল, যাতায়াতের পক্ষে সুবিধে নয় কিন্তু দেখতে বেশ ভালো লাগে। ইতি ২২ মে ১৯৩৫

দাদামশায়

বৃদ্ধা

নিশিবাবুর মেয়ের বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র যখন এলো তখন আমি বিশেষভাবেই অসুস্থ ছিলুম। সেই অবস্থায় সেই চিঠির কী দশা হোলো মনেই নেই। সেদিন তাঁকে বরবধূকে নিয়ে এখানে আসতে নিমন্ত্রণ করেছি। প্রত্যক্ষ আশীর্ব্বাদ করতে পারব।

অপর্ণার পার্ট অভিনয় করতে তোর ভাবনা কী। যেমন করে করবি তাই ভালো হবে। যদি কেউ নিন্দা করে তুই আমার দোহাই দিয়ে বলিস্ দাদামশায়ের বই আমি যেমন খুসি অভিনয় করব— তোমরা বলবার কে !

এখানে বৃষ্টিতে গুমটে পর্য্যায়ক্রমে দিন চলে যাচ্চে। ভাদ্র মাসে ধরণীকে বাষ্পস্নানে ঘামিয়ে দেওয়া হয় সেই পালা চলচে আমাদেরও সর্ব্বাঙ্গ অশ্রুপ্লাবিত।

এলাহাবাদের Conference-এর সময় আমাদের এখানে ছুটির পূর্ব্বেকার উৎসব চলবে। শারদোৎসবের রিহার্সাল দিচ্চি— ছেড়ে কারো যাবার জো নেই। তা ছাড়া আরো একটা কথা আছে। এখানে বা অন্যত্র আমাদের যে নাচ হয় তার আনুষঙ্গিক আলো ও শোভাশয্যায় তাকে সম্পূর্ণতা দেয়। বেনারসে আমি সঙ্গীত সম্মেলনের যে ব্যাপার দেখেছি সেই

বারোয়ারির হট্টগোলের মধ্যে আমাদের নাচ নিতান্ত অনুজ্জ্বল হয়ে পড়বে। ওতে লোকের ধারণা যথেষ্ট ভালো হবে না। মনে রাখিস মাঝে মাঝে নাচ দেখিয়ে আমাদের অর্থ সংগ্রহ করতে হয়। যেখানে সেখানে যেমন তেমন করে নাচলে এ নাচের মূল্য কমে যাবে। ওখানে দক্ষিণভারত প্রভৃতি জায়গা থেকে পেশাদার নাচিয়ে সব আসবে তাদের মধ্যে এদের নাচিয়ে আনার ব্যাপারে খুবই বিপদের আশঙ্কা এবং লজ্জার কারণ আছে। এ সব জায়গায় শান্তিনিকেতনের মেয়েদের নিজেদের exhibit করানো ভালো নয়। আমাদের এখানকার exclusiveness কে বজায় রাখা খুব দরকার।

তোদের পাড়ায় যে মেয়ে ভুল সুরে হার্মোনিয়ম বাজিয়ে গায়— তাকে সুর শিখিয়ে দিয়ে আসিস্, বেতন দাবী করিস নে। বলিস নিজেরই কানের দুঃখমোচনের জন্যে এই দায়িত্ব নিতে হোলো। ইতি ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫

দাদামশায়

শিশিবাবুর সঙ্গে দেখা হলে বলিস্ আমার শরীরের বর্ত্তমান জীর্ণ অবস্থায় যখন অসুস্থ হয়ে পড়ি তখন কর্ত্তব্যের স্খলন হয়— তিনি যেন ক্ষমা করেন। তাঁর ৭৫ বছর বয়সে যখন তোর বিয়ের নিমন্ত্রণ তাঁর কাছে পাঠাব তখন শয্যাশায়ী অবস্থায় তাঁর যদি উত্তর দিতে ত্রুটি হয় আমিও তাঁকে ক্ষমা করব।

বৃন্ধা

সেপ্টেম্বরের শেষ পর্য্যন্ত আমাদের এখানে কাজ— তার পূর্ব্বে তো কারো নড়বার জো নেই। সেই কথা তোর দিদিকে টেলিগ্রাফ করে দিয়েছি। তা ছাড়া প্রধান আপত্তি এই এখানকার নাচকে অমন করে publicity দিতে আমরা নারাজ। হয় তো আর কিছুকাল পরেই পশ্চিম অঞ্চলে নাচের দল পাঠাতে হবে। তখন হয় তো বা এলাহাবাদেও এরা যেতে পারে। নূতনত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। আমাদের দায় খুব বেশি, দেশের লোকের কাছ থেকে সামান্য সাহায্য পেতেও প্রাণ বেরিয়ে যায়— এইজন্যে নিতান্ত বাধ্য হয়ে যে উপায় অবলম্বন করতে হয়েছে তার দাম কমিয়ে দিতে পারি নে। আমার মতো অসহায়ের প্রতি করুণা করে এ কথা সকলের বোঝা উচিত। কোনোমতে দেশের লোকের সাহায্য পাব না, অতএব নিজেদের উপার্জ্জনের পথ প্রশস্ত রাখতে হবে, নইলে চল্‌বে কী করে। ছেলেমানুষের মতো বুদ্ধি নিয়ে এ সব কথা যদি না বুঝিস্‌ তাহলে তোর বৃন্ধা উপাধি সার্থক হবে কী করে। ব্যস্ত আছি। শারদোৎসবের উৎসব চলচে— তার উপরে কাল গ্রামের মেয়েদের জন্যে মেয়েরা বশীকরণ করবে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

ইতি ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫

দাদামশায়

কল্যাণীয়াসু

বৃদ্ধা, তোর চেয়েও আমার বয়স বেশী হয়েছে এই কথাটার প্রমাণ প্রতিদিন পাচ্চি। কাজকর্ম্মে মন নেই, কলমও চলতে চায় না। চিঠিপত্র প্রায় ছেড়ে দিয়েছি। কেদারাটা শরীরেই একটা অংশের মতো হয়ে উঠেছে। নিস্তব্ধ হয়ে থাকি শ্যামলীতে দর্শনপ্রার্থীর দল আসা যাওয়া করে— মাটির বাড়ী দেখে, আর দেখে যায় এই মাটির মানুষটিকে। ছুটি চলচে, ছাত্রীরা বেণী দুলিয়ে অটোগ্রাফ নিতে আসে না— বিদেশী ডাক এলে স্ট্যাম্পের কাঙালরাও ভিড় করে না। ইতিমধ্যে দিন কয়েকের জন্যে পারুল আর তার ছোটো বোন এসেছিল— তারা আমার বরানগরবাসিনী নূতন নাৎনী। তারা বুড়ি নয় সেই জন্যে নূতন আগ্রহের সঙ্গে সেবাযত্ন করে। প্রধান খবরের মধ্যে ডাকাতির খবর। এতদিনে সেটা বোধ হয় তোদের কাছে পুরোণো হয়ে গেছে— আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে... এই ব্যাপারে লিপ্ত ছিল প্রমাণ পাওয়াতে তারা থানায় চালান হয়ে গেছে।

সুনীতের অসুখের খবরে মনটা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে আছে। এলোপ্যাথিতে টাইফয়েডের ওষুধ নেই বল্লেই হয়— ওরা গোড়া

থেকে হোমিওপ্যাথি দেখালে কখনো বাড়াবাড়ি হত না বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। সুনীত এখন কেমন আছে খবর দিস্। ঈষৎ শীত পড়তে আরম্ভ করেছে— শিউলি আর মধুমঞ্জরীর গন্ধে ভরে গেছে আমাদের এই পাড়া। ইতি ১৯ অক্টোবর ১৯৩৫

দাদামশায়

বৃদ্ধা

সুরঙ্গমার part তত শক্ত নয়, সেটা তোকে শিখিয়ে নিতে পারব। ভালো করে চোখ বুলিয়ে দেখে নিস। এখানে দুই একটি মেয়ে নিয়ে চেষ্টা করা গেল— যাকে বলে মিজারেব্‌ল ফেলিয়োর। তোকে নিয়ে কিছু দিন উঠে পড়ে লাগলে হয়ে যাবে সন্দেহ নেই। ভালো মুস্কিলে পড়েচি। কতবার ভেবেছি আমি নিজেই সাজব সুরঙ্গমা— এ প্রস্তাবে অন্যেরা রাজি হচ্চে না— সবাই বল্‌চে আমার শরীর ভালো নয় অতটা বাড়াবাড়ি সইবে না, নতুবা খুবই ভালো হোত।

কুইনীর চিঠি পেয়েছি, সে বলচে ডিসেম্বরের গোড়ায় তারা শিলঙ হয়ে সিলিটে ফিরে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি কলকাতায় আসবে। অর্থাৎ যে সময়ে আমাদের অভিনয় সেই সময়ে তারা দর্শকের পার্ট নেবে। ডিসেম্বরের একেবারে গোড়ায় এসে যদি সে ধরা দেয়, তাহলেও সময় পাওয়া শক্ত হবে।

বহুকষ্টে অমিতাকে সুদর্শনার পালায় নামাতে পেরেছি। শেষ পর্য্যন্ত টিঁক্‌লে হয়।

আমার শরীর কী রকম আছে তা নির্ণয় করবার সময়ই পাচ্চিনে। প্রতিদিন সন্ধেবেলায় কটিদেশে নীলিম রশ্মি প্রক্ষেপ

করে থাকি, আশা করি মেরুদণ্ড মজবুৎ হয়ে উঠবে। যখন তুই এখানে আসবি এই রশ্মি তোর মাথায় লাগাব, হয় তো মস্তিষ্কে একটু আলো ঘোর অন্ধকার ভেদ করে প্রবেশ করতেও পারে—নিশ্চয় বলা যায় না। সমস্ত দিন রিহার্সল দেওয়াচ্চি— অসম্ভবকে সম্ভব করবার চেষ্টা চলচে। পরিণামে কী হবে বলা যায় না। ইতি ২৩ নবেম্বর ১৯৩৫

দাদামশায়

[৯] * Gauripur Lodge
Kalimpong.

বুড়ি

মালঞ্চে আছিস, না, মরুভূমির পথে চলেছিস আন্দাজ করতে পারচিনে। তবু বৃটিশ গবর্মেণ্টের কৃপায় চার পয়সা মজুরি দিয়ে ডাক পেয়াদাকে দৌড় করাব তোদের পিছনে পিছনে আমার জন্মদিনের আশীর্ব্বাদ নিয়ে— তরুতলেই হোক, মরুতলেই হোক ধরবেই তোদের—

'যায় যদি যাক্ সাগরতীরে
পাবেই দেখা পেয়াদাটিরে।'

তোকে চিঠি লিখতে গেলেই জানিনে কেন কোথা থেকে তাতে একটু না একটু কবিতার ছিটে লাগে। সময় থাকলে দুটো লাইনকে আরো লম্বা করতে পারতুম কিন্তু ইংরেজিতে বলে, স্বল্পতাই হচ্চে রসের আত্মা।

একবার লক্ষ্ণৌএ রাষ্ট্রমন্ত্রীদের সঙ্গে পাহাড়ী শান্তিনিকেতনের পরামর্শে যাবার কথা আছে কৃষ্ণ ভোলে নি তো। কাল এখানে লোক ছিল অল্প, জমেছিল বেশি।

রেডিয়োতে আমার আবৃত্তি শুনেছিলি তো ?

জায়গাটা মন্দ লাগচে না

তোদের যুগলকে আমার আশীর্বাদ। এই উপলক্ষ্যে চকোলেট কিনে খাস্ দাম পরে দেবো, যদি মনে থাকে। ২৬ বৈশাখ ১৩৪৫

দাদামশায়

কল্যাণীয়াসু,

নকল নাৎনিরা যদি আমাকে ঘিরে দাঁড়ায় সেটাতে তাদেরি রুচি প্রকাশ পায়। তারা নকল হতে পারে কিন্তু খাঁটি জিনিষের আদর তারা বোঝে— আর আসল নাৎনিরা এত বেশি নিশ্চিত স্বত্বের দাবী নিয়ে নিশ্চিন্ত যে উদাসীন বললেই হয়—সেই জন্যেই তো যে সে ঢুকে পড়ে ভাণ্ডারে। এ নিয়ে কথা কাটাকাটি করে লাভ নেই। সাবধান হয় সেই মানুষ যে দামী রত্নের দাম বোঝে।

কাশ্মীরে আছিস শুনে লোভ হচ্চে। দেহটা অচল হয়েছে নইলে একবার দৌড় মেরে তোদের খবর নিয়ে আসতুম। এ জীবনে আপন খুশির পথে চলাফেরা আমার বন্ধ, পরের স্বাধীনতা পদে পদে হরণ করে তবে আমাকে চলতে হয়— এ নিয়ে অসুবিধে ঘটলে পরকে দোষ দিতে লজ্জা করি। আমার সমস্যা হচ্চে এই, এ অবস্থায় তোমার একটি নতুন মাতামহী সংগ্রহের বয়স যদি থাকত তা হলে সংগ্রহের প্রয়োজনই থাকত না। তা ছাড়া এ বয়সে জীর্ণ পাকযন্ত্রে মাতামহী পদার্থটা বদহজমী— সাহস হয় না। সাহস হয় না আরও কারণ আছে সে সব কথা তোর কাছে তুলতে ভয় করি।

মংপুর জীবনযাত্রা কাশ্মীরের তুলনায় সঙ্কীর্ণ, পাহাড়গুলোর আভিজাত্য নেই— মাথায় নেই তুষারকিরীট— যে পাগড়িটা পরে সেটা ঘোলা রঙের মেঘের। চারিদিকটা অত্যন্ত বদ্ধ। আমি ভালোবাসি খোলা আকাশ,— এখানে আকাশে পাহারা বসে গেছে। এতদিনে পালাতুম কিন্তু ওদিকে খবর আসচে সমভূতলে জষ্টিমাসের প্রতাপ অসহ্য। কাল সুধাকান্তর চিঠিতে খবর পাওয়া গেল চিঠি লেখা দুঃসাধ্য কেননা লিখতে গেলে ঘামতে ঘামতে আঙুলগুলো ক্ষয়ে কিছুই বাকি থাকে না। প্রায় তো শেষ হয়ে এলো জষ্টিমাস— মনে মনে ভাবচি আষাঢ় পড়লেই নব বারিধারার সঙ্গে সঙ্গেই নেবে পড়ব নিম্নভূতলে, কোনো বাধা মানব না।

এ চিঠি তোরা পাবি কি না জানি নে নিতান্ত যদি না পাস দেখা হবে সশরীরে মালঞ্চে। তখন আকাশে দেখা দেবে শ্যামল মেঘ, আর নিকুঞ্জগৃহে শ্যামলবরণী— চোখ জুড়িয়ে যাবে।

এখানে আলু আর অনিল আমার সহচর। ওদের পেট ভরে ভোজন এবং পেট ভরে বিশ্রাম। এখানকার মেঘাচ্ছন্ন পাহাড়ের মতো ওরা তন্দ্রাবিষ্ট। কর্মের তাগিদে অনিলকে যেতে হবে বাইশে কিম্বা পঁচিশে— আমাকেও একটা জরুরী কর্মের অছিলা জোগাড় করতে হবে। কারণ আমার "মন বলে যাই যাই যাই গো"। জানিস্ তো বাবু changes his mind। কথা ছিল রথী এসে আমাকে কালিম্পঙে নিয়ে যাবে। সে তো নলকূপের নলকে গভীর থেকে গভীরতরে নিয়ে চলেছে— আর বউমা চড়ে

বসে আছেন কুমায়ুন গিরিশিখরে— আমি নিঃসহায়। চুপচাপ বসে অন্তর্ধানের চিন্তায় আছি। এ সম্বন্ধে একটা কথার আভাস দিলেই হাজারটা কথার উৎপত্তি হবে— ভালমানুষের মত নিঃশব্দে মনের মধ্যে পাঁচ কষচি।

মৃণালিনী আদর করে আমাকে যে চাদর পাঠিয়েছিল সেটা যথাসময়ে পেয়েছি। সিঙ্গাপুরে ওদের অভ্যর্থনা সভার খবর পেয়েছি— এখনো জাভায় পৌঁছসংবাদ পাই নি। নটরাজ পথিমধ্যে রেঙ্গুনে খুব ধুমধাম করেছে। ভদ্রলোক আস্ত ফিরলে হয়।

এ জায়গায় খবরের খুবই অভাব। সম্প্রতি খুব একটা বড়ো খবরের উদ্ভব হয়েছে—নলিনীরঞ্জনের কাল এখানে আগমন— আজ সকালে এখনি তাঁর তিরোভাব। আমার যাওয়া আসা যদি এ রকম অবাধ হোত তা হলে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিতুম। ওখানে তোরা পলিটিক্‌স্ নিয়ে আলোচনা করিস্ কি? হতভাগা বাংলাদেশে আলোচনার অভাব নেই; সমাধানেরই অভাব। ইতি ১১।৬।৩৯

দাদামশাই

পৌত্রী শ্রীনন্দিনী দেবীকে লিখিত

তৃতীয়া[1]

কাছের থেকে দেয় না ধরা, দূরের থেকে ডাকে
তিন বছরের প্রিয়া আমার, দুঃখ জানাই কা'কে ?
কণ্ঠেতে ওর দিয়ে গেছে দখিন হাওয়ার দান
বসন্ত তার দোয়েল শ্যামার তিন বছরের গান ;
তবু কেন আমারে ওর এতই কৃপণতা,
বারেক ডেকে পালিয়ে সে যায়, কইতে না চায় কথা।
তবু ভাবি, যাই কেন হোক্, অদৃষ্ট মোর ভালো,
অমন সুরে ডাকে আমার মাণিক আমার আলো।
কপাল মন্দ হলে টানে আরো নীচের তলা,
হৃদয়টি ওর হোক্ না কঠোর, মিষ্টি ত ওর গলা॥

আলো যেমন চম্‌কে বেড়ায় আমলকির ঐ গাছে
তিন বছরের প্রিয়া আমার দূরের থেকে নাচে।
লুকিয়ে এসে বিলিয়ে গেছে বনের হিল্লোল
অঙ্গে উহার বেণুশাখার তিন বছরের দোল।
তবু, ক্ষণিক রঙ্গ-ভরে হৃদয় করি' লুট
নাচের পালা ভঙ্গ করে' কোন্‌খানে দেয় ছুট।

---

১ পূরবীতে প্রকাশিত কবিতার পাঠান্তর। শ্রীমতী নন্দিনী দেবীর উদ্দেশে লেখা।

আমি ভাবি, এইবা কি কম, প্রাণে ত ঢেউ তোলে,
ওর মনেতে যা হয় তা হোক্ আমার ত মন দোলে।
হৃদয় না হয় নাই বা পেলেম, মাধুরী পাই নাচে,
ভাবের অভাব রইল না হয়, ছন্দটা ত আছে॥

বন্দী হ'তে চাই যে কোমল ঐ বাহুবন্ধনে
তিন বছরের প্রিয়ার আমার নাই সে খেয়াল মনে
শরৎ প্রভাত দিয়েছে ওর সর্ব্ব দেহে মেলে'
শিউলি ফুলের তিন বছরের পরশখানি ঢেলে'।
বুঝতে নারি তবু কেন আমার বেলায় ফাঁকি
ভরা নদীর জোয়ার জলে কলস ভরে না কি?
তবু ভাবি, বিধি আমায় নিতান্ত নয় বাম,
মাঝে মাঝে দেয় সে দেখা, তার ত আছে দাম।
পরশ না পাই, হরষ পাব চোখের চাওয়া চেয়ে,
রূপের ঝোরা বইবে আমার বুকের পাহাড় বেয়ে

কবি বলে' লোকসমাজে আছে আমার ঠাঁই,
তিন বছরের প্রিয়ার কাছে কবির আদর নাই।
যাই হোক মোর কীর্ত্তিকলাপ ওর কাছে নাই মান,
আজ বসেছি তারি দিতে উচিত প্রতিদান।

কেমন যে ওর মনের গতিক জানবে বিশ্বজনে,
এই কবিতা বুঝবে যখন লাগ্‌বে সরম মনে।
ওর আছে এক বাঁদর ছানা, আর আছে এক পুসি,
ঝগ্‌ড়ু বোকার সঙ্গ পেলে হয় কি বিষম খুসি।
যখন দেখি এমন বুদ্ধি, এমন তাহার রুচি,
আমারে ওর পছন্দ নয়, যায় সে লজ্জা ঘুচি' ॥

বয়স হলে ইচ্ছা হবে আকাশ পানে চেয়ে,
আবার হতে কবির প্রিয়া, তিন বছরের মেয়ে।
ইচ্ছা হবে, কালো তাহার তরল চাহনীতে
শ্রাবণ মেঘের তিন বছরের সজল ছায়া নিতে।
ইচ্ছা হবে ছন্দে আমার গড়তে নাচের ছাঁদ,
জলের ঢেউয়ের তালে যেমন দোলায় ছায়ার চাঁদ।
সাঁওতালিনী, নেপালিনী, সঙ্গী তাহার নানা,
ছাগল বাছুর ভোঁদা কুকুর বাঁদর বেড়ালছানা,
ঝগ্‌ড়ু বোকা, বুড়ো মালী, বজায় রইবে সবে,—
কবির বিশ্বে ছোট বড় সবারি ঠাঁই হবে ॥

দাদামশায়

[বুয়েনোস্ এ য়ারিস্
৪ ডিসেম্বর, ১৯২৪]

[১]　　　　　　ওঁ　　　　　　[পোস্টমার্ক

Paris, 3. V. 1930

পুপুমণি

বাবা লিখেচেন তোমাদের ওখানে বৃষ্টি মেঘ অন্ধকার। আমাদের এখানে রোদ্দুর আছে অনেক— যদি লেফাফায় মুড়ে খানিকটা পাঠিয়ে দিতে পারতুম তো বেশ হত। বাবাকে বোলো কাল এখানে আমার ছবি দেখানো হল— লোকে খুসি হয়েচে— সে অনেক কথা— লিখতে গেলে অনেকক্ষণ লাগ্‌বে— আঁদ্রে খুব বড়ো করে লিখ্‌বে বলেছে।

আজকাল রোজ রোজ খুব লোকজন আসতে আরম্ভ করেচে। সবাই জানতে পেরেচে আমি এখানে এসেচি। পালাতে যদি পারতুম তো খুসি হতুম। তোমার পুতুলের বাক্সর মধ্যে আমাকে লুকিয়ে রাখ্‌লে না কেন? তোমাদের ওখানে যে রকম ঠাণ্ডা তাতে বোধ হয় তোমার পুতুলের সর্দ্দি কাশি আরম্ভ হয়েচে— তাই এই রুমালটা পাঠিয়ে দিলুম।

দাদামশায়

* Geneve

7, Rue de l' Universite

পুপুমণি

দাদা মশায়ের অবস্থা খুব খারাপ। টেবিলে কাগজ পত্র ছড়াছড়ি যাচ্চে, রঙীন কালীর দোয়াতগুলো সমস্ত এলোমেলো ---কলম পেন্সিল কোথায় কি আছে তার ঠিকানা নেই। চষমা চোখে থাকে অথচ খুঁজে বেড়ায়। একটা মস্ত ঝোলা কাপড় পরে থাকে, তাতে লাল রং নীল রং হলদে রঙের দাগ। আঙুলে হাতে রঙের দাগ লেগে থাকে, সেই হাত দিয়ে টেবিলে খেতে যায় লোকেরা দেখে মনে মনে হাসে। রোজ রোজ তার সেই এক ঝোলা কাপড়খানা দেখেও তাদের হাসি পায়। ভোর বেলা বিছানা থেকে উঠে বসে থাকে তখন আর কেউ ওঠে না। ক্রমে বেলা ছটা বাজে, সাতটা বাজে, আটটা বাজে— তখন আরিয়াম সাহেব শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করে, কাল রাত্তিরে আপনার ঘুম হয়েছিল তো। দাদামশায় বলে, হাঁ, বেশ ভালো ঘুম হয়েছিল। তার পরে ঢং ঢং ঢং ঘণ্টা বাজে— খবর পায় পাশের ঘরে খাবার এসেচে। গিয়ে দেখতে পায়, একটা ডিম সিদ্ধ, রুটি টোষ্ট, মাখন আর চা। খেয়ে সেই টেবিলে এসে বসে। বসে বসে লেখে।

এণ্ড্রুজ সাহেব মাঝে মাঝে এসে গোলমাল করে যায়। লোক-জন দেখা করতে আসে। বেলা দশটা এগারোটা হয়। তখন হঠাৎ মনে পড়ে এইবার স্নান করতে হবে। স্নান করে এসে কেদারায় বসে বিশ্রাম করে। তার পরে লাঞ্চ্। শাক সবজি আলু টোমাটো রুটিমাখন ইত্যাদি ইত্যাদি। তার পরে কিছু বিশ্রাম, কিছু কাজ, কিছু লোকজনের সঙ্গে কথাবার্ত্তা। এমনি করে দিন চলে যায়। সাড়ে চারটের সময় চা। সেই সঙ্গে পাঁচজনের সঙ্গে বকাবকি। তারপর আটটা বাজলে খাওয়া। সেই রকম শাক সবজি আলু টোমাটো রুটি মাখন। লোক-জনের সঙ্গে আলাপ করতে করতে রাত হয়ে যায়। তার পরে দাদামশায় শুয়ে পড়ে বিছানায়। তার পরে সমস্ত রাত্তির যে কি হয় তা সে জানতেও পারে না। আজ আর সময় নেই। ইতি ২১ অগস্ট ১৯৩০

দাদামশায়

৩ ওঁ মস্কৌ

পুপুমণি
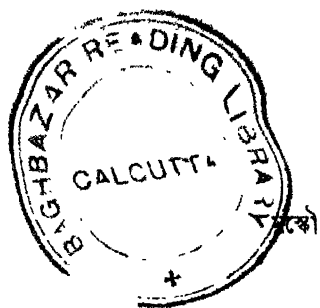
আমি কোথায় সে তুমি মনে করতে পারবে না। একটা মস্ত বাড়ি, চমৎকার বাগান, যত দূর চেয়ে দেখা যায় বড় বড় গাছের বন। আকাশে মেঘ করে আছে, খুব শীত, বাতাসে লম্বা লম্বা গাছের মাথা দুল্‌চে। অমিয় বাবু আছেন মস্কৌ সহরে, আরিয়াম গেছেন আর এক জায়গায়, আমার সঙ্গে আছেন ডাক্তার টিম্বার্স। ঘড়ি কাছে নেই কিন্তু বোধ হয় এখন সকাল আটটা হবে। আমি যখন ঘুম ভেঙে জেগে উঠলুম তখন জানলার বাইরে দেখলুম অন্ধকার, আকাশভরা তারা। চুপ করে শুয়ে পড়ে রইলুম। তার পরে যখন অল্প একটু আলো হল বিছানা থেকে উঠে মুখ ধুয়ে চিঠি লিখ্‌তে বসেছি। প্রথমে বাবাকে একটা বড় চিঠি লিখেচি তার পরে তোমাকে লিখচি। কিন্তু ক্ষিদে পেয়েচে। এখনি হয় তো এখানকার দাসী ডিম রুটি আর চা নিয়ে আসবে। তুমি হয় ত এতক্ষণে জেগেছ, তোমার কোকো খাওয়া হয়ে গেছে। বাইরে বেড়াতে গেছ কি? কিন্তু তোমাদের ওখানে হয় ত মেঘ করে বৃষ্টি হচ্চে। আজ বিকেলে মোটর গাড়ি চড়ে এখান থেকে আবার মস্কৌ সহরে চলে যাব। সেখানে একটা

হোটেলে আমরা থাকি। এখানকার মতো এমন সুন্দর সাজানো বাড়ি নয়, আর সেখানে যে খাবার জিনিষ দেয় সেও ভালো নয়। তাই ইচ্ছে করে শান্তিনিকেতনে চলে যাই। এবারে সেখানে ফিরে গিয়ে আর কিছুতেই নড়ব না। কেবল ছবি আঁকব। আর ভোরের বেলা বনমালী গরম কফি আর রুটি টোস্‌ট্‌ নিয়ে আসবে। তারপরে সেই কাঁকর বিছানো বাগানে বেড়াতে যাব, একটা লম্বা লাঠি হাতে নিয়ে। তার পরে— এখন থাক্‌। খাবার এসেচে। কি এসেচে বলি। কফি, রুটি, মাখন মাছের ডিম, দু রকমের চিজ্‌, ক্রিমের দই আর দুটো ডিম সিদ্ধ। তা ছাড়া, আঙুর, পিয়ার, আপেল। খাবার হয়ে গেলে পর গরম জলে স্নান করে এসে আবার লিখতে বসেচি। এখন মেঘ অনেকখানি কেটে গেচে— রোদ্দুর দেখা দিয়েচে— গাছের ডালগুলো বাতাসে নড়চে আর পাতাগুলো ঝিল্‌মিল্‌ করে উঠ্‌চে, আর কত রকমের পাখী ডাক্‌চে তাদের চিনিনে। আজকে আর সময় নেই। ইতি ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৩০

দাদামশায়

পুপুমণি,

বেশি দেরী কোরো না। এইবার চলে এসো। কেননা পাণ্ডবদের এবার খুব মুস্কিল। বন থেকে ফিরে এল, তেরো মাস কেটে গেল। কিন্তু দুষ্ট দুর্যোধন বল্‌চে কোনোমতেই রাজ্য ফিরিয়ে দেব না। লড়াই করতে হবে। তাই বলচি তাড়াতাড়ি এসো, নইলে লড়াই বন্ধ হয়ে থাক্‌বে। ভীম তাহলে ছট্‌ফট্‌ করে মরবে— তার গদা দেয়ালের কোণে ঠেসান দিয়ে রেখেচে; সে থেকে থেকে লাফ দিয়ে দিয়ে বলে উঠচে দুঃশাসনকে একবার পেলে হয়। অর্জ্জুনের ইচ্ছে, আর একটু দেরি না করে কর্ণের বুকে পিঠে তীর মেরে মেরে তিনশোটা ছেঁদা করে দেয়। তুমি এলেই তখনি লড়াই সুরু হয়ে যাবে। কুরুক্ষেত্রে হাজার হাজার তাঁবু পড়ে গেছে— কত হাতি কত ঘোড়া কত রথ তার ঠিক নেই।— ধীরেন কাকা থেকে থেকে পাল্লারামের পেটে ফাউন্টেন্‌ পেনের খোঁচা মারচে, পাল্লারাম চেঁচিয়ে উঠ্‌চে; দিন্‌ দা থাকলে পাল্লারামের রক্ষা ছিল না। বনমালীর মাথায় সেই টুপিটা নেই, তার বুদ্ধিও অনেকটা কমে গেছে। ২০ আষাঢ় ১৩৩৮

দাদামশায়

পুপুদিদি

তুমি যখন দার্জিলিং যেতে লিখেচ তখন নিশ্চয় যাব। কিন্তু মা যদি গরম কাপড় না দেয় তাহলে শীতে মরে যাব। তোমার ওভারকোট আমার গায়ে হবে না। ওদিকে সে[১] এসে আমার বালাপোষখানা গায়ে দিয়ে চলে গেছে। বৃষ্টিতে তার নিজের ছেঁড়া চাদরখানা ভিজে গিয়েছিল সেইটে ফেলে দিয়ে গেছে। বনমালীকে ঐ চাদরটা দিতে চাইলুম সে নিলে না। ওটাকে সরবৎ ঢাকবার কাজে লাগাব মনে করচি। আমার হলদে রঙের ভালো চটি জোড়াটাও সে নিয়েচে।

ইলিষ মাছ ভাজা দিয়ে ভাত খেয়ে এলুম। ইলিষ মাছের ডিম ভাজা ছিল সে বললে আমি খাব। তাকেই দিলুম। তবু তার খিদে ভাঙে না। লাউ দিয়ে বড়ি দিয়ে ঘণ্ট তৈরি হয়েছিল সেটাও খেলে। তারপরে পায়েস খেলে দুবাটি, শেষকালে দুটো আতা। বলে গেল, চা খাবার সময় আসবে, তার জন্যে যেন নিমকি তৈরি থাকে। নিমকির সঙ্গে দই দিয়ে শসার চাটনি খাবে এই তার ফরমাস। ইতি ২৩ আশ্বিন ১৩৩৮

দাদামশায়

১ রবীন্দ্রনাথের 'সে' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য

ওঁ

* On Board
Houseboat "Padma"
[চন্দননগর]

পপুদিদি

তুমি ভীষণ গরমে শুকিয়ে যাচ্চ খবর পেয়েই তাড়াতাড়ি এখান থেকে দুই এক পসলা ভালো জাতের বৃষ্টি পাঠিয়ে দিয়েচি —পেয়েচ কিনা খবর দেবে। বোধ হয় মাঝে মাঝে আরো কিছু কিছু পাঠাতে পারব অতএব তোমার হংস পরিবারের জন্যে বেশি ভাবনা কোরো না। আমি এখানে নির্বাসনে আছি, শ্যামলী এখনো আমার আসন প্রস্তুত করে নি— যখন সে তৈরি হয়ে ডাক দেবে আমিও দেরি করবনা। হয় তো আরো দু হপ্তাখানেক দেরি হতে পারে। তোমাদের ঘাস তো সব শুকিয়ে গেল সকাল বেলায় হাঁস চরাবার জায়গা পাও কোথায়? প্রথম কিছুদিন বোটে ছিলুম— সামনের ঘাটে লোক জমা হয়ে হাঁ করে তাকিয়ে থাকত। লিখচি পড়চি খাচ্চি আঁকচি ঘুমোচ্চি সমস্তই তাদের দৃষ্টির সামনে। বাইরে এসে বসলে তারা নৌকোর পাশে এসে ভিড় করে— লুকিয়ে থাকতে হোত কামরার মধ্যে,— শেষকালে এই খাচার থেকে বেরিয়ে পড়তে হোলো। এখন আছি গঙ্গার ধারে এক বাড়িতে— চারিদিক খোলা, গঙ্গা

একেবারে গা ঘেঁষে চলেছে— আরামে আছি। লোকজনের সমাগম সম্পূর্ণ নেই তা বলতে পারিনে। সদর দরজা বন্ধ করে তাদের কতকটা ঠেকানো যায়। আম এক ঝুড়ি বোধ করি পেয়েচ— কিছু খেয়ো কিছু বিতরণ কোরো। ইলিষ মাছ পাঠাবার চেষ্টায় আছি। ইতি ২০ জুন ১৯৩৫

দাদামশায়

[৭]

ওঁ

পুপুদিদি

তোমার তিনটে কুকুরের গলা শুনতে না পেয়ে অত্যন্ত ফাঁকা ঠেকচে। শুনলেম তুমি আরো একটা সংগ্রহ করেচ— আরো পশু সংখ্যা যদি বৃদ্ধি করো তাহলে শান্তিনিকেতনে মনুষ্য সংখ্যা কমাতে হবে জায়গা হবে কোথায়— তাছাড়া সকালে আমার রুটি তোসের গুঁড়োও পাওয়া যাবে না। এখানে জায়গাটা ভালো— কিন্তু তোমাকে যে নিমন্ত্রণ করব সে সাহস আমার নেই। সোমবার

দাদামশায়

পুপুদিদি

তুমি ভয় করেছ তোমার হাঁসগুলো আমার জানলার কাছে চেঁচামেচি করে আমার লেখাপড়ার ব্যাঘাত করে। এমন সন্দেহ কোরো না। তুমি ছড়ি হাতে ওদের যে রকম সাবধানে মানুষ করেছ অভদ্রতা করা ওদের পক্ষে অসম্ভব। ওরা আমাকে যথোচিত সম্মান করে যথেষ্ট দূরে থাকে। তা ছাড়া তোমার গাঙুলি মশায়ের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া ওদের কর্ম্ম নয়। তোমার সুনন্দা পিসি পূর্ণিমা পিসি প্রায় তোমার হাঁসেদের মতই ভদ্র,— মাঝে মাঝে দেখা দেয়, কথাবার্ত্তা কয় না। হাঁসেদের চেয়ে এক হিসাবে ভালো— প্রায় কিছু না কিছু মিষ্টি তৈরি করে। খুব চেষ্টা করি খেতে, সব সময়ে পেরে উঠিনে। সেদিন একটা লাড্ডু বানিয়েছিল, ভেবেছিলুম অ্যাবিসিনিয়ায় পাঠিয়ে দেব কামানের গোলা করবার জন্যে। কিন্তু সুধাকান্ত বাহাদুরি করে সেটা খেলে, প্রায় তার চোখ বেরিয়ে গিয়েছিল। একটু ঘিয়ের ময়ান দিলে আমিও সাহস করে মুখে দিতে পারতুম—কিন্তু ও বৌমার খরচ বাঁচাচ্চে— তিনি ফিরে এসে দেখবেন ভাঁড়ারে তাঁর ঘিয়ের কিছু লোকসান হয় নি। তোমার বাবা ব্যস্ত

আছেন প্রতিদিন পিকনিক করতে এবং মাছ ধরতে গিয়ে মাছ না ধরতে। আমি রোজই পিকনিক করি আমার খাবার ঘরটাতে— আর কাউকে যোগ দিতে ডাকি এমন আয়োজন নেই। ইতি ২২।১০।৩৫

দাদামশায়

ওঁ দ্বারিকানাথ ঠাকুরের গলি
কলিকাতা

পুপু দিদি,

যে ছিল মোর ছেলেমানুষ হারিয়ে গেল কোথা,
পথের ভুলে পেরিয়েছিল মরা নদীর সোঁতা।
কোন্ বুড়োমির পাঁচিলে তায় রাখল আড়াল করে,
জড়িয়ে তাকে দিল স্বপন-ঘোরে।

হঠাৎ তোমার জন্মদিনের আঘাত লাগ্‌ল দ্বারে
ডাক দিল সে কোন্ সেকালের ক্ষ্যাপা বালকটারে।
সেই যে ছেলে-আমি
ডাক শুনে সে এগিয়ে এসে হঠাৎ গেল থামি।

বল্‌লে, শোনো, ওগো কিশোরিকা,
রবীন্দ্রনাথ কুষ্ঠিতে যার লিখা
নামটা সত্য, সত্য শুধু তারিখটা মাত্তর,
তাই বলে তো বয়সটা তার নয়কো ছিয়াত্তর।
কাঁচা প্রাণের দৃষ্টি যে তার জগৎটা তার কাঁচা
বাঁধে নি তায় বিষয়লোভের খাঁচা।
পায় যদি সে আশা
তোমার লীলার আঙিনাতে বাঁধবে সে তার বাসা।

এই ভুবনের ভোর বেলাকার গান
পূর্ণ করে রেখেছে তার প্রাণ,
সেই গানেরই সুর
তোমার নবীন জীবনখানি করবে সুমধুর ॥

১৩ অগ্রহায়ণ ১৩৪৩ দাদামশায়

ওঁ

* "Uttarayan"
Santiniketan, Bengal

পুপুদিদি

বাপরে কী গরম। মাঝে মাঝে আকাশ মেঘে ঢাকা, যেন কম্বলঢাকা রুগির মত, আর হাঁপিয়ে ওঠে সমস্ত জগৎটা। পালিয়েছ খুব ভালো করেছ। ইতিপূর্বে কিছুদিন আগে প্রত্যহ ঝড় বৃষ্টি হয়ে আকাশের মেজাজটা ঠাণ্ডা হয়েছিল— এমন কি, গায়ে কাপড় জড়িয়ে বসেছিলুম। ভেবে ছিলুম গরমের দিন ফুরোলো। গরম লুকিয়েছিল কোথায় আকাশের কোণে— লাফ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে পৃথিবীর উপরে। হঠাৎ এক বার মেঘ জটলা করচে— আশা হচ্চে আর একবার জুড়িয়ে দেবে হাওয়া। কিন্তু বৃষ্টির দুতিন দিন পরেই আকাশের মেজাজ আরো বিগড়িয়ে যায়। আমাদের এই রকম অবস্থা। দাদামশাই।

দাদা

তোমার হাঁসের জন্যে কোনো ভাবনা নেই। আমি যেখানে বসে লিখচি তার জানলার সামনে রোজ তারা চরতে আসে, গুণে দেখিনি, কিন্তু দলের বহর দেখে বেশ বোঝা যায় তারা সুস্থ শরীরে তোমার জন্যে অপেক্ষা করচে— ডানায় তাদের অতগুলো কুইল্ থাকা সত্বেও তোমাকে তারা চিঠি লিখতে পারে না এই দুঃখ জানিয়ে তারা কঁ্যা কঁ্যা করে চেঁচায়— তাই তাদের হয়ে আমাকেই লিখতে হয়। কিন্তু তোমার হাঁসের ডিমগুলোর কোনো সাড়াশব্দ নেই--- তাদের খবর বলতে পারব না, এটুকু জানি রান্নাঘরে তাদের গতি হয় নি। কিন্তু তোমার বন্ধু গাঙ্গুলি মশায় হাঁসের ডিমের মতো নয়— তাঁর গলা এখানকার সব আওয়াজ ছাড়িয়ে শোনা যাচ্চে— তাঁকে ডাকাতে ধরে নি একথা নিশ্চয় জেনো। ইতি ১৭ অক্টোবর ১৩৪৫।[১]

দাদামশাই

[১] ইং ১৯৩৮

ওঁ

* "Uttarayan"
Santiniketan, Bengal

দিদিমণি

আর দেরি নয়, ধাঁ করে চলে এস। নিতান্তই যদি গরম না যায় তাহলে গরমটাকে পাখার হাওয়া আর আইস্‌ক্রিম দিয়ে মিশোল করে নিয়ে দুজনে মিলে ভাগ করে নেব। একটু যেন তাপ নেমে আসচে, এবার আকাশের জ্বর ছাড়বে বলে আশা করচি। আজ আকাশে মেঘ ঘনিয়ে আসচে বৃষ্টি হওয়ার ভাব দেখা যাচ্চে— বলতে বলতে ভিজে মাটির গন্ধ পাচ্চি— এক পসলা বৃষ্টি নাম্‌ল বুঝি।

এবারে আমাদের দুঃখের দিন গেচে সন্দেহ নেই— মনটা উড়ত কালিম্পঙের দিকে, কিন্তু এখানে নানা দরকার ছিল— ঘেমেছি আর কাজ করেছি। অল্প কয়েকদিন ছবি আঁকতে পেরেছি— ঐ শোনো শিউলি গাছের পাতায় বৃষ্টি জলের পট্‌পট্‌ শব্দ। ইতি ৬ কার্তিক ১৩৪৫

দাদামশায়

পুপুদিদি

পাহাড়ের ডগায় ভালো হোটেলে বাস করচ, চারদিকে বন্ধুবান্ধবের দল, বেশ আছ ভালো। এখানে কোণে বসে বসে আমি তোমাদের ঈর্ষা করি। কিন্তু যে মুহূর্তে সেই বেরিলি স্টেশনের ছবি মনে আসে আর হাত জোড় করে বলি ও মুলুকে আর নয়। এখানে এসে অবধি আমার শরীর ঠিক পূর্বের মতো নেই। কালিম্পঙে ছিলুম ভালো। কিন্তু সেখানে ঘর শূন্য — আমার সহায় কেউ নেই যে আমাকে ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু একটু অত্যুক্তি করচি— এখানে সেবা যত্নের অভাব নেই ঘর দুয়োরগুলোও ভালো— এখানকার নির্জ্জনতাও প্রায়ই আমার মনকে খুব জড়িয়ে ধরে— একেবারে কবির উপযুক্ত। কিন্তু পাহাড়গুলো বড়ো বেঁটে— দরোয়ানদের মতো কেবল আকাশ আটক করে ধরে পাহারা দিচ্চে। আরো বেশ একটু রাজকীয় চালে মাথা তুলে দাঁড়াত যদি তাহলে গিরিরাজের মহিমা তুষারমুকুট পরে সামনে বিরাজ করত--- আর তাই যদি না হোলো বেশ অনেকটা মাথা হেঁট করে ধরণী মাতাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে যদি তাঁর দিগন্তকে করত অবারিত তাহলে আমার সমতলবাসী মন খুশি হোত।

জীবনে এমনি প্রচুর খুশি ভোগ করেছি অনেক কাল, যখন ছিলেম শিলাইদহের চরে পদ্মার উদার নির্মল নির্জনতায়। সেই নির্বাক নিস্তব্ধতার বাহুবেষ্টনের জন্যে প্রায়ই মন কেমন করে। কিন্তু কী জানি এখন হয় তো মনেরই বদল হয়ে গেছে— সেই শিলাইদহের সঙ্গে হয় তো আর খাপ খাবে না। এখন বাবু কেবলি changes his mind— কেবলি বাসা বদল করবার মেজাজ তার।— ছুটি ফুরোলে শান্তিনিকেতনে কোথায় গিয়ে মাথা গুঁজব জানিনে, শ্যামলী না ধবলী না আর কোথাও। কিন্তু বৌমা হয় তো তখনো পাহাড়ে থাকবেন— তাঁর শরীরের পক্ষে হয় ত সেই ভালো। এমন অবস্থায় মনে করচি আমি পালাব গঙ্গাতীরে— কালতায়।— খাবার এসেচে— তাগিদ চলচে। ইতি ৭।৬।৩৯

দাদামশাই

[১৪]

ওঁ

মংপু

[জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৬

পুপুদিদি

তোমার চিঠি পড়ে খুব লোভ হচ্চে, বেশ আছ। আমার ভাগ্য ভালো নয়, মংপুতে এলুম, উন্নতি হোলো প্রায় পাঁচ হাজার ফুট কিন্তু স্বাস্থ্যের উন্নতি একটু হোলো না, বরঞ্চ খারাপ। পালাতে ইচ্ছে করচে— কিন্তু জ্যৈষ্ঠ মাস পাহারা দিচ্চে নিচের ভূতলে, সাহস হচ্চে না। একটা খবর ভালো— এবার কার্বলিক এসিড লাগিয়ে কেন্নই তাড়ানো গিয়েছে। কেদারা আঁকড়ে আছি, দেখচি মেঘ রৌদ্রের খেলা, কাজকর্মে মন নেই— মনে ভাবচি মোটের উপরে শান্তিনিকেতনটা জায়গা ভালো।

দাদামশাই

কল্যাণীয়াসু

পুপুদিদি পাহাড়ের খবর নিতে চেয়েচ। অবস্থা ভালোই। প্রথম যখন এসেছিলুম তখন মনে হয়েছিল মংপুটাকে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় ধরেছে। সেটা এখন কেটে গেছে— রোদ্দুর দেখা দিচ্চে— মাঝে মাঝে কুয়াশাও বেরোয়, পকেট থেকে ভিজে রুমালের মতো। বেগ্‌নি পাহাড়ের কাঁধে সাদা মেঘের উত্তরীয় ঝুলচে— ঘন অরণ্য চলে গিয়েছে ঢালু উপত্যকা বেয়ে, সবুজ রঙের প্লাবনের মতো। আমার দিন প্রায় কাটে, খোলা বারান্দায়, আধো জাগা আধো ঘুমোনো অবস্থায়— কাজের তাগিদ দিলে এখনো শরীরটা বেঁকে দাঁড়ায়। মনে করি কিছু লিখব কিন্তু কলমটাকে জাগিয়ে তুলতে পারিনে।

শান্তিনিকেতনের স্মৃতি এখনো ঝাপসা হয় নি— মনটা সেই দিকেই ঝুঁকে আছে। আমি সমভূমির মানুষ— চোখের সামনে চাই অবারিত আকাশ, আর গায়ের উপরে চাই হাল্‌কা কাপড়— মোটা কাপড়ে জবড়জঙ্গ হয়ে পাথরের পাহারায় বন্দী হয়ে থাকতে মন যায় না। ইতি ১৯।৯।৩৯

দাদামশাই

ওঁ

"Uttarayan"
Santiniketan, Bengal

কল্যাণীয়াসু

পুপুদিদি তুমি তো দৌড় দিলে বোম্বাই তার পর থেকে একদিনো আমার ছুটি নেই— একটা না একটা কাজের বন্ধন আমাকে বেঁধেছে। সামনে এখনো বাকি আছে অনেকগুলো। মহাত্মাজি এসেছিলেন, কাল চলে গেলেন। অতিথি প্রতিদিনই আসচেন— আজ প্রশান্তর সঙ্গে আসবেন একজন আমেরিকান বিজ্ঞানী— কাল আমাকে যেতে হবে সিউড়ি, সেখানে মেলা উদ্‌ঘাটন করা চাই— সমস্ত দিন যাবে এই কাজে। তার পরে এক সময় যেতে হবে বাঁকুড়ায়— নিমন্ত্রণ আছে। সেখানে দু'টো চারটে দিনরাত্রি যাবে কেটে। এই রকম চলে যাবে মার্চ মাসের শেষ পর্যন্ত। তার পরে খুব সম্ভব গরম পড়লে মংপুতে আমাকে টানবেন মৈত্রেয়ী। এখানে শীত চলচেই— ভালো লাগচে না— দিন রাত মোটা মোটা কাপড়ে বন্দী করে রেখেছে, বাইরে বসে বসন্তকাল ভোগ করবার জন্যে মন উৎসুক হয়ে আছে। ওখানে গিয়ে জ্বরে পড়েছিলে শুনে ভালো লাগল না। ওখানে তো বায়োকেমিক বড়ি জুটবে না— কুইনীন মিকশ্চার তোমার কপালে আছে।— মহাত্মাজিকে চণ্ডালিকা

দেখানো হোলো, খুশি হয়েছেন। তার পরে এখন থেকে চলবে চিত্রাঙ্গদার রিহার্সাল। ভেবেছিলুম ডাকঘর করব কিন্তু এত বেশি ক্লান্ত যে কিছুই করতে ইচ্ছে করে না। চণ্ডালিকায় মা সেজেছিল মমতা— খুব ভালো অভিনয় করেছিল। বুড়ি দিদির অভিনয়ের তো কথাই নেই। আমার সর্বান্তঃকরণের আশীর্বাদ জেনো, অজিতকে জানিয়ো। ইতি ২০।২।৪০

দাদামশাই

কল্যাণীয়াসু

পুপুদিদি তোমাদের বোম্বাইয়ের ডাকঘরের উপর আমার আর বিশ্বাস নেই— বোধ হয় ভালো চিঠির সন্ধান পেলেই সেটা চুরি করে নেয়। পরের চিঠিতে ওদের ঝুলি ভরতি হয়ে আছে— সেগুলো ভালো করে ঝেড়ে ঝুড়ে দেখো তো।

বিষম ব্যস্ত হয়ে আছি। অক্‌স্‌ফোর্ড থেকে ডিগ্রি আসছে, ঘাড়ের উপর চাপিয়ে দেবে। খুব ভারি ভারি নামধারী লোকের সমাগম হবে কোথায় তাদের জায়গা দেওয়া যাবে ভাবনা পড়ে গেছে— তোমার বাবার ঘরে মীটিঙের পর মীটিঙ বসে গেছে— আমি তার কাছ দিয়ে ঘেঁষি নে— আমার দোতলার ঘরে বসে ঘোলের সরবৎ খাচ্ছি।

একটা অন্যায় কাজ হচ্ছে এই যে তোমাদের ওখানে আকাশ অনাবশ্যক বৃষ্টি ঢেলে দিচ্ছে আমাদের এখানে চাষীরা চাষের মাটি ভেজাচ্ছে চোখের জলে। বোম্বাই প্রেসিডেন্সির পক্ষে এটা লজ্জার কথা। এখানে হাওয়াও উঠছে খুব গরম হয়ে— দেবতার উপরে এটা রাগের লক্ষণ— কিন্তু যতই রাগছে গরম ততই আরো বেড়ে উঠছে। তোমাদের তো সমুদ্র আছে

হাওয়াও কম দেয় না, আমাদের সঙ্গে একটু ভাগ করে নিলে দোষ কী।

...চোখটা ক্রমশই খারাপ হচ্ছে— এর পরে মনে মনে চিঠিপত্র লেখা ছাড়া উপায় থাকবে না। তাতে চোখটাও বাঁচবে ডাকের খরচও বাঁচবে। এর পরের বারের চিঠি তুমি মনে মনে পড়ে নিয়ো। ইতি ২।৮।৪০

দাদামশায়

[১৮]

* "Uttarayan"
Santiniketan, Bengal

পুপুদিদি

আসচ শুনে খুশি। কিন্তু কলম আমার সরে না, বেশি লিখতে পারিনে। ভীমরাও শাস্ত্রীজিকে আমার আশীর্ব্বাদ জানিয়ো— বোলো এখানে তাঁর নিমন্ত্রণ রইল। খুব অল্প অল্প ঠাণ্ডা পড়তে আরম্ভ করেছে। যখন আসবে এখানে হীহী করবে শীতে। তোমার শাশুড়ির বোনা পশমের কাপড় পরচি। সবাই বলচে আমাকে দেখাচ্চে ভালো। বুড়ি দিদি মুগ্ধ হয়ে গেছে এক দণ্ড আমার কাছ ছাড়ে না।

আজ এই পর্যন্ত। আশীর্বাদ

৪।১২।৪০

দাদামশাই

[১৯] ওঁ "Uttarayan"
Santiniketan, Bengal
[মে, ১৯৪১]

পুপুদিদি

আঙুল যে চলে না কী করি বলো

তুমি আছ পাহাড়ে ঠাণ্ডায় আর আমাদের পোড়া কপাল কেবলি তেতে উঠচে— তাকিয়ে থাকি আকাশের দিকে মেঘ আসে জল আসে না। যদি আসে জল সে আসে চাষীদের চোখের কোণে।

ভাবতে কষ্ট লিখতেও কষ্ট অতএব এই পর্যন্ত।

আশীর্বাদ
দাদামশায়

পরিচয়

অজিত (পৃ. ১৭, ১৯)—অজিতকুমার চক্রবর্তী

অজিত (পৃ. ২৩৬)—শ্রীঅজিত সিং খাটাও, শ্রীনন্দিনী দেবীর স্বামী

অনিল, সেক্রেটারি—শ্রীঅনিলকুমার চন্দ

অমিতা—শ্রীঅমিতা ঠাকুর, শ্রীঅজিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী

অমিয়—শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী

অমিয়া—শ্রীঅমিয়া ঠাকুর

অরবিন্দ (পৃ. ২২)—শ্রীঅরবিন্দ বসু, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র

অসিত—শ্রীঅসিতকুমার হালদার

আশা—শ্রীআশা অধিকারী

আশু—সার্ আশুতোষ চৌধুরী

আলু—সচ্চিদানন্দ রায়, জগদানন্দ রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র

আঁদ্রে—ফরাসী চিত্রশিল্পী শ্রীমতী আঁদ্রে কার্পেলে

আরিয়াম—শ্রীআর্যনায়কম, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন অধ্যাপক

অ্যানা সেলিগ—জার্মান মহিলা

উমাচরণ—ভৃত্য

ওকাকুরা—ওকাকুরা কাকুজো, জাপানের সুবিখ্যাত মনীষী

কমল—দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী

কাসাহারা—শ্রীনিকেতনের প্রাক্তন জাপানী কর্মী

কালিমোহন—কালিমোহন ঘোষ

কুইনী—শ্রীঅমলা দত্ত, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রী

কৃপালানি, কৃষ্ণ—শ্রীকৃষ্ণ কৃপালানি, শ্রীনন্দিতা দেবীর স্বামী

এলা—সৌদামিনী দেবীর দৌহিত্রী

কেদার—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

গগন—গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

গবা—শ্রীব্রতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গাঙ্গুলিমশায়—শান্তিনিকেতনের অতিথিশালার ভূতপূর্ব পরিদর্শক

গুরুদয়াল—শ্রীগুরুদয়াল মল্লিক, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন অধ্যাপক

গোঁসাই—রাধিকা গোঁসাই, গায়ক

গোপাল—জোড়াসাঁকোর পুরাতন সরকার

গোরা—গৌরগোপাল ঘোষ, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র ও কর্মী

গৌরী—শ্রীনন্দলাল বসুর কন্যা

চারু ভট্টাচার্য—শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, বিশ্বভারতীর গ্রন্থনাধ্যক্ষ

জগদানন্দ—জগদানন্দ রায়

জগদীশ—আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু

জয়া—শ্রীজয়শ্রী দেবী, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা

জায়জি—শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রীজাহাঙ্গীর ভকিলের কন্যা

জীবন—শ্রীজীবনময় রায়, চিকিৎসক ও শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন অধ্যাপক

জ্ঞান—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভ্রাতা

জ্যোৎস্না—শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রী

ঝগড়ু—ভৃত্য

ঝুনু—শ্রীসাহানা দেবী

টিম্বার্স—মার্কিন ডাক্তার, শ্রীনিকেতনের প্রাক্তন কর্মী

'তোর দিদি'—শ্রীপূর্ণিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, এলাহাবাদ

'তোর মেজমা'—জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের পত্নী

দিনু, 'দিনদা'—দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

দুর্গা—জগদানন্দ রায়ের কন্যা

দেবল—শ্রীকাশীনাথ দেবল, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র

ধীরেন—শ্রীধীরেন্দ্রমোহন সেন, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র এবং অধ্যক্ষ

নগেন্দ্র—শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ জামাতা

নবকুমার—মণিপুরের নৃত্যশিক্ষক

নলিনীরঞ্জন—শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার

নিতাই, নীতু, খোকা—নীতীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
নিশিকান্ত—নিশিকান্ত সেন, দিল্লী
নীলমণি, লীলমণি, বনমালী—ভৃত্য
নুটু—রমা কর, সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের ভগিনী, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ করের পত্নী
নেবুকুঞ্জ—শান্তিনিকেতনের একটি বাড়ি
পারুল—শ্রীপারুল দেবী, বরানগর
পি. সি. সেন—রেঙ্গুনের ব্যারিস্টার
পিসিমা—রাজলক্ষ্মী দেবী, যশোয়ের সম্পর্কে পিসিমা
পূর্ণিমা—রথীন্দ্রনাথের মাতুল-কন্যা
প্রতাপ—প্রতাপ তলাপাত্র, সরকার
প্রভাতকুমার—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শান্তিনিকেতনের গ্রন্থাগারিক
প্রশান্ত—শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ
গ্রেচেন—মিস গ্রীন, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন কর্মী
বড়দিদি—সৌদামিনী দেবী
বিচিত্রা—রবীন্দ্রনাথের বিচিত্রা-বাসভবনে প্রতিষ্ঠিত সম্মিলনী
বঙ্কিম—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র রায়, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন অধ্যাপক
বিপিন—ভৃত্য
বিমলা—ব্যারিস্টার সত্যরঞ্জন দাসের পত্নী
বীরেন—শ্রীবীরেন্দ্রমোহন সেন, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র
বুড়ি, খুকি—শ্রীনন্দিতা দেবী
বুর্ডেট, মিস—মার্কিন মহিলা
ভক্তি—অধ্যাপক শ্রীফণীভূষণ অধিকারীর কনিষ্ঠা কন্যা
ভীমরাও শাস্ত্রী—শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন সংগীত-অধ্যাপক
মঞ্জু—শ্রীমঞ্জুশ্রী দেবী, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা
মণিকা—শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রী
মমতা—জগদানন্দ রায়ের দৌহিত্রী
মরিস—এইচ. পি. মরিস, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন অধ্যাপক

মালঞ্চ---শ্রীমীরা দেবীর শান্তিনিকেতনের বাড়ি

মায়া—সত্যরঞ্জন দাসের কন্যা, ডাক্তার শ্রীঅজিতমোহন বসুর পত্নী

মুকুল---শ্রীমুকুলচন্দ্র দে

মোলার—অবনীন্দ্রনাথের সুইডিশ বন্ধু

মোবারক---ভৃত্য

মৃণালিনী—শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রী

মেজ বৌঠান—জ্ঞানদানন্দিনী দেবী

মৈত্র, ডাক্তার—ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র

মৈত্রেয়ী—শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী, মংপু

রানী---শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের পত্নী

রামানন্দবাবু---রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

রেখা---সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের ভগিনী, শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্তের পত্নী

রোটেনস্টাইন—সুপরিচিত শিল্পী, রবীন্দ্রনাথের বন্ধু

ললিতা—অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা কন্যা

লাবণ্য—অজিতকুমার চক্রবর্তীর পত্নী

লাবণ্যের মেয়েটি---শ্রীঅমিতা ঠাকুর

লাবু—শ্রীমমতা দেবী, শ্রীক্ষিতিমোহন সেনের কন্যা

শমী---শমীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র

শরৎ —শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ জামাতা

শ্রীমতী---শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রী, শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী

শৈল বৌমা---সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের পত্নী

শৈলেশ—শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের ভ্রাতা; একসময়ে রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থপ্রকাশক

সত্য---ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

সন্তোষ—সন্তোষচন্দ্র মজুমদার, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র ও কর্মী

সাধু—ভৃত্য

সুকেশী বৌমা—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র কৃতীন্দ্রনাথের পত্নী

সুশি বৌমা—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী

সুধাকান্ত—শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র ও কর্মী

সুনন্দা—রথীন্দ্রনাথের মাতুল-কন্যা

সুনীত—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ জামাতা

সুরূপা—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠা কন্যা

সুরেন—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর (পৃ. ১১৮, ১৫৭, ১৯৫)

সুরেন (পৃ. ৫১, ৫৫)—সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুপ্রকাশ—সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র

সোমেন্দ্র—সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র

সৌম্য—শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

হেমলতা—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথের পত্নী

হৈমন্তী—শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীর পত্নী

ক্ষিতিবাবু—শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

সংশোধন

মাধুরীলতা দেবীকে লিখিত ১ সংখ্যক পত্রের তারিখ,
[চৈত্র ১৩২১] হইবে বলিয়া অনুমান।